মাসিক
আত-তাহরীক

১৪তম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৫/৮ কিস্তি)* ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

❑ মানবজাতির প্রতি ফেরেশতাদের দো'আ ও অভিশাপ *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ১৭
-মুহাম্মাদ আবু তাহের

❑ ইসলামের আলোকে জ্ঞান চর্চা *(প্রথম কিস্তি)*
-ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান ২২

❑ আদর্শ সমাজ গঠনে সালামের ভূমিকা ২৬
-মুহাম্মাদ মাইনুল ইসলাম

❑ একটি ঐতিহাসিক রায়ের ইতিবৃত্ত ৩২
-রেযাউল করীম

✡ **মহিলা ছাহাবী :** ৩৪

♦ **উম্মুল মুমিনীন ছাফিয়া (রাঃ)**
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

✡ **কবিতা :** ৪১

♦ নাম সর্বস্ব ♦ জীবনটা কি?
♦ মুনাজাত

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪২

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৫

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

সম্পাদকীয়

গণজোয়ার ও গণঅভ্যুত্থান

সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে গণ অভ্যুত্থান হয়েছে। তাতে ইতিমধ্যে তিউনিসিয়া ও মিসরের দুই লৌহমানবের পতন ঘটেছে। লিবিয়া ও ইয়ামনের দুই লৌহমানব এখন পতনের মুখে। বাহরায়েন ও জর্ডানে লু হাওয়া বইছে। সিরিয়া ও সঊদী আরবে আতংক দেখা দিয়েছে। সুদান ইতিমধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে যে, মধ্যপ্রাচ্যকে ৪০টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হবে।

ছহীহ হাদীছ সমূহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহুদী-নাছারাদেরকে মুসলমানদের প্রধান শত্রুশক্তি হিসাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এজন্য প্রতিদিন ছালাতে সূরা ফাতিহার শেষ দিকে 'গায়রিল মাগযূবে 'আলাইহিম অলাযযা-ল্লীন' বলে অভিশপ্ত ইহুদী ও পথভ্রষ্ট নাছারাদের পথে না যাওয়ার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু বলা চলে যে, আজকের মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রনেতা ঐসব অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের গোলামী করছে। কেউ কেউ তাদের বিরুদ্ধে বললেও তাদের পাতানো সিস্টেমের গোলামী করছে। ফলে পরোক্ষভাবে তাদেরই কপট উদ্দেশ্য পূর্ণ হচ্ছে। গত শতাব্দীতে ওছমানীয় খেলাফতের শেষ খলীফা ২য় আব্দুল হামীদের নিকটে যখন ফিলিস্তীনে ইহুদী বসতি স্থাপনের অনুমতি চেয়েছিল বৃটিশ প্রতিনিধি, তখন দুর্বল খলীফার ঈমানী চেতনা তার প্রতিবাদ করে উঠেছিল। তিনি অনুমতি দেননি। সুচতুর বৃটিশরা তখন অন্যপথ ধরেছিল। তারা আরবদের সাথে তুকীদের বিভেদ ঘটানোর জন্য জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করতে থাকে। সেই সাথে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয় তরুণদের মাঝে। 'যেকোন নতুন বস্তুই সুস্বাদু'-এই প্রবাদ বাক্যটি তরুণ বংশধরদের মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ফলে ১০/১২ বছরের মধ্যেই উত্তাল হয়ে ওঠে জনমত। পাশ্চাত্যের দাবার ঘুঁটি কামাল পাশার নেতৃত্বে ঘটে যায় বিপ্লব। ওছমানীয় খেলাফত ভেঙ্গে যায়। বিদেশীরা ভাগ বাটোয়ারা করে নেয় পুরা খেলাফতকে। শক্তিশালী তুরস্ক রাতারাতি 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' বলে পরিচিত হয়। ১৯২৪ সালে ঘটে যাওয়া এই মহা বিপর্যয়ের পিছনে মূল কারণ ছিল খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদীদের সুদূরপ্রসারী নীলনকশা। তারা সেদিন অস্ত্র নিয়ে আসেনি। এসেছিল মতবাদ নিয়ে। মগয ধোলাই করেছিল তরুণদের। তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে নিজেদের তৈরী করা মতবাদ সমূহের ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মাধ্যমে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে- তাই করার উন্মত্ত নেশা, গণতন্ত্রের মাধ্যমে যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে যেকেউ নেতা হবার মদমত্ত আবেগ, পুঁজিবাদের মাধ্যমে প্রত্যেকে লুটেপুটে ধনী হবার উন্মাতাল প্রেরণা, জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে উদার মানবতাবাদের কবর রচনা করে ভাষা ও

অঞ্চলভিত্তিক ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ গণ্ডীভুক্ত চিন্তায় আচ্ছন্নকারী প্রগলভতা তুর্কী ও আরবদের মাঝে বাধার বিন্ধ্যাচল দাঁড় করিয়ে দেয়। যা পরবর্তীতে আরব বংশোদ্ভূত নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর প্রচারিত ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। তাই দেখা যায়, বিপ্লবের পরে তুরস্ক থেকে আরবী আযান তুলে দেওয়া হয়। মেয়েদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বোরকা ছিঁড়ে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঐক্যবদ্ধ ইসলামী খেলাফত ভেঙ্গে পৃথিবীতে এখন মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা ৫৬টি। তন্মধ্যে কেবল মধ্যপ্রাচ্যেই ২২টি। এবার সেগুলি ভেঙ্গে করা হবে নাকি ৪০টি। খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদের এই আঘাত থেকে মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিপ্লবী নেতার জন্ম হয়। যারা সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠন থেকে স্ব স্ব দেশকে রক্ষায় সমর্থ হন। সঊদী আরবের আব্দুল আযীয, মিসরের মোহাম্মদ আলী, লিবিয়ার মু'আম্মার আল-গাদ্দাফী, ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনী নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। এঁদের মধ্যে কেবল গাদ্দাফী বেঁচে আছেন। কিন্তু শেষ দিকে এসে তিনি তাঁর বিপ্লবী চরিত্র হারিয়ে ফেলেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও ইরাকে সাদ্দাম হোসায়েনের পরাজয়ের পর গাদ্দাফী রাতারাতি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের মিত্র বনে যান এবং এইসব লুটেরাদের জন্য লিবিয়ার তৈল ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেন। এর ফলে সেখানে কিছু ধনকুবের সৃষ্টি হলেও দেশে কর্মসংস্থানমুখী কোন শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা হয়নি। কৃষিতেও ঘটানো হয়নি কোন উন্নয়ন। ফলে সেদেশের মাথা পিছু জাতীয় আয় ১২ হাযার ডলারের বেশী হলেও দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের গড় আয় প্রতিদিন মাত্র দুই ডলারেরও কম। সেদেশে বর্তমানে কর্মক্ষম মানুষের ২১ শতাংশই বেকার। ফলে জনগণ গাদ্দাফীর প্রতি আগের মত এখন আর অন্ধভক্তি পোষণ করে না। অন্যান্য দেশেও কমবেশী একই অবস্থা বিরাজ করছে। আর এই সুযোগটাই নিয়েছে পাশ্চাত্য শকুনীরা। তারা এখন পুরা মধ্যপ্রাচ্যকে টুকরা টুকরা করে তৈল সম্পদের উপর দখল নিতে চায়। বর্তমান গণ-অভ্যুত্থানের ফলাফল সেদিকেই এগিয়ে চলেছে।

এক্ষণে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রচ্যের দেশগুলির রাষ্ট্রনেতাগণ যদি নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নেন এবং স্ব স্ব দেশে ইসলামী নীতিমালা বাস্তবায়নে আন্তরিক হন ও জনগণের মৌলিক মানবাধিকার সমূহ সুরক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন, তাহ'লে নিজ দেশের জনগণ হবেন তাদের দেহরক্ষী। তবে এটাও বাস্তব যে, সর্বদা বিদেশের চর ও স্বার্থপর রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী সব মুসলিম দেশেই আছে ও থাকবে। ওদেরকে চিহ্নিত করে দিলে জনগণ তাদের বয়কট করবে। বিদেশীরা নিরাশ হবে। মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারণা কোন কাজে আসবে না ইনশাআল্লাহ।

বর্তমান অমুসলিম বিশ্ব ইসলামকে তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তবে মুসলমানদের মধ্যে তারা তিনটি দলকে তাদের আপন মনে করে ও একটি দলকে তাদের শত্রু মনে করে (সূত্রঃ জধহফ০৭)। ১. সেক্যুলার ২. পপুলার এবং ৩. ছূফীবাদীগণ। কারণ সেক্যুলাররা পাশ্চাত্যের কাছে দাসখত দিয়েই রাজনীতি করে। তারা ক্ষমতায় গেলে পাশ্চাত্যের সবকিছুর অনুসরণ করবে এবং ইসলামের কোন বিধানই কার্যকর করবে না, এরূপ অলিখিত চুক্তি তাদের থাকে। পপুলাররা 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলে মডারেট ইসলামিস্ট হবার কোশেশ করে। আর ছূফীরা তো 'যত কল্লা তত আল্লা' শ্লোগান দিয়ে সর্বদা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য ঘুঁচিয়ে দেবার মেহনত করেন। আগ্রাসী যালেম শক্তি হয়তবা তাদের দৃষ্টিতে খোদ আল্লাহ্রই অংশ। অতএব তাদেরকে সাদরে বরণ করে নেওয়াই কর্তব্য। কেননা 'কিছু হইতে কিছু হয় না, যা কিছু হয় আল্লাহ হইতে হয়।' অতএব যুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা জিহাদ নয়, বরং যালিমের যুলুম হাসিমুখে বরণ করে নেওয়া এবং ত্বাগূতী শক্তির গোলামীর তকমা গলায় বাঁধাকে তারা হয়তবা 'আল্লাহ হইতে হয়েছে' বলে সন্তুষ্ট হবেন। উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমলে তাদের এই চরিত্রই দেখা গেছে। ফলে এসব মতবাদের ওরস ও ইজতেমায় লাখ মানুষের ভিড় হয়। মানুষ সেখানে ছুটে যায় পরকালীন মুক্তির মিথ্যা আশায় অথবা দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়ার উদগ্র নেশায়। অথচ সবকিছুই মায়া-মরীচিকা মাত্র।

পক্ষান্তরে শত্রুদের চোখের বালি হ'ল সালাফী তথা আহলেহাদীছ আন্দোলন। যারা ইসলামকেই মানবজাতির ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র চাবিকাঠি বলে বিশ্বাস করেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস বলে মনে করেন। উক্ত বিশ্বাসের আলোকে তারা তাদের সার্বিক জীবন গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকেন। অদ্বৈতবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও মডারেট উদারতাবাদের শিরকী ও বিদ'আতী ধারা সমূহের বাইরে তারা তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নিরংকুশভাবে স্রেফ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসরণ করেন। উক্ত অভ্রান্ত বিধানের আলোকে আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে তারা সমাজের সার্বিক সংস্কার কামনা করেন এবং এজন্য দিন-রাত দাওয়াত ও সংগঠনে জীবন ব্যয় করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, ঈমান ও আমলে ছালেহ হ'ল ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। দেশের জনগণ যখন উপরোক্ত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং এর অনুকূলে গণজাগরণ সৃষ্টি হবে, তখনি আসবে কাংখিত ইসলামী খেলাফত। যাকে সবচেয়ে বেশী ভয় পায় পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের দোসররা। আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পক্ষে বাংলাদেশে যখন গণজোয়ার সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল, তখনই পাশ্চাত্যের এদেশীয় দোসররা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদের উপর জেল-যুলুম চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু জানা উচিৎ যে, *ইসলাম যেন্দা হোতা হায় হর কারবালা কে বা'দ।* তাই বিজাতীয় মতবাদের পক্ষে নয় বা ইসলামের নামে কোন শিরক ও বিদ'আতের পক্ষে নয়, বরং নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হৌক এবং জনগণকে পরিচালনার জন্য যোগ্য ইসলামী নেতৃবৃন্দ সৃষ্টি হৌক আল্লাহ্র নিকটে আমরা কেবল সে প্রার্থনাই করব। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!! *(স.স.)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/৯ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

(২য় অধ্যায়)

মাক্কী বাহিনীর অগ্রযাত্রা :

কিন্তু এখবর যখন পৌঁছল, তখন আবু জাহলের নেতৃত্বে ১৩০০ মাক্কী ফৌজ রওয়ানা হয়ে জুহফা নামক স্থানে পৌঁছে গেছে। অতঃপর আবু সুফিয়ানের এ খবর পেয়ে মাক্কী বাহিনীর সবাই মক্কায় ফিরে যাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করল। কিন্তু আবু জাহলের অহংকারের ফলে কারু মতামত গ্রাহ্য হ'ল না। তবু তার আদেশ অগ্রাহ্য করে আখনাস ইবনে শুরায়েক্ব (الاخنس بن شريق)-এর নেতৃত্বে বনু যোহরা (بنو زهــرة) গোত্রের ৩০০ লোক মক্কায় ফিরে গেল। বনু হাশেমও ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু মুহাম্মাদ-এর স্বগোত্র হওয়ায় তাদের উপরে আবু জাহলের কঠোরতা ছিল অন্যদের চেয়ে বেশী। ফলে তারা ক্ষান্ত হন। অতঃপর আবু জাহল বদর অভিমুখে রওয়ানা হন এবং দর্পভরে বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা বদরে যাব ও সেখানে তিনদিন থাকব ও আমোদ-ফূর্তি করে পান ভোজন করব। এর ফলে সমগ্র আরব জাতির উপরে আমাদের শক্তি প্রকাশিত হবে ও সকলে ভীত হবে। এই সময় সব মিলিয়ে মাক্কী বাহিনীতে এক হাযার ফৌজ ছিল। তন্মধ্যে দু'শো অশ্বারোহী, ছয়শো লৌহবর্ম ধারী এবং গায়িকা বাঁদী দল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদি সহ ছিল। প্রতি মনযিলে খাদ্যের জন্য তারা ১০টি করে উট যবেহ করত। উল্লেখ্য যে, মাক্কী বাহিনীতে বনু 'আদী ব্যতীত মক্কার সকল গোত্রের লোক বা তাদের প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। অথবা যোগদানে বাধ্য করা হয়েছিল। যেমন রাসূলের চাচা আব্বাস, হযরত আলীর দু'ভাই তালেব ও আক্বীল। রাসূলের জামাতা আবুল 'আছ সহ বনু হাশেমের লোকেরা। কেননা আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলায় সকল গোত্রের লোকদের মালামাল ছিল।[১]

রওয়ানাকালে আবু জাহল ও ইবলীসের ভূমিকা :

আবু জাহল মক্কা থেকে রওয়ানার সময় দলবল নিয়ে কা'বা গৃহের গেলাফ ধরে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছিল,

اللهم انصر أقرانا للضيف وأوصلَنا للرحم وأفكّنا للعــاني، إن كان محمد على حق فانصره وان كنا على حق فانصرنا وروي انهم قالوا اللهم انصرنا أعلى الجنــدين وأهــدى الفئتين واكرم الحزبين-

'হে আল্লাহ! তুমি সাহায্য কর আমাদের মধ্যে সর্বাধিক অতিথি আপ্যায়নকারী, সর্বাধিক আত্মীয়তা রক্ষাকারী ও বন্দী মুক্তি দানকারী দলকে'। 'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ যদি সত্যের উপরে থাকে তবে তুমি তাকে সাহায্য কর, আর যদি আমরা সত্যের উপর থাকি, তবে আমাদেরকে সাহায্য কর'। হে আল্লাহ! তুমি সাহায্য কর আমাদের দু'দলের মধ্যকার সেরা সেনাদলকে, সেরা হেদায়াত প্রাপ্ত ও সেরা সম্মানিত দলকে'।[২] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবু জাহল আল্লাহকে সর্বশক্তিমান হিসাবে বিশ্বাস করত। একে তওহীদে রুবূবিয়াত বলা হয়। এর ফলে কেউ মুসলমান হ'তে পারে না। কেননা মুসলিম হওয়ার জন্য তওহীদে ইবাদতের উপরে ঈমান আনা যরূরী।

অতঃপর রওয়ানা হওয়ার পরে তাদের মনে পড়ল বনু বকর গোত্রের কথা, যাদের সঙ্গে তাদের শত্রুতা ছিল। পথিমধ্যে তারা হামলা করতে পারে। ফলে মাক্কী বাহিনী দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেল। কিন্তু ইবলীস এ সময় বনু কিনানাহ গোত্রের নেতা সুরাক্বাহ বিন মালেক বিন জু'শুম মুদলিজীর রূপ ধারণ করে এসে বলল, আমিও তোমাদের বন্ধু। আমি তোমাদের নিরাপত্তার যামিন হচ্ছি। এই আশ্বাস পাওয়ার পর কুরায়েশগণ মদীনাভিমুখে খুব দ্রুত বেগে বদর প্রান্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়।

মাদানী বাহিনীর অবস্থান ও পরামর্শ সভা :

আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার নিরাপদে নিষ্ক্রমন এবং আবু জাহলের নেতৃত্বে মাক্কী বাহিনীর দ্রুত ধেয়ে আসা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাফরানে (ذفــران) অবস্থান কালেই যথাসময়ে অবহিত হন। এই অনাকাংখিত পরিস্থিতি এবং অবশ্যম্ভাবী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মুকাবিলা কিভাবে করা যায়, এ নিয়ে তিনি উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শ বৈঠক আহ্বান করলেন।

মুহাজিরগণের মধ্যে হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) তাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করলেন। অতঃপর মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) দাঁড়িয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বললেন, يارسول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقــول

১. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬১৮-১৯।*

২. *কাশশাফ, নাসাফী, বাহরুল মুহীত্ব, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আনফাল ১৯ আয়াত; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/২৮২।*

(ছাঃ) খুবই খুশী হ'লেন ও উদ্দীপিত হয়ে বললেন, سيروا وأبشروا فان الله تعالى قد وعدنى إحدى الطـائفتين، والله لكانى الآن انظر إلى مصارع القـوم، 'চলো এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দু'টি দলের কোন একটির বিজয় সম্পর্কে ওয়াদা দান করেছেন। আল্লাহ্র কসম! আমি এখন ওদের বধ্যভূমিগুলো দেখতে পাচ্ছি'।[৪]

একথাটি কুরআনে এসেছে এভাবে,

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ- لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ- (الأنفال ٧-٨)-

'আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদেরকে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে। আর তোমরা কামনা করছিলে যে, যাতে কোনরূপ কণ্টক নেই, সেটাই তোমাদের ভাগে আসুক (অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে তোমরা বিজয়ী হও)। অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফিরদের মূল কর্তন করে দিতে'। যাতে তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপাচারীরা এটাকে অপসন্দ করে' *(আনফাল ৮/৭-৮)*।

অবশ্য পরামর্শ সভায় আবু আইয়ূব আনছারীসহ কিছু ছাহাবী বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় এবং এই অপ্রস্তুত অবস্থায় যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কেননা তাঁরা এসেছিলেন বাণিজ্য কাফেলা আটকানোর জন্য, বড় ধরনের কোন যুদ্ধ করার জন্য নয়। কিন্তু আল্লাহ এতে নাখোশ হয়ে আয়াত নাযিল করেন,

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ- يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ (الأنفال ٥-٦)-

'যেমনভাবে তোমাকে তোমার গৃহ থেকে তোমার পালনকর্তা বের করে এনেছেন সত্যের জন্য। অথচ মুমিনদের একটি দল তাতে অপসন্দকারী ছিল'। 'তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য বিষয়ে তা প্রকাশিত হবার পর। তাদেরকে যেন মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে

لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র দেখানো পথে আপনি এগিয়ে চলুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আল্লাহ্র কসম! আমরা আপনাকে ঐরূপ বলব না, যেরূপ বনু ইস্রাঈল তাদের নবী মূসাকে বলেছিল যে, 'তুমি ও তোমার রব যাও যুদ্ধ করগে! আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। বরং আমরা বলব, اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، 'আপনি ও আপনার রব যান ও যুদ্ধ করুন, আমরা আপনাদের সাহায্যে যুদ্ধরত থাকব'। فو الذى بعثك بالحق لوسرت بنا إلى برك الغماد لجادلنا معك من دونه حتى تبلغه، সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে আবিসিনিয়ার 'বারকুল গিমাদ' (برك الغماد) পর্যন্ত চলে যান, তবে আমরা অবশ্যই আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাব'। মিক্বদাদের এই জোরালো বক্তব্য শুনে আল্লাহ্র রাসূল খুবই প্রীত হ'লেন এবং তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন' (دعا له بخير)।[৩]

সংখ্যালঘু মুহাজিরগণের উপরোক্ত তিন নেতার বক্তব্য শোনার পর সংখ্যাগুরু আনছারদের পরামর্শ চাইলে আউস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) বললেন, হে রাসূল! আপনি হয়ত আশংকা করছেন যে, আমাদের সঙ্গে আপনার চুক্তি অনুযায়ী আনছারগণ কেবল (মদীনার) শহরে অবস্থান করেই আপনাদের সাহায্য করা কর্তব্য মনে করে। জেনে রাখুন, আমি আনছারদের পক্ষ থেকেই বলছি, যেখানে ইচ্ছা হয় আপনি আমাদের নিয়ে চলুন। যার সঙ্গে খুশী আপনি সন্ধি করুন বা ছিন্ন করুন- সর্বাবস্থায় আমরা আপনার সাথে আছি। যদি আপনি অগ্রসর হয়ে হাবশার বারকুল গিমাদ পর্যন্ত চলে যান, তাহ'লে আমরা আপনার সাথেই থাকব। والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك আর যদি আমাদেরকে নিয়ে আপনি এই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তবে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব'। ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله، 'আমাদের একজন লোকও পিছনে থাকবে না। অতএব আপনি আমাদের নিয়ে আল্লাহ্র নামে এগিয়ে চলুন'। হযরত সা'দের উক্ত কথা শুনে আল্লাহ্র রাসূল

৩. *আহমাদ হা/৮৪৭; ছহীহাহ হা/৩৩৪০।*

৪. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬১৫ পৃঃ।*

যাওয়া হচ্ছে এবং তারা তা যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে'।[৫] অর্থাৎ নবীকে তার পালনকর্তা স্বীয় লালন সূলভ গুণের প্রকাশ ঘটিয়ে অসত্য প্রতিহত করার জন্য ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেভাবে মদীনার গৃহ থেকে বের করে এনেছেন, তেমনিভাবে তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য এখন যা কিছু করছেন সবই আল্লাহ্র হুকুমে করছেন। অতএব তোমাদের উচিত তাকে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

পরামর্শ সভায় সবধরনের মতামত আসতে পারে। এটা কোন দোষের ছিল না। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদার সঙ্গে এই সামান্যতম ভীরুতাকে আল্লাহ পসন্দ করেননি। তাই উপরোক্ত ধমকিপূর্ণ আয়াত নাযিল হয়। যা ছাহাবায়ে কেরামের ঈমান শতগুণে বৃদ্ধি করে। ছহীহ বুখারীতে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে কাফেররা পরাজিত হবার পর আমরা বুঝলাম যে, আনফাল ৭ আয়াতে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের ওয়াদা করা হয়েছিল'।

মাদানী বাহিনীর বদরে উপস্থিতি :

পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বদর অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। অতঃপর বদর প্রান্তরের নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করেন। বদর হ'ল মদীনা থেকে ৬০ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম। যেখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। ২য় হিজরীর ১৭ রামাযান মোতাবেক ৬২৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ শুক্রবার এখানেই সংঘটিত হয় তাওহীদ ও শিরকের মধ্যকার প্রথম সশস্ত্র মুকাবিলা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদর পৌঁছে শত্রুবাহিনীর তথ্য জানার জন্য পায়ে হেঁটে নিজেই রওয়ানা হন আবুবকর (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে। সেখানে এক বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি তার কাছে উভয় বাহিনী সম্পর্কে জানতে চান। বৃদ্ধ তাদেরকে তারা কোন বাহিনীর লোক সেকথা জানানোর শর্তে তথ্য দিল যে, আমি রওয়ানা হবার যে সংবাদ পেয়েছি, তাতে মুহাম্মাদের বাহিনী আজকে অমুক স্থানে রয়েছে এবং কুরায়েশ বাহিনী অমুক স্থানে রয়েছে। বৃদ্ধের অনুমান সঠিক ছিল। এবার শর্তানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জবাব দিলেন, نحن مـــن مـــاء 'আমরা একই পানি হ'তে' (অর্থাৎ একই বংশের)। রাসূলের এই ইঙ্গিতপূর্ণ জবাবে বৃদ্ধ কিছুই বুঝতে না পেরে বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী, যুবায়ের ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছের নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল পাঠান শত্রু পক্ষের আরও তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য। তারা গিয়ে দেখেন যে, দু'জন লোক বদরের ঝর্ণাধারা থেকে পানির মশক ভরছে। তাঁরা তাদের পাকড়াও করে নিয়ে এলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসাবাদে ও সামান্য পিটুনী দেওয়ার পরে জানতে পারলেন যে, তারা কুরায়েশ বাহিনীর লোক এবং কুরায়েশ বাহিনী উপত্যকার শেষপ্রান্তে টিলার অপর পার্শ্বে শিবির গেড়েছে। তবে তারা সঠিক সংখ্যা বলতে পারল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, দৈনিক কয়টা উট যবহ করা হয়? তারা বলল, নয়টি অথবা দশটি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে ওদের সংখ্যা নয়শত অথবা হাযার-এর মধ্যে হবে'। তারপর ওদের নেতৃবর্গের নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি মক্কার সেরা ব্যক্তিবর্গের নামগুলি শুনে দুঃখে ও বিস্ময়ে বলে উঠলেন هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها– 'মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলোকে তোমাদের কাছে নিক্ষেপ করেছে'।[৬]

এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে মুসলিম বাহিনী দ্রুত গিয়ে এশার সময় বদরের উপরে দখল নেন, যা ছিল ঝর্ণাধারার পাশেই'। তখন এলাকা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সামরিক বিষয়ে দক্ষ ছাহাবী হোবাব ইবনুল মুনযির ইবনুল জামূহ (حباب بـــن المنـــذر) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এখানে কি আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে অবতরণ করলেন, না যুদ্ধকৌশল বুঝে অবতরণ করলেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যুদ্ধকৌশল মনে করে'। তখন ছাহাবী বললেন, এটি উপযুক্ত স্থান নয়। কেননা এখান থেকে আগে বা পিছে যাবার কোন সুযোগ নেই'। অতএব আরো এগিয়ে কুরায়েশ শিবিরের নিকটবর্তী প্রস্রবণটি আমাদের দখলে নিতে হবে এবং সবগুলি ঝর্ণাস্রোত ঘুরিয়ে এক জায়গায় এনে পানি এক স্থানে সঞ্চয় করতে হবে। কুরায়েশরা টিলার মাথায় উচ্চভূমিতে অবস্থান করছে। যুদ্ধ শুরু হ'লে পানির প্রয়োজনে ওরা নীচে এসে আর পানি পাবে না। তখন পানির সঞ্চয়টি থাকবে আমাদের দখলে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং এগিয়ে গিয়ে কুরায়েশ বাহিনীর নিকটবর্তী পানির প্রস্রবণ দখলে নিলেন। তারপর অন্যান্য সব ব্যবস্থা শেষ করলেন।

অতঃপর সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-এর প্রস্তাবক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে একটি উঁচু টিলার উপরে একটা কাপড় টাঙিয়ে তার নীচে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য

৫. *আনফাল ৮/৫-৬; ঐ, তাফসীর ইবনে কাছীর; ফাৎহুল বারী হা/৩৭৩৬ 'তাফসীর' অধ্যায়; হায়ছামী বলেন, ত্বাবারাণী বলেছেন, সনদ হাসান।*

৬. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬১৬-১৭; আহমাদ হা/৯৪৮ সনদ ছহীহ- আহমাদ শাকির।*

তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে তাঁর সাথে কেবল আবুবকর (রাঃ) রইলেন এবং পাহারায় রইলেন সা'দ বিন মু'আয ও তার সাথীবৃন্দ। সা'দ সেখানে বিশেষ সওয়ারীও প্রস্তুত রাখলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত হই, তাহ'লে আপনি এই সওয়ারীতে করে দ্রুত মদীনায় চলে যাবেন। কেননা সেখানে রয়েছে আপনার জন্য আমাদের চাইতে অধিক জীবন উৎসর্গকারী ভাইয়েরা। (فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ... يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك) যারা আমাদের চাইতে আপনাকে ভালোবাসায় অধিকতর অগ্রগামী। যারা যুদ্ধে কখনোই আপনার থেকে পিছনে থাকবে না। আল্লাহ তাদের মাধ্যমে আপনাকে হেফাযত করবেন। তারা আপনার শুভাকাংখী এবং তারা আপনার সঙ্গে থেকে জিহাদ করবেন'। সা'দের এ বীরত্বব্যঞ্জক কথায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত প্রীত হ'লেন ও তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন (دعا له بخير)।[৭]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুদ্ধ কৌশল অনুযায়ী সেনাদলকে বিন্যস্ত করেন এবং সুষ্ঠুভাবে শিবির সন্নিবেশ করেন।

বর্ষাস্নাত রাত্রি ও গভীর নিদ্রা :

১৭ই রামাযান শুক্রবারের রাত, বদর যুদ্ধের পূর্বরাত। সৈন্যদের শ্রেণীবিন্যাস শেষ হয়েছে। সবাই ক্লান্ত-শ্রান্ত। হঠাৎ বৃষ্টি এলো। মুসলিম বাহিনী ঘুমে এলিয়ে পড়ল। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বাহিনীর সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেল এবং যুদ্ধের জন্য দেহমন প্রস্তুত হয়ে গেল। বালু-কংকর সব জমে শক্ত হয়ে গেল। ফলে চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ্য এলো। সেই সাথে অধিক হারে পানি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاء مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ– 'স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন তোমাদের স্বস্তির জন্য তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করা হয় এবং তোমাদের উপরে তিনি আসমান হ'তে বারি বর্ষণ করেন। তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূরীভূত করার জন্য। তোমাদের হৃদয়গুলি পরস্পরে আবদ্ধ করার জন্য এবং তোমাদের পাগুলি দৃঢ় রাখার জন্য' *(আন'ফাল ৮/১১)*।

শয়তানের কুমন্ত্রণা ছিল এই যে, সে দুর্বলচিত্ত মুসলমানদের মধ্যে এই প্রশ্ন ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে, আমরা যদি ন্যায় ও সত্যের পথে থাকব, তাহ'লে আমরা এই নিম্নভূমিতে ধূলি-ময়লা ও নিগৃহীত অবস্থার মধ্যে কেন? এটা নিঃসন্দেহে আমাদের পরাজয়ের লক্ষণ। পক্ষান্তরে কোরায়েশরা পাহাড়ের উচ্চ ভূমিতে আছে। তারা উট যবেহ করে খাচ্ছে আর ফূর্তি করছে। এটা নিশ্চয়ই তাদের জন্য বিজয়ের লক্ষণ। সকালেই যেখানে যুদ্ধের সম্মুখীন হ'তে হবে, সেখানে রাতেই যদি মুষ্টিমেয় মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এ ধরনের বিভ্রান্তি ঢুকে যায়। তাহ'লে সেটা সমূহ ক্ষতির কারণ হবে। সেকারণ আল্লাহ তাদের বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে গভীর ঘুমে বিভোর করে দিলেন। ফলে ঘুম থেকে উঠে প্রফুল্লচিত্তে সবাই যুদ্ধে জয়ের জন্য একাট্টা হয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, বদর যুদ্ধের রাতে এমন কেউ বাকী ছিল না যে, তিনি ঘুমাননি। কেবল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত। তিনি সারারাত জেগে ছালাতে রত থাকেন।

মাক্কী বাহিনীর অবস্থা :

প্রত্যুষে কুরায়েশ বাহিনী পাহাড় থেকে নীচে অবতরণ করে হতবাক হয়ে গেল। পানির উৎসের উপরে রাতারাতি মুসলিম বাহিনীর দখল কায়েম হয়ে গেছে। হাকীম বিন হেযাম সহ অতি উৎসাহী কয়েকজন কুরায়েশ সেনা সরাসরি রাসূলের টিলার সম্মুখস্থ পানির হাউযের দিকে অগ্রসর হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। ফলে যারা সেখান থেকে পানি পান করল, তারা সবাই পরে যুদ্ধে নিহত হ'ল। একমাত্র হাকীম পান করেনি। সে বেঁচে গেল। পরে সে পাক্কা মুসলমান হ'ল। এ ঘটনাকে স্মরণ করে হাকীম বিন হেযাম শপথ করার সময় সর্বদা বলতেন لا والذي نجاني يوم بدر 'ঐ সত্তার কসম! যিনি আমাকে বদরের দিন পরিত্রাণ দিয়েছেন'। ঘটনাটি বহু পূর্বেকার তালূত বাহিনীর ঘটনার সাথে মিলে যায়। সেদিন যারা নদীর পানি পান করেছিল, তাদের কেউই তালূতের সাথে জালূতের বিরুদ্ধে জিহাদে শরীক হ'তে পারেনি'।[৮]

কুরায়েশ নেতারা অবস্থার ভয়াবহতা বুঝতে পারল এবং নিজেদের বোকামিতে দুঃখে-ক্ষোভে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। তারা মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ও অবস্থা নিরূপনের জন্য উমায়ের বিন ওয়াহাব আল-জুমাহী নামক একজন অশ্বারোহীকে প্রেরণ করল। সে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর

৭. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬২০-২১।*

৮. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬২২; বাক্বারাহ ২/২৪৯।*

চারদিক প্রদক্ষিণ করে এসে বলল, তিন শো বা তার কিছু কমবেশী হবে'। তবে আরেকটু সময় দাও, আমি দেখে আসি, ওদের পিছনে কোন সাহায্যকারী সেনাদল আছে কি-না। সে আবার ছুটলো এবং ফিরে এসে বলল, ওদের পিছনে কাউকে দেখলাম না। তবে সে বলল, يا معشر قريش : البلايا تحمل المنايا– 'হে কুরায়েশগণ, বিপদ এসেছে মৃত্যুকে সাথে নিয়ে। তাদের হাতে তরবারি ছাড়া কিছু নেই'। والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم ... فرؤا رأيكم– 'আল্লাহ্র কসম, তোমাদের একজন নিহত না হওয়া পর্যন্ত তাদের একজন নিহত হবে না'। ... অতএব তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর'। তার এ রিপোর্ট শুনে হাকীম বিন হেযাম বয়োজ্যেষ্ঠ কুরায়েশ নেতা উৎবা বিন রাবী'আহ্র কাছে এসে যুদ্ধ না করে ফিরে যাবার ব্যাপারে বুঝাতে লাগলেন। তিনি রাযী হ'লেন এমনকি ইতিপূর্বে নাখলা যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে যুলক্বা'দাহ্র হারাম মাসে নিহত আমর ইবনুল হাযরামীর রক্তমূল্য তিনি নিজ থেকে দিতে চাইলেন। উৎবা বললেন যে, সমস্যা হ'ল ইবনুল হানযালিয়াহকে নিয়ে (আবু জাহলের মায়ের নাম ছিল হানযালিয়াহ)। তুমি তার কাছে যাও।

অতঃপর উৎবা দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বললেন, হে কুরায়েশগণ! মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করায় তোমাদের কোন বাহাদুরী নেই। কেননা তাতে তোমরা তোমাদের চাচাতো ভাই বা খালাতো ভাই বা মামাতো ভাইয়ের বা নিজ গোত্রের লোকদের রক্তাক্ত চেহারা দেখবে, যা তোমাদের কাছে মোটেই পসন্দনীয় হবে না। فارجعوا وخلُّوا بين محمد وسائر العرب 'অতএব তোমরা ফিরে চল এবং মুহাম্মাদ ও গোটা আরব দুনিয়াকে ছেড়ে দাও। যদি তারা তাকে মেরে ফেলে, তবে সেটা তাই-ই হবে, যা তোমরা চেয়েছিলে। আর যদি তা না হয়, তাহ'লে সে তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এজন্য যে, তোমরা তার সাথে সেরূপ ব্যবহার করোনি, যা তোমরা চেয়েছিলে'।

এদিকে হাকীম ইবনে হেযাম আবু জাহলের কাছে গিয়ে নিজের ও উৎবার মতামত ব্যক্ত করে মক্কায় ফিরে যাবার জন্য আবু জাহলকে অনুরোধ করলেন। এতে আবু জাহল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলেন, انتفخ والله سَحْرُهُ، উৎবার উপরে মুহাম্মাদের জাদু কার্যকর হয়েছে। كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد– 'কখনোই না। আল্লাহ্র কসম! আমরা ফিরে যাব না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও মুহাম্মাদের মাঝে একটা ফায়ছালা করে দেন'। তিনি বললেন, 'এতক্ষণে বুঝলাম যে, উৎবার পুত্র আবু হুযায়ফা যে মুসলমান হয়ে হিজরত করে আগে থেকেই মুহাম্মাদের দলে রয়েছে এবং যুদ্ধ বাধলে সে নিহত হবে, সেই ভয়ে উৎবা যুদ্ধ না করেই ফিরে যেতে যাচ্ছে'।

হাকীমের কাছ থেকে আবু জাহলের এইসব কথা শুনে উৎবার বিচারবোধ লোপ পেল। তার সুপ্ত পৌরুষ জেগে উঠলো। ক্ষুব্ধ চিৎকারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে চললেন। ওদিকে আবু জাহল আমের ইবনুল হাযরামীকে গিয়ে বললেন, দেখছ কি! তোমার ভাই আমরের রক্তের প্রতিশোধ আর নেওয়া হ'ল না। ঐ দেখ কাপুরুষ উৎবা পালাচ্ছে। শীঘ্র উঠে আর্তনাদ শুরু কর'। একথা শোনামাত্র আমের তার সারা দেহে ধুলো-বালি মাখতে মাখতে এবং গায়ের কাপড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে নাখলা যুদ্ধে নিহত ভ্রাতা আমর ইবনুল হাযরামীর নামে واعمراه واعمراه বলে আর্তনাদ করে বেড়াতে লাগল। আর যায় কোথায়। মুহূর্তের মধ্যে মুশরিক শিবিরে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। রণোন্মত্ত কুরায়েশ বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে ছুটে চলল।[৯] হাকীম ইবনে হেযামের সকল প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে গেল কেবলমাত্র আবু জাহলের গোয়ার্তুমি ও ধূর্তামির কারণে। কুরায়েশরা দ্রুত ধেয়ে এল মুসলিম বাহিনীর দিকে।

মুসলিম বাহিনী সারিবদ্ধ হ'ল :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকটে বিজয়ের জন্য দো'আ করলেন। অতঃপর লাল উটের উপরে সওয়ার উৎবা বিন রাবী'আহ্র দিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, إن يطيعوه يَرْشُدُوْا 'যদি তার দল তার আনুগত্য করত, তাহ'লে তারা সঠিক পথে থাকতো'।[১০] অর্থাৎ যদি তারা উৎবাহ্র কথামত মক্কায় ফিরে যেত, তাহ'লে তাদের মঙ্গল হ'ত। এর মধ্যে রাসূলের শান্তিবাদী নীতি ফুটে ওঠে।

মাক্কী বাহিনী যখন মাদানী বাহিনীর নিকটবর্তী হ'ল, তখন আবু জাহল আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করে বললেন, اللهم أقطعَنا للرحم وآتانا بما لايعرف فأحنه الغداة– 'হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যকার অধিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং অজানা বিপদ সমূহের আনয়নকারী যে দল, তুমি তাদেরকে আগামীকাল সকালে ধ্বংস করে দাও'। এভাবে তিনি নিজের প্রার্থনা দ্বারা নিজের উপর ধ্বংস ডেকে নিলেন।[১১]

৯. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬২৩; আল-বিদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ ৩/২৬৯।*
১০. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬২১।*
১১. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬২৮।*

অন্য বর্ণনায় এসেছে, যুদ্ধের শুরুতে তিনি বলেছিলেন, اللهم أينا كان احب اليك وأرضى عندك فانصره اليوم– ‘হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে তোমার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় ও তুমি যার প্রতি সর্বাধিক সন্তুষ্ট, আজ তুমি তাকে সাহায্য কর’।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, اللهم أينا كان أهجر وأقطع للرحم فأحنه اي فأهلكه– ‘হে আল্লাহ! আমাদের উভয়দলের মধ্যে যে দল অধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, তুমি তাকে ধ্বংস করে দাও’![১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের বাহিনীকে দ্রুত প্রস্তুত ও সারিবদ্ধ করে ফেললেন। এরি মধ্যে জনৈক সাওয়াদ ইবনু গাযিয়াহ (سواد بن غزية) সারি থেকে কিছুটা আগে বেড়ে এল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পেটে তীর দিয়ে টোকা মেরে পিছিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, استو يا سواد সমান হয়ে যাও হে সাওয়াদ! সাথে সাথে সে বলে উঠলো, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। বদলা দিন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন নিজের পেট আলগা করে দেন ও বদলা নিতে বলেন। তখন সে ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো এবং পেটে চুমু খেতে লাগলো’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, কিজন্য তুমি এরূপ করলে? সে বলল, আমাদের সামনে যে অবস্থা আসছে তাতো আপনি দেখছেন। সেজন্য আমি চেয়েছিলাম যে, আপনার সাথে আমার শেষ আদান-প্রদান যেন এটাই হয় যে, আমার দেহচর্ম আপনার দেহচর্মকে স্পর্শ করুক’। তার এ মর্মস্পর্শী কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য কল্যাণের দো‘আ করলেন (دعا له بخير)।[১৪] রাসূলের এ কাজের মধ্যে মানবিক সাম্যের এক উত্তম নমুনা রয়েছে, যা নিঃসন্দেহে এক ঈর্ষণীয় বিষয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, চূড়ান্ত নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেউ যুদ্ধ শুরু করবে না। ব্যাপক হারে তীরবৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কেউ তীর ছুঁড়বে না এবং তোমাদের উপরে তরবারি ছেয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তরবারি চালনা করবে না’। তিনি আরও বলেন যে, বনু হাশেমকে জোর করে যুদ্ধে আনা হয়েছে। তাদের সাথে আমাদের কোন যুদ্ধ নয়। অতএব তাদের কোন ব্যক্তি সামনে পড়ে গেলে তাকে যেন কেউ আঘাত না করে। আব্বাসকে যেন হত্যা না করা হয়। অনুরূপভাবে আবুল বুখতারী বিন হেশামকেও হত্যা করো না। কেননা এরা মক্কায় আমাদের কোনরূপ কষ্ট দিত না। বরং সাহায্যকারী ছিল।

উল্লেখ্য যে, বনু হাশিমের বিরুদ্ধে কুরায়েশদের বয়কট নামা যারা ছিঁড়ে ফেলেছিল, তাদের একজন ছিলেন আবুল বুখতারী। কিন্তু যুদ্ধে আবুল বুখতারী নিহত হয়েছিল তার নিজস্ব হঠকারিতার জন্য। সে তার সঙ্গী কাফের বন্ধুকে ছাড়তে চায়নি। ফলে যুদ্ধে তারা উভয়ে নিহত হয়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) টিলার উপরে সামিয়ানার নীচে নিজ স্থানে চলে গেলেন। এই সময় বদর যুদ্ধের যে পতাকা রাসূলের হাতে ছিল, তা ছিল হযরত আয়েশার ওড়না দিয়ে তৈরী।

যুদ্ধ শুরু :

ইতিমধ্যে কুরায়েশ পক্ষের জনৈক হঠকারী আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ আল-মাখযূমী দৌড়ে এসে বলল, আমি এই হাউয থেকে পানি পান করব, অথবা একে ভেঙ্গে ফেলব অথবা এখানেই মরব’। তখন হামযা (রাঃ) এসে তার পায়ে আঘাত করলেন। এমতাবস্থায় সে পা ঘেঁষতে ঘেঁষতে হাউযের দিকে এগোতে লাগল। হামযা তাকে দ্বিতীয় বার আঘাত করলে সে হাউযেই মরে পড়ল ও তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ’ল। এরপর যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো এবং সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী কুরায়েশ পক্ষ মুসলিম পক্ষের বীরযোদ্ধাদের দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করল। তাদের একই পরিবারের তিনজন সেরা অশ্বারোহী বীর উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী‘আহ এবং অলীদ বিন উৎবা এগিয়ে এল। জবাবে মুসলিম পক্ষ হ’তে মু‘আয ও মু‘আব্বিয বিন আফরা কিশোর দুই ভাই ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা তিনজন আনছার তরুণ যুবক বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কুরায়েশ পক্ষ বলে উঠলো হে মুহাম্মাদ! আমাদের স্বগোত্রীয় সমকক্ষদের পাঠাও’। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে ওবায়দাহ, হে হামযাহ, হে আলী তোমরা যাও। অতঃপর আলী তার প্রতিপক্ষ অলীদ বিন উৎবাহকে, হামযাহ তার প্রতিপক্ষ শায়বাহ বিন রাবী‘আহকে এক নিমিষেই খতম করে ফেললেন। ওদিকে বৃদ্ধ ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ তার প্রতিপক্ষ উৎবা বিন রাবী‘আহর সঙ্গে যুদ্ধে আহত হ’লেন। তখন আলী ও হামযাহ তার সাহায্যে এগিয়ে এসে উৎবাহকে শেষ করে দেন ও ওবায়দাহকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। কিন্তু অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের ফলে যুদ্ধশেষে মদীনায় ফেরার পথে ৪র্থ বা ৫ম দিন ওবায়দাহ শাহাদাত বরণ করেন।[১৫]

প্রথম আঘাতেই সেরা তিনজন বীরযোদ্ধা ও গোত্র নেতাকে হারিয়ে কুরায়েশ পক্ষ মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ সময়

১২. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ২১৬।*
১৩. *হাকেম ২/৩২৮; কাশশাফ প্রভৃতি।*
১৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/২৭০-৭১।*
১৫. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/২৭২।*

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকটে আকুলভাবে নিম্নোক্ত প্রার্থনা করেন,

اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِىْ مَا وَعَدْتَنِىْ اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ... اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لاَ تُعْبَدْ فِى الأَرْضِ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا-

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলে তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণের প্রার্থনা জানাচ্ছি। ... হে আল্লাহ! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহ'লে আজকের দিনের পরে তোমার ইবাদত করার মত কেউ আর ভূপৃষ্ঠে থাকবে না'। তিনি প্রার্থনায় এমন আত্মভোলা ও বিনয়ী হয়ে ভেঙ্গে পড়লেন যে, তার স্কন্ধ হ'তে চাদর পড়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে আবুবকর ছুটে এসে তার চাদর উঠিয়ে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, حسبك يا رسول الله الححت على ربك হে রাসূল! যথেষ্ট হয়েছে, আপনার পালনকর্তার নিকটে আপনি চূড়ান্ত প্রার্থনা করেছেন'। এ সময় আয়াত নাযিল হ'ল- إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ- 'যখন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকটে কাতর প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের দো'আ কবুল করলেন। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা, যারা হবে ধারাবাহিক ভাবে অবতরণকারী'।[১৬]

ফেরেশতাগণের অবতরণ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় এক সময় সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠে বলেন, أبشر أبا بكر! أتانا نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه، عليه أداة الحرب- আবুবকর! সুসংবাদ নাও। আল্লাহ্র সাহায্য এসে গেছে। ঐ যে জিব্রীল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। অতঃপর তিনি سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ- ('সত্বর দলটি পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাবে')[১৭] আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে এলেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বাইরে এসে আঙ্গুলের ইশারা করে করে বলেন, ওটা আবু জাহলের বধ্যভূমি, ওটা অমুকের, ওটা অমুকের'। রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, তাদের কেউ ঐ স্থান অতিক্রম করতে পারেনি, যেখানে যেখানে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ইশারা করেছিলেন।[১৮]

তারপর তিনি এক মুষ্টি কংকরময় বালু হাতে নিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে ছুঁড়ে মারলেন আর বল্লেন, شاهت الوجوه 'চেহারাগুলো বিকৃত হৌক'। ফলে শত্রুবাহিনীর মুশরিকদের এমন কেউ থাকলো না, যার চোখে ঐ বালু প্রবেশ করেনি। নিঃসন্দেহে এটি ছিল ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ্র বিশেষ সাহায্য। তাই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى- 'তুমি যখন বালু নিক্ষেপ করেছিলে, প্রকৃতপক্ষে তা তুমি নিক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন'।[১৯]

নিঃসন্দেহে এটি ছিল রাসূলের একটি মু'জেযা ও অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা তিনি হোনায়েন যুদ্ধেও করেছিলেন।[২০] ফারসী কবি বলেন,

محمد عربی کا بروئے هر دو سراست
کسے که خاك درش نیست خاك برسرأو

অনুবাদ: মুহাম্মাদ আরাবী হ'লেন দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদার উৎস। কেউ যদি তার পায়ের ধূলা হ'তে না পারে, তার মাথা ধূলি ধূসরিত হৌক!'

মুসলিম নামধারী একদল মুশরিক মা'রেফতী পীর-ফকীর এই ঘটনা দ্বারা রাসূলকে আল্লাহ বানিয়েছে এবং তারাও নিজেদেরকে আল্লাহ্র অংশ বলে থাকে। তারা সূতায় অথবা পাতায় ফুঁক দিলে এবং তা দেহে বাঁধলে বা পকেটে রাখলে শত্রু তাকে দেখতে পাবে না বলে মিথ্যা ধারণা প্রচার করে। এভাবে তারা সরলমনা ও ভক্ত জনগণের ঈমান নষ্ট করে ও সেই সাথে ভক্তির চোরাগলি দিয়ে তাদের পকেট ছাফ করে।

বালু নিক্ষেপের পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় বাহিনীকে জান্নাতের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেন, قُوْمُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ- 'তোমরা এগিয়ে চলো ঐ

১৬. *তাফসীর সূরা আনফাল ৮/৯; তিরমিযী হা/৩০৮৯, সনদ হাসান।*
১৭. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬২৭; বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৭২-৭৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় মু'জেযা অনুচ্ছেদ-৭; ক্বামার ৫৪/৪৫।*
১৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৭১।*
১৯. *আনফাল ৮/১৭; হাদীছটির সনদ মুরসাল। কিন্তু ইবনু কাছীর বলেন, আয়াতটি যে বদর যুদ্ধের ঘটনায় নাযিল হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্বানগণের নিকট যা মোটেই গোপন নয়। ঐ, তাফসীর; সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬২৮।*
২০. *তাফসীর ত্বাবারী হা/১৫৮২৩, সনদ মুরসাল; তাফসীর ইবনু কাছীর আনফাল ১৭ আয়াত; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯১।*

জান্নাতের পানে যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত'। রাসূলের এ আহ্বান মুসলমানের দেহমনে ঈমানী বিদ্যুতের চমক এনে দিল। তিনি আরও বললেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ– 'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন নিহিত, তাঁর কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি আজকে দৃঢ়পদে নেকীর উদ্দেশ্যে লড়াই করবে, পিছপা হবে না, সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হবে, অতঃপর যদি সে নিহত হয়, তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।

জান্নাত পাগল মুমিন মৃত্যুকে পায়ে দলে শতগুণ শক্তি নিয়ে সম্মুখে আগুয়ান হ'ল। এমন সময় জনৈক ছাহাবী উমায়ের বিন হোমাম বাখ বাখ (بخ بخ) বলে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি জান্নাতবাসী হ'তে চাই'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا 'নিশ্চয়ই তুমি তার অধিবাসী'। একথা শুনে ছাহাবী থলি হ'তে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। কিন্তু জান্নাত পাগল এই ছাহাবীর তর সইছে না। এক সময় বলে উঠলেন, لَئِنْ أَنَا حَيِّيْتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِيْ هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ، 'যদি আমি এই খেজুরগুলি খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে সেটাতো দীর্ঘ জীবন হয়ে যাবে' বলেই সমস্ত খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে শহীদ হয়ে গেলেন'।[২১]

ফেরেশতাগণের যুদ্ধে যোগদান :

মুসলিম বাহিনীর এই হামলার প্রচণ্ডতার সাথে সাথে যোগ হয় ফেরেশতাগণের হামলা। ইকরিমা বিন আবু জাহল (যিনি ঐ যুদ্ধে পিতার সাথে শরীক ছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমান হন) বলেন, ঐদিন আমাদের লোকদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যেতো, অথচ দেখা যেতো না কে মারলো *(তাবাক্বাতে ইবনু সা'দ)*। আবু দাঊদ আল-মাযেনী বলেন, আমি একজন মুশরিক সৈন্যকে মারতে উদ্যত হব। ইতিমধ্যে তার ছিন্ন মস্তক আমার সামনে এসে পড়ল। আমি বুঝতেই পারলাম না, কে ওকে মারল'। রাসূলের চাচা আব্বাস যিনি বাহ্যিকভাবে মুশরিক বাহিনীতে ছিলেন, জনৈক আনছার তাকে বন্দী করে আনলে, তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমাকে এ ব্যক্তি বন্দী করেনি। বরং যে ব্যক্তি বন্দী করেছে, তাকে এখন দেখতে পাচ্ছি না। তিনি একজন চুল বিহীন মাথাওয়ালা ও সুন্দর চেহারার মানুষ এবং বিচিত্র বর্ণের একটি সুন্দর ঘোড়ায় তিনি সওয়ার ছিলেন। আনছার বললেন, হে রাসূল! আমিই এনাকে বন্দী করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত আনছারকে বললেন, اسكت فقد أيدك الله بملك كريم চুপ কর। আল্লাহ এক সম্মানিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছেন'। কোন কোন হাদীছে এসেছে যে, ফেরেশতারা কোন মুশরিকের উপরে আক্রমণ করার ইচ্ছা করতেই আপনা-আপনি তার মস্তক দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত *(হাকেম)*। কোন কোন ছাহাবী জিবরীলের আওয়ায শুনেছেন যে, তিনি أَقْدِمْ حَيْزُوْمُ 'হায়যূম আগে বাড়ো' বলেছেন ('হায়যূম' হ'ল জিবরীলের ঘোড়ার নাম)। কেউ কতক ফেরেশতাকে সরাসরি দেখেছেন।[২২] ঐদিন ফেরেশতাদের মাথার পাগড়ী ছিল সাদা। তবে জিব্রীলের মাথার পাগড়ী ছিল হলুদ বর্ণের।[২৩]

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের আশ্বস্ত করেছেন যে, তারাও যেন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করা।

ফেরেশতা নাযিলের উদ্দেশ্য :

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ– '(তোমাদের নিকটে ফেরেশতা প্রেরণের বিষয়টি ছিল) কেবলমাত্র তোমাদের জন্য সুসংবাদ হিসাবে এবং যাতে তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। আর সাহায্য কেবলমাত্র মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে' *(আলে ইমরান ৩/১২৬)*।

এর দ্বারা একথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মুসলমানগণ যেন এ বিশ্বাস অটুট রাখে যে, আল্লাহ্র ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত হয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সেজন্য আল্লাহ্র হুকুমে তারা যৎসামান্য সাহায্য করছে। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মনোবলকে বর্ধিত করা, তাদের দ্বারা যুদ্ধ করানো নয়। কেননা ফেরেশতারা সরাসরি জিহাদ করলে মুমিনদের ছওয়াব থাকে না। তাছাড়া সেটা হ'লে তো এক হাযার *(আনফাল ৮/৯)*, তিন হাযার বা পাঁচ হাযার *(আলে ইমরান ৩/১২৪-২৫)*। কেন একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট ছিল কুরায়েশ বাহিনীকে

২১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১০ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

২২. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬৩৩; মুসলিম মিশকাত হা/৫৮৭৪।*
২৩. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬৩৩।*

খতম করার জন্য। যেভাবে জিব্রীল (আঃ) একাই লূত্বের কওমকে নিমেষে ধ্বংস করেছিলেন *(হূদ ১১/৮২; হিজর ১৫/৭৩-৭৪)*। এ জগতে যুদ্ধ ও জেহাদের দায়িত্ব মানুষকে অর্পণ করা হয়েছে। যাতে তারা তার ছওয়াব ও উচ্চ মর্যাদা লাভে ধন্য হয়। ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা যদি দেশ জয় করা বা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহ্র ইচ্ছা হ'ত, তাহ'লে পৃথিবীতে কাফেরদের রাষ্ট্র দূরে থাক, তাদের অস্তিত্বই থাকতো না। বরং আল্লাহ্র বিধান এই যে, দুনিয়াতে কুফর ও ঈমানের সংঘর্ষ চলতেই থাকবে। ঈমানদারগণ সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য পাবেন। তারা ইহকালে ও পরকালে মর্যাদামণ্ডিত হবেন। কিন্তু কাফেররা আল্লাহ্র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে এবং ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হবে। নমরূদ ও ইবরাহীম, ফেরাঊন ও মূসা কি এর বাস্তব প্রমাণ নয়? আজও ফেরাঊন ও মূসার দ্বন্দ্ব চলছে এবং ক্বিয়ামত অবধি চলবে।

ময়দান হ'তে ইবলীসের পলায়ন :

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা হ'তে বের হওয়ার সময় বনু বকরের ভয়ে বের হবে কি হবে না এরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সময় ইবলীস স্বয়ং সোরাক্বা বিন মালেক বিন জু'শুম আল-মুদলেজীর রূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে অভয় দিয়েছিল। যার প্রেক্ষিতে আবু জাহল বদর অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল। এযাবত যে আবু জাহলের সঙ্গে থেকে তাকে সর্বদা গাইড করেছে এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সর্বদা প্ররোচিত করেছে। কিন্তু এখন যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতাদের দেখতে পেয়ে সে আতংকিত হয়ে পালাতে থাকে। হারেছ বিন হেশাম তাকে আটকাতে চাইলে সে তার বুকে জোরে এক ঘুষি মেরে দে ছুট। তখন মুশরিকেরা তাকে তাচ্ছিল্য করতে থাকলে জবাবে সে বলে, إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ إِنِّيْ أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ– 'আমি তোমাদের থেকে মুক্ত। আমি যা দেখছি, তোমরা তা দেখছ না। আল্লাহকে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে। তিনি কঠিন শাস্তির মালিক' *(আনফাল ৮/৪৮)*। এই বলে দ্রুত সে পালিয়ে গেল ও সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিয়ে হারিয়ে গেল।[২৪]

মাক্কী বাহিনীর পলায়ন :

সুরাক্বা বেশী ইবলীসের পলায়নে এবং মুসলিম বাহিনীর দুর্ধর্ষ আক্রমনে পর্যুদস্ত মুশরিক বাহিনী প্রাণভয়ে পালাতে থাকল। এ দৃশ্য দেখে তাদের ধরে রাখার জন্য আবু জাহল তার লোকদের উদ্দেশ্যে জোরালো ভাষণ দিয়ে বলে উঠলো, সোরাক্বার পলায়নে তোমরা ভেঙ্গে পড়ো না। সে আগে থেকেই মুহাম্মাদের চর ছিল। ওৎবা, শায়বা, ওয়ালীদের মৃত্যুতেও ভীত হওয়ার কারণ নেই। কেননা তাড়াহুড়োর মধ্যে তারা মারা পড়েছেন। লাত ও উযযার শপথ করে বলছি, ওদেরকে শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে না ফেলা পর্যন্ত আমরা ফিরে যাব না। অতএব তোমরা ওদেরকে মেরো না। বরং ধরো এবং বেঁধে ফেল'।

কিন্তু আবু জাহলের এই তর্জন-গর্জন অসার প্রমাণিত হ'ল। বর্ষিয়ান ছাহাবী আব্দুর রহমান বিন 'আওফকে আনছারদের বানু সালামাহ গোত্রের কিশোর দু'ভাই মু'আয ও মু'আউভিয বিন 'আফরা পৃথকভাবে এসে জিজ্ঞেস করল يا عم أرني أبا جهل! أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم– 'চাচাজী! আবু জাহল লোকটিকে আমাকে দেখিয়ে দিন। সে নাকি আমাদের রাসূলকে গালি দেয়'? তারা প্রত্যেকে পৃথকভাবে গোপনে এসে চাচাজীর কানে কানে একই কথা বলল। আব্দুর রহমান বিন 'আওফ বলেন, আমি ওদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। কিন্তু ওরা নাছোড় বান্দা। ফলে বাধ্য হয়ে দেখিয়ে দিলাম। তখন ওরা দু'জন তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং মু'আয প্রথম আঘাতেই আবু জাহলের পা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এ সময় তার কাঁধে ইকরিমা বিন আবু জাহলের তরবারির আঘাতে মু'আযের একটি হাত কেটে ঝুলতে থাকলে সে নিজের পা দিয়ে চেপে ধরে এক টানে সেটাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তারপর ছোট ভাই মু'আউভিযের আঘাতে আবু জাহল ধরাশায়ী হ'লে তারা উভয়ে রাসূলের কাছে এসে গর্বভরে বলে উঠলো হে রাসূল! আবু জাহলকে আমি হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ কি? তারা বলল, না। তারপর উভয়ের তরবারি পরীক্ষা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, كلاكما قتله 'তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছ'। অবশ্য এই যুদ্ধে মু'আউভিয বিন আফরা পরে শহীদ হন এবং মু'আয বিন আফরা হযরত ওছমানের খেলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

জানা আবশ্যক যে, মু'আয ও মু'আউভিয উভয়ে তাদের বীরমাতা 'আফরা'-র দিকে সম্বন্ধিত হয়ে ইবনু 'আফরা নামে পরিচিত।[২৫]

২৪. *তাফসীর ইবনে কাছীর, আনফাল ৪৮; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/২৮৩।*

২৫. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬৩৪-৩৫; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০২৮।*

পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ গিয়ে দেখেন আবু জাহলের তখনও নিঃশ্বাস চলছে। তিনি তার দাড়ি ধরে মাথা কেটে নেবার জন্য ঘাড়ে পা রাখলে সে বলে ওঠে, রে বকরীর রাখাল, তুই এতদূর বেড়ে গিয়েছিস? উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মক্কায় বকরীর রাখাল ছিলেন। তারপর বলল, فَلَوْ غَيْرَ أَكَّارٍ قَتَلَنِي! ওহ্! আমাকে যদি (মদীনার) ঐ চাষারা হত্যা না করে অন্য কেউ হত্যা করতো! [২৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ইবনু মাসঊদ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, اخزاك الله يا عدو الله 'আল্লাহ তোকে ধিকৃত করুন রে আল্লাহ্র শত্রু! জবাবে আবু জাহল বলে ওঠে, بماذا أخزاني؟ أَعْمَدُ من رجل قتلتموه 'কেন তিনি আমাকে ধিকৃত করবেন? সেরা ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা করছ'। এখন বল, لمن الدائرةُ اليوم 'আজ কারা জিতলো'। ইবনে মাসঊদ বললেন, لله ولرسوله 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দল'।[২৭] বলেই তার মাথাটা কেটে নিয়ে রাসূলের দরবারে হাযির হ'লেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে ওঠেন, آلله الذى لا إله إلا هو 'আল্লাহ্র শপথ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। একথা তিনবার বলার পরে তিনি বললেন, اللهُ أَكْبَرُ اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ- 'আল্লাহু আকবার, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু সেনা দলকে একাই পরাভূত করেছেন'। এই দো'আটি হজ্জ বা ওমরাহ কালে ছাফা-মারওয়া সাঈ করার শুরুতে ছাফা পাহাড়ে উঠে কা'বা গৃহের দিকে ফিরে দু'হাত উঠিয়ে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলার পর পাঠ করতে হয় মূলতঃ মক্কা বিজয়ের স্মৃতি মনে করিয়ে দেবার জন্য।[২৮]

এভাবে মক্কার বড় ত্বাগূতটা শেষ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মৃতদেহ দেখার পর বলেন, رحم الله ابنى عفراء فهما شركاء فى قتل فرعون هذه الأمة 'আল্লাহ আফরার দুই পুত্রের উপর রহম করুন! তারা এই উম্মতের ফেরাউনকে হত্যায় অংশীদার ছিল। অন্য অংশীদার ছিলেন ফেরেশতা এবং ইবনু মাসঊদ'।[২৯]

যুদ্ধের ফলাফল :

এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৬জন মুহাজির ও ৮ জন আনছার শহীদ হন। কাফের পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দী হয়। তাদের বড় বড় ২৪ জন নেতাকে বদরের একটি পরিত্যক্ত দুর্গন্ধময় কূপে (القليب) নিক্ষেপ করা হয়। তাদের মধ্যে হিজরতের প্রাক্কালে মক্কায় রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী আবু জাহল সহ ১৪ নেতার ১১ জন এই যুদ্ধে নিহত হয়। বাকী তিনজন আবু সুফিয়ান, জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম ও হাকীম বিন হেযাম পরে মুসলমান হন।

বদর যুদ্ধের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা :

(১) যুদ্ধ শুরুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, অনেক লোককে আবু জাহল যবরদস্তি করে যুদ্ধে এনেছে। অথচ তারা মোটেই যুদ্ধে ইচ্ছুক ছিল না। অতএব তোমরা বনু হাশিমের কাউকে এবং বিশেষ করে আব্বাসকে কোনভাবেই আঘাত করবে না। অনুরূপভাবে আবুল বুখতারী বিন হেশামকে যেন হত্যা করো না। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানতে পারেন যে, কুরায়েশ নেতা উৎবাহ বিন রাবী'আহ্র পুত্র আবু হুযায়ফা (রাঃ) যিনি আগেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেন এবং বদরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সদস্য ছিলেন। তিনি বলেছেন যে, আমরা আমাদের পিতা ও ভ্রাতাদের হত্যা করব, আর আব্বাসকে ছেড়ে দেব? তা হ'তে পারে না। আল্লাহ্র কসম! আমার সামনে পড়ে গেলে আমি অবশ্যই আব্বাসকে হত্যা করব'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ওমর (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, হে আবু হাফ্ছ! রাসূলের চাচার মুখের উপরে তরবারির আঘাত করা হবে? জবাবে ওমর (রাঃ) বলেন, আমকে ছাড়ুন, আমি এখুনি ওর গর্দান উড়িয়ে দিয়ে আসি'। পরে আবু হুযায়ফা এতে অনুতপ্ত হন।

তিনি বলতেন যে, ঐদিন মুখ ফসকে যে কথা বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই থেকে আমি কোনদিন মনে স্বস্তি পাইনি, সর্বদা ভাবতাম, শাহাদাত লাভই এর একমাত্র কাফফারা হ'তে পারে। পরে তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ভণ্ড নবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে ইয়ামামাহ্র যুদ্ধে শহীদ হন।

(২) বেলাল (রাঃ)-কে নির্যাতনকারী এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারী নরাধম উমাইয়া বিন

২৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০২৯ 'জিহাদ' অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ।*
২৭. *সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬৩৫-৩৬।*
২৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০২৮-২৯ 'জিহাদ' অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ।*
২৯. *আবু দাঊদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী দালায়েল ৩/৮৮ পৃঃ সনদ মুনক্বাতি'। তবে এর বহু শাওয়াহেদ রয়েছে। হাশিয়া কুরতুবী হা/৫০২; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/২৮৯।*

খালাফ-এর সাথে আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ)-এর জাহেলী যুগে বন্ধুত্ব ছিল। বদর যুদ্ধ শেষে সে আব্দুর রহমান বিন 'আওফকে বলল, আমাকে তুমি বন্দী করে নিয়ে চল। তাহ'লে তোমরা রক্তমূল্য হিসাবে বহু দুগ্ধবতী উষ্ট্রী পাবে। ছাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে 'আওফ তাকে ও তার পুত্র আলীকে নিয়ে রাসূলের দরবারে চললেন। পথিমধ্যে বেলাল তাকে দেখতে পেয়ে চীৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, ওহে আল্লাহ্র সাহায্যকারীগণ! শীর্ষ কাফের উমাইয়া এখানে। হয় আমি থাকব, নয় সে থাকবে'। তার ডাকের সাথে সাথে চারদিক থেকে লোকেরা এসে ঘিরে ফেলল। আব্দুর রহমান শত চেষ্টা করেও রক্ষা করতে পারলেন না। ফলে পিতা-পুত্র দু'জনেই সেখানে নিহত হ'ল।

(৩) এই যুদ্ধে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তার মামা 'আছ ইবনু হিশাম ইবনু মুগীরাহকে হত্যা করেন।

(৪) হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) স্বীয় পুত্র আব্দুর রহমানকে ডাক দিয়ে বলেন, أين مالي يا خبيث 'রে দুরাচার! আমার মাল-সম্পদ কোথায়? ঐ সময় সে মাক্কীদের পক্ষে যুদ্ধে এসেছিল। পরে সে মুসলমান হয়ে যায়।

(৫) মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ)-এর ভাইকে বন্দী করতে দেখে জনৈক আনছার ছাহাবীকে তিনি বলেন, ওকে ভালভাবে বেঁধে নিয়ে যাও। ওর মা খুব ধনী মহিলা। অনেক রক্তমূল্য পাবে। তখন তার ভাই আবু উযায়ের ইবনু উমায়ের বলল, আমার ব্যাপারে এটাই কি তোমার শেষ কথা? মুছ'আব বললেন, إنه الأنصاري أخي دونك এই আনছারীই এখন আমার ভাই। তুমি নও'। উল্লেখ্য যে, ইসলাম কবুল করার অপরাধে মুছ'আবের মা তার খানাপিনা বন্ধ করেছিল এবং পরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার পর তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

(৬) উক্কাশা বিন মিহছান (রাঃ)-এর তরবারি ভেঙ্গে গেছে। তিনি এলেন রাসূলের কাছে তরবারি চাইতে। রাসূলের কাছে বাড়তি কোন তরবারি নেই। তাই একটা ভাঙ্গা কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে বললেন, قاتل بهذا يا عكاشة 'এটা দিয়ে যুদ্ধ কর হে উক্কাশাহ'! সেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই লম্বা চকচকে ধারালো তরবারিতে পরিণত হয়ে গেল। তারপর তিনি সেটা ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি সেটা দিয়ে যুদ্ধ করেন এবং আবুবকর (রাঃ)-এর সময়ে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে রিদ্দার যুদ্ধকালে তিনি ঐ তরবারির সাহায্যে যুদ্ধ করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন। ঐ তরবারিকে 'আল-'আওন' (العون) বা 'আল্লাহ্র সাহায্য' বলা হ'ত। নিঃসন্দেহে এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম মু'জেযা।

(৭) মুশরিক নেতাদের মৃত দেহগুলি কূয়ায় নিক্ষেপকালে উৎবা বিন বারী'আহ্র লাশ টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তার পুত্র আবু হুযায়ফা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء- 'হে আবু হুযায়ফা! তোমার পিতার এ অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই তোমার অন্তরে খারাব লাগছে'? জবাবে আবু হুযায়ফা বললেন, لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا مصرعه ولكني كنت أعرف في أبي رأيا وحلما وفضلا فكنت ارجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام- 'আল্লাহ্র কসম! তা নয় হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা ও তার নিহত হওয়ার ব্যাপারে আমার মনে কোন ভাবান্তর নেই। তবে আমার পিতার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, দূরদর্শিতা ও কল্যাণময়তা ছিল। আমি আশা করতাম এগুলি তাঁকে ইসলামের দিকে পথ দেখাবে। কিন্তু এখন তার কুফরী হালতে মৃত্যু দেখে দুঃখিত হয়েছি'। এ জবাব শুনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন এবং তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন।

(৮) তিনদিন অবস্থানের পর বিদায় কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার মৃত নেতাদের উদ্দেশ্যে গভীর রাতে কূয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم! كذبتموني وصدقني الناس، أخرجتموني وآواني الناس، قاتلتموني ونصرني الناس- هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا- 'হে কূয়ার অধিবাসীগণ! কতই না মন্দ আত্মীয় ছিলে তোমরা তোমাদের নবীর জন্য। তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলে, আর লোকেরা আমাকে সত্যবাদী বলেছিল। তোমরা আমাকে বের করে দিয়েছিলে, আর লোকেরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তোমরা আমার সাথে লড়াই করেছ, অথচ লোকেরা আমাকে সাহায্য করেছে। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা কি তোমরা সত্যরূপে পেয়েছ? কেননা আমাকে আমার পালনকর্তা যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা সত্যরূপে পেয়েছি'। ওমর (রাঃ) বললেন, হে রাসূল! তিনদিন পরে আপনি ওদের ডাকছেন। ওরা কি শুনতে পাচ্ছে? অথচ আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃতকে' *(নমল ৮০)*। জওয়াবে রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বললেন, والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا، 'যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা তাদের চাইতে অধিক শ্রবণকারী নও, যা আমি বলছি। কিন্তু তারা জওয়াব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না'। এর ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ বলেন, আল্লাহ তাদেরকে সাময়িকভাবে জীবিত করেন, যাতে তারা নবীর ধিক্কারবাণীগুলি শুনতে পায় ও লজ্জিত হয়'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت الآية– 'নবী (ছাঃ) বলেছেন যে, নিশ্চয়ই তারা এখনি জানতে পারবে যে, আমি তাদেরকে যা বলেছি, তা সত্য' অতঃপর তিনি আয়াত দু'টি পাঠ করেন *(নমল ৮০, ফাতির ২২)*।[৩০] মূলতঃ জীবিতদের শোনানোই হ'ল মূল উদ্দেশ্য। যুগ যুগ ধরে যাতে কাফির-মুনাফিকরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

মক্কায় পরাজয়ের খবর ও তার প্রতিক্রিয়া :

হায়সামান ইবনু আবদুল্লাহ খুযাঈ (الحيسمان بن عبد الله الخزاعي) সর্বপ্রথম মক্কায় পরাজয়ের খবর পৌঁছে দেয়। এ খবর তাদের উপরে এমন মন্দ প্রভাব ফেলল যে, তারা শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে গেল এবং সকলকে বিলাপ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল। যাতে মুসলমানেরা তাদের দুঃখ দেখে আনন্দিত হবার সুযোগ না পায়। যুদ্ধ ফেরত ভাতিজা আবু সুফিয়ান বিন হারেছ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবকে দেখে আবু লাহাব সাগ্রহে যুদ্ধের খবর কি জানতে চাইলে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা এমন একটা দলের সঙ্গে মুকাবিলা করেছি, যাদেরকে আমরা আমাদের কাঁধগুলি পেতে দিয়েছি। আর তারা ইচ্ছামত হত্যা করেছে ও বন্দী করেছে। এতদসত্ত্বেও আমি আমাদের লোকদের তিরষ্কার করছি না এ কারণে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের মুকাবিলা এমন কিছু শুভ্রবসন লোকের সঙ্গে হয়েছিল, যারা আসমান ও যমীনের মাঝখানে সাদা-কালো মিশ্রিত (خيل بلق) ঘোড়ার উপরে সওয়ার ছিল। আল্লাহ্র কসম! না তারা কোন কিছুকে ছেড়ে দিচ্ছিল, না কেউ তাদের মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারছিল' (والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء) একথা শুনে পাশেই দাঁড়ানো আবু রাফে', যিনি হযরত আব্বাস-এর গোলাম ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, বলে ওঠেন تلك والله الملائكة 'আল্লাহ্র কসম! ওঁরা ফেরেশতা'। একথা শুনে ক্ষুব্ধ আবু লাহাব তার গালে ভীষণ জোরে এক চড় বসিয়ে দিল। তখন উভয়ে লড়াই শুরু হয়ে গেল। আবু লাহাব আবু রাফে'-কে মাটিতে ফেলে দিয়ে মারতে লাগল। তখন হযরত আব্বাস-এর স্ত্রী উম্মুল ফযল (রাঃ) এসে তাঁবুর একটা খুঁটি নিয়ে আবু লাহাবকে ভীষণ জোরে পিটুনি দিয়ে বললেন, استضفته أن غاب عنه سيده 'ওর মনিব বাড়ী নেই বলে ওকে তুমি দুর্বল ভেবেছ? এতে লজ্জিত হয়ে আবু লাহাব উঠে গেল। এর মাত্র সাতদিনের মধ্যেই আল্লাহ্র হুকুমে সে আদাসাহ (عدسه) নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সারা দেহ পচে গলে মারা পড়ল। গুটি বসন্তের ন্যায় এই রোগকে সে যুগে মানুষ কু-লক্ষণ ও সংক্রামক ব্যাধি বলে জানত। ফলে তাকে বাড়ী থেকে দূরে নির্জন স্থানে রেখে আসা হয়। সেখানেই সে নিঃসঙ্গভাবে মৃত্যুবরণ করে। এ অবস্থায় তিনদিন লাশ পড়ে থাকলেও কেউ তার কাছে যায়নি। অবশেষে লোকেরা পাশেই গর্ত করে লাঠি দিয়ে ঠেলে ফেলে তার উপর মাটি ও পাথর ছুঁড়ে পুঁতে দিল দুর্গন্ধের ভয়ে। এই ভাবে এই দুরাচার নরাধম দুনিয়া থেকে বিদায় হ'ল। ছাফা পাহাড়ের বক্তৃতার দিন রাসূলকে تبا لك سائر اليوم 'সর্বদা তুমি ধ্বংস হও' বলার ১৫ বছর পরে তার এই পরিণতি হয়।

আবু লাহাবের চার পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দু'জন আবু লাহাবের জীবদ্দশায় কুফরী হালতে মৃত্যুবরণ করে। বাকী দু'জন পুত্র ও এক কন্যা মুসলমান হয়ে যায়। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে যায় এবং বোঝা বাঁধার রশি গলায় ফাঁস লেগে ঘটনাস্থালই মৃত্যুবরণ করে। তাদের অগাধ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই কাজে আসেনি।[৩১] এভাবেই কুরআনের সূরা লাহাবে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়।

মদীনায় বিজয়ের খবর :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা আনছারীকে মদীনার উচ্চ ভূমিতে এবং যায়েদ ইবনু হারেছাহকে নিম্নভূমিতে পাঠিয়ে দেন মদীনায় দ্রুত বিজয়ের খবর পৌঁছানোর জন্য। ঐ সময় রাসূলের কন্যা ও হযরত ওছমানের স্ত্রী রুক্বাইয়া (রাঃ)-কে দাফন করে মাটি সমান করা হচ্ছিল। যার অসুখের কারণে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ওছমান ও উসামা বিন যায়েদকে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য।

অন্য দিকে ইহুদী ও মুনাফিকেরা রাসূলের পরাজয় এমনকি তাঁর নিহত হবার খবর আগেই রটিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর নিশ্চিত খবর জানতে পেরে মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণ

৩০. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/২৯৩-৮৪*।

৩১. *মানছূরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন ৩/৩০৬*।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মদীনা মুখরিত করে তোলেন এবং রাসূলকে অভ্যর্থনার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন।

গনীমত বণ্টন :

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদরে তিনদিন অবস্থান করেন। এরি মধ্যে গনীমতের মাল নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, যা এক সময়ে চরমে ওঠে। যারা শত্রুদের পিছু ধাওয়া করেছিল ও কাউকে হত্যা ও কাউকে বন্দী করেছিল, তারা সব মাল দাবী করল। আরেক দল যারা গনীমত জমা করেছিল, তারা সব মাল তাদের বলে দাবী করল। আরেক দল যারা রাসূলকে পাহারা দিয়ে হেফাযত করেছিল, তারাও সব নিজেদের বলে দাবী করল। এ সময় সূরা আনফাল নাযিল হয় এবং সেমতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব মাল তার নিকটে জমা করতে বলেন। অতঃপর বদর থেকে রওয়ানা দিয়ে ছাফরা (الصفراء) গিরি সংকট অতিক্রম করে একটি টিলার উপরে গিয়ে বিশ্রাম করেন এবং সেখানে বসে গনীমতের সমস্ত মালের এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বাকী মাল সৈন্যদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেন। এর পূর্বে ছাফরা গিরিসংকটে কুরায়েশ বাহিনীর পতাকাবাহী দুষ্টমতি নযর বিন হারিছকে রাসূলের আদেশক্রমে হযরত আলী (রাঃ) হত্যা করেন। এই শয়তান ইরাকের 'হীরা' থেকে নাচগানে পারদর্শী সুন্দরী নর্তকী খরিদ করে এনে মক্কাবাসীদের বিভ্রান্ত করত। যাতে কেউ রাসূলের কথা না শোনে ও কুরআন না শোনে। এরপর ইরকুয যাবিয়াহ (عرق الظبية) নামক স্থানে পৌঁছে আরেক শয়তানের শিখণ্ডী রাসূলকে ছালাতরত অবস্থায় ঘাড়ে পা মাড়িয়ে গলায় চাদর পেঁচিয়ে এবং পরে একবার মাথায় উটের ভুঁড়ি চাপিয়ে হত্যা প্রচেষ্টাকারী উক্ববা বিন আবু মু'আইত্বকে হত্যার নির্দেশ দেন। একে মারেন আছেম বিন ছাবিত আনছারী। মতান্তরে হযরত আলী (রাঃ)। এই দু'জন ব্যক্তি বন্দীর মর্যাদা পাবার যোগ্য ছিল না। কেননা তারা ছিল আধুনিক পরিভাষায় শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী (من مجرمى أكبر)।

মদীনায় অভ্যর্থনা :

মদীনার উপকণ্ঠে রাওহা (الروحاء) নামক স্থানে পৌঁছলে মদীনা থেকে আগমনকারী অগ্রবর্তী অভ্যর্থনাকারী দলের সাথে প্রথম মুলাকাত ঘটে। তারা বিপুল উৎসাহে বিজয়ী রাসূলকে অভ্যর্থনা করে। অভ্যর্থনার উচ্ছ্বাস দেখে রাসূলের সাথী ছাহাবী সালামা বিন সালামাহ (سلمة بن سلامة) বলেন, ما الذى تهنئوننا فوالله إن لقينا إلا عجائز صُلْعًا كالبدن– 'আপনারা কিজন্য আমাদের মুবারকবাদ দিচ্ছেন'? 'আল্লাহ্র কসম! আমরা তো কিছু টেকো মাথা বুড়োদের মুকাবিলা করেছি, যারা ছিল উটের মত'। তার কথা বলার ঢং দেখে রাসূল (ছাঃ) মুচকি হেসে বললেন, يا ابن أخى أولئك الملأ 'হে ভাতিজা! ওরাই তো নেতা'। এ সময় ছাহাবী উসায়েদ বিন হুযায়ের আনছারী (أسيد بن حضير) যিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন না, তিনি সাক্ষাৎ করে বললেন, হে রাসূল (ছাঃ)! সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আপনাকে বিজয় দান করেছেন ও আপনার চক্ষুকে শীতল করেছেন। হে রাসূল! আল্লাহ্র কসম! আমি একথা ভেবে বদরে গমন হ'তে পিছনে থাকিনি যে, আপনার মুকাবিলা শত্রুদের সাথে হবে। আমি তো ভেবেছিলাম এটা স্রেফ বাণিজ্য কাফেলার বিষয়। ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت 'যদি বুঝতাম যে, এটা শত্রুদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা, তাহ'লে আমি কখনো পিছনে থাকতাম না'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, (صدقت) 'তুমি সত্য বলেছ'। পরবর্তী ওহোদ যুদ্ধে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে আনছার বাহিনীর মধ্যে আউসদের পতাকাবাহী নিযুক্ত করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রবেশ করেন। যা মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে শত্রু-মিত্র সকলের মধ্যে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীরা বাহ্যিকভাবে ইসলাম কবুল করে। এছাড়া বহু লোক দলে দলে এসে মুসলমান হ'তে থাকে। একদিকে কন্যা হারানোর বেদনা অন্যদিকে যুদ্ধ বিজয়ের আনন্দ এরি মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় প্রবেশ করেন।

যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে ফায়ছালা :

রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের একদিন পরে বন্দীদের কাফেলা মদীনায় পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে ছাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের আদেশ দেন। তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হয় এবং ছাহাবীগণ নিজেরা খেজুর খেয়ে বন্দীদের রুটি খাওয়ান। কেননা ঐ সময় মদীনায় খেজুর ছিল সাধারণ খাদ্য এবং রুটি ছিল মূল্যবান খাদ্য। অতঃপর তিনি ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। আবুবকর (রাঃ) তাদেরকে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দিতে বলেন। কেননা এর ফলে কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের হেদায়াত নছীব করতে পারেন এবং তারা আমাদের জন্য সাহায্যকারী হ'তে পারে।

কিন্তু ওমর ফারূক (রাঃ) স্ব স্ব আত্মীয়কে স্ব স্ব হস্তে হত্যা করার পরামর্শ দেন। দয়ার নবী আবু বকরের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং অধিকাংশ বন্দীকে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দেন। আবুল 'আছ সহ কয়েকজনকে রক্তমূল্য ছাড়াই মুক্তি দেন। আবুল 'আছ ছিল খাদীজার সহোদর বোনের ছেলে এবং রাসূল কন্যা যয়নবের স্বামী। কয়েকজনকে মাথা প্রতি ১০ জনকে লেখাপড়া শিখানোর বিনিময়ে মদীনাতেই রেখে দেন। তাদের মেয়াদ ছিল উত্তম রূপে পড়া ও লেখা শিক্ষা দান করা পর্যন্ত। এর দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের প্রতি রাসূলের আকুল আগ্রহের প্রমাণ মেলে। যা কোন যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের ইতিহাসে নযীর বিহীন।

রাসূলের জামাতা আবুল 'আছের রক্তমূল্য বাবদ তাঁর কন্যা যয়নবের যে কণ্ঠহারটি পেশ করা হয়, তা ছিল হযরত খাদীজার দেওয়া। তা দেখে রাসূল (ছাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং সবাইকে অনুরোধ করেন রক্তমূল্য ছাড়াই তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। বিনিময়ে কন্যা যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়ার শর্ত করা হয় এবং তা যথারীতি পূরণ হয়। হিজরতকালে হিবার ইবনুল আসওয়াদ (هبار بن الأسود) তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। যার ফলে উটের পিঠ হ'তে একটি পাথরের উপর পতিত হ'লে যয়নবের গর্ভপাত হয়ে যায়। এ মর্মান্তিক ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুঃখ করে বলেছিলেন, أفضل بناتى أصيبت فىَّ 'সে আমার সেরা মেয়ে। আমার জন্য সে বিপদগ্রস্ত হয়েছে'। উল্লেখ্য যে, হিবার মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দেন। পরবর্তীতে ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাসে আবুল 'আছ মুসলমান হয়ে মদীনা এলে যয়নবকে তিন বছরের কিছু পরে তার স্বামীর কাছে ন্যস্ত করা হয়। যয়নব ৮ হিজরীতে এবং আবুল 'আছ ১২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

বন্দী মুক্তির পরের দিনই সূরা আনফালের ৬৭ ও ৬৮ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে হযরত ওমরের পরামর্শের প্রতি আল্লাহ্র সমর্থন প্রকাশ পায়। যাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) ক্রন্দন করতে থাকেন। উক্ত আয়াতে বলা হয়,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ- لَوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ- (الأنفال ٦٧-٦٨)-

'দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ চান আখেরাতের কল্যাণ। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়'। 'আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তজ্জন্য তোমাদেরকে ভয়ংকর শাস্তি গ্রেফতার করত' *(আনফাল ৮/৬৭-৬৮)*।

উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত পূর্ব বিধানটি ছিল নিম্নরূপ:

فَإِذا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَنْ يُّضِلَّ أَعْمَالَهُمْ- (محمد ٤)-

'অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার। অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর, তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না শত্রু অস্ত্র সমর্পণ করে.. *(মুহাম্মাদ ৪৭/৪)*।

উল্লেখ্য যে, নাখলা যুদ্ধের পরে ও বদর যুদ্ধের পূর্বে শা'বান মাসে যুদ্ধ ফরয করে সূরা মুহাম্মাদ ৪-৭ ও ২০ আয়াত সমূহ নাযিল হয়। যাতে যুদ্ধের বিধি-বিধান সমূহ বর্ণিত হয়। এজন্য এ সূরাকে 'সূরা ক্বিতাল' বলা হয়। তবে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে সূরা হজ্জের ৩৯ আয়াতটি নাযিল হয় হিজরতের অব্যবহিতকাল পরেই, কুরায়েশদের অব্যাহত সন্ত্রাস ও হামলা মুকাবিলার জন্য।

উক্ত সূরা মুহাম্মাদ ৪ আয়াতে অনুগ্রহ অথবা মুক্তিপণের কথা বলা হয়েছে। সেই বিধান মতেই বন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সূরা আনফালে বর্ণিত ধমকির আয়াতটি সঙ্গে সঙ্গে নাযিল না হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে নাযিল হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্র অশেষ করুণা নিহিত ছিল। যাতে বনু হাশেম সহ মুসলমানদের অনেক হিতাকাংখী বন্দী মুক্তি পান ও পরে তারা প্রকাশ্যে মুসলমান হয়ে যান। এই সময় বন্দী বিনিময়ের ঘটনাও ঘটে। যেমন হযরত সা'দ ইবনু নু'মান (রাঃ) ওমরাহ করার জন্য গেলে আবু সুফিয়ান তাকে আটকে দেন। পরে বদর যুদ্ধে বন্দী আমর ইবনু আবী সুফিয়ানকে মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা হয়।

[ক্রমশঃ]

মানব জাতির প্রতি ফেরেশতাদের দো'আ ও অভিশাপ

*মুহাম্মাদ আবু তাহের**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মানব জাতির প্রতি ফেরেশতাদের অভিশাপ :

ফেরেশতামণ্ডলী মানুষের উত্তম গুণাবলীর কারণে যেমন তাদের জন্য দো'আ করেন, তেমনি মানুষের ঘৃণ্য দোষ, অসৎ কাজ ও অপকর্মের কারণে তাদের জন্য বদদো'আ করেন বা অভিসম্পাত করেন। যাদের জন্য ফিরিশতাগণ বদদো'আ করেন, তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

১. ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে খারাপ মন্তব্যকারী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদেরকে গাল-মন্দ করতে নিষেধ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ– 'তোমারা আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিও না। তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিও না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে, আমার ছাহাবীদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ (শস্য) দানের সমান ছওয়াব পাবে না'।[৩২]

যাদেরকে ফেরেশতাগণ অভিশাপ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হ'ল ঐ সকল লোক যারা ছাহাবীদেরকে গালি দেয়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ–

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিল তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ'।[৩৩]

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা মানাবী (রহঃ) বলেন, سبهم অর্থ- যে তাদেরকে গালি দিল আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৎলোকদের দল থেকে বের করে দেন এবং সৃষ্টজীব তাদের জন্য বদ দো'আ করে থাকে।[৩৪]

মদীনায় বিদ'আতের প্রচলনকারী :

যে সমস্ত অধম ব্যক্তিদেরকে ফেরেশতাগণ অভিশাপ করে থাকেন, তাদের এক প্রকার হ'ল যারা মদীনাতে বিদ'আতে লিপ্ত অথবা বিদ'আতকারীকে আশ্রয় দিবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ–

'মদীনা হ'ল হারাম। যে ব্যক্তি সেখানে বিদ'আত প্রবর্তন করবে বা বিদ'আতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। ক্বিয়ামতের দিন তার ফরয, নফল কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না'।[৩৫]

মদীনাবাসীর উপর অত্যাচারকারী অথবা তাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী :

যারা রাসূল (ছাঃ)-এর শহর মদীনার উপর অত্যাচার করে এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করে তাদেরকে ফেরেশতাগণ অভিশাপ করে থাকেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَخَافَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً– 'যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে ভয় দেখাল, আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে ভয় দেখান। আর তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসে তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না'।[৩৬]

মুসলমানদের সাথে অঙ্গীকার ও সন্ধি ভঙ্গকারী :

যারা মুসলমানদের সাথে কৃত সন্ধি ও চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের জন্য ফেরেশতাগণ বদদো'আ করেন। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ -

---

*. *পি-এইচ.ডি. গবেষক, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

৩২. *ছহীহ মুসলিম হা/১১, ইমাম বুখারী এ হাদীছকে আবু সাঈদ খুদরী হ'তে বর্ণনা করেন, ছহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, ৭/২১।*

৩৩. *আবুল কাসিম তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/১২৭০৯, ১২/১১০-১১১, হাদীছটি হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৪০, ৫/৮৮৬-৮৮৭, ছহীহ জামেউছ ছাগীর হা/৬১৬১, ৫/২৯৯।*

৩৪. *ফায়যুল কাদীর ৬/১৪৬-১৪৭।*

৩৫. *ছহীহ বুখারী হা/ ১৮৬৭, ১৮৭০, ৪/৮১; ছহীহ মুসলিম হা/২৪৩৪।*

৩৬. *আল-মুসনাদ হা/১৫৯৬৪, ১৫৯৬২; কিতাব সুনানুল কুবরা, ৪২৬৫, ১, ২/৪৮৩, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৬৬৩১, ৭/১৪৩; সিলসিলা ছহীহা হা/২৩০৪।*

'সকল মুসলমানদের সন্ধি ও চুক্তি এক। সবচেয়ে নিচু শ্রেণীর একজন মুসলমান সন্ধি ও চুক্তি করতে পারে। যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে সন্ধি ও চুক্তিকে ভঙ্গ করবে তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতাকুল ও সকল মুসলমানের অভিশাপ। ক্বিয়ামত দিবসে তার ফরয, নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করা হবে না'।[৩৭]

দুর্ভাগ্য যে, বর্তমানে মুসলমানরা সন্ধি ও অঙ্গীকার বাতিল করার জন্য কত রকম বাহনাই না করে থাকে। অনেকে এমনও আছে যারা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারো সাথে লেন-দেন চুক্তি করার পর নিজের স্বার্থের বিপরীত দেখলেই তা বাতিল করে দেয় এবং বলে আমাদের এই চুক্তি করার কোন এখতিয়ারই নেই। কোন পিতা যদি কারো সাথে কোন চুক্তি করে বসে আর ছেলে যদি তা নিজের জন্য সুবিধাজনক মনে না করে তবে ছেলে বলে যে, পিতা বহুদিন পূর্বে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। দোকান বা ফ্যাক্টরীতে যাওয়া আসা শুধু বরকতের জন্যই, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই।

আর ছেলে যদি কোন চুক্তি করে এবং তা যদি পিতা বাতিল করতে চায়, তবে সে যুক্তি পেশ করে যে, ব্যবসা তো আমার, এধরনের চুক্তি করা তার এখতিয়ার বহির্ভূত।

নিজেকে যারা বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত মনে করে তাদের আয়াতের প্রতি খেয়াল করা উচিত- يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ- 'তারা আল্লাহ ও ঈমানদারকে ধোঁকা দেয় প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই ধোঁকাতে পতিত হয়ে থাকে কিন্তু তারা বুঝতে সক্ষম হয় না' *(বাক্বারাহ ৯)*।

সৎ কাজে, দান-খয়রাতে বাঁধা প্রদানকারী :

যারা স্বীয় সম্পদ সৎপথে ব্যয় করে না তাদের জন্য ফেরেশতাগণ বদ দো'আ করে থাকেন। বিভিন্ন হাদীছে নবী (ছাঃ) তার উম্মতকে এ ব্যাপারে সাবধান করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করে, একজন বলে, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বাড়িয়ে দাও, অপরজন বলে, হে আল্লাহ! যে দান করে না তার সম্পদকে ধ্বংস করে দাও'।[৩৮]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, সম্পদ ব্যয় না করার কারণে ধ্বংসের মর্ম হ'ল, সৎ পথে যে সম্পদ খরচ না করা হয় তাই ধ্বংস হওয়া বা সম্পদশালী নিজেই ধ্বংস হওয়া। আর সম্পদশালীর ধ্বংস হওয়ার অর্থ হ'ল, তার অন্যান্য বাজে কর্মে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া যেন সে আর সৎকর্মের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করতে পারে না।[৩৯]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوْا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى وَلاَ آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا مَالاً تَلَفًا-

আবুদ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক দিন সূর্য উদয়ের সময় তার দুই পার্শ্বে দুই ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয়, তারা উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে অগ্রসর হও, পরিতৃপ্তকারী অল্প সম্পদ উদাসীনকারী অধিক সম্পদ হ'তে উত্তম। তাদের কথা মানুষ ও জীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়। আর সূর্যাস্তের সময় তার উভয় পার্শ্বে দুই ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়, তারা বলতে থাকে হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও। তাদের কথা মানুষ ও জীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়'।[৪০]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يَقُوْلُ مَنْ يُقْرِضُ الْيَوْمَ يُجْزَى غَدًا وَمَلَكًا بِبَابٍ آخَرَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَعَجِّلْ لِمُمْسِكٍ تَلَفًا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই একজন ফেরেশতা জান্নাতের এক দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বলেন, যে ব্যক্তি আজ ঋণ (আল্লাহ্র রাস্তায় দান করবে) দিবে, তার প্রতিদান পাবে আগামীকাল

৩৭. *ছহীহ বুখারী হা/২৯৪৩, ছহীহ মুসলিম হা/৪৬৭, (১৩৭০) ৪৬৮, ৯৯৫-৯৯৯।*

৩৮. *বুখারী হা/ ১৩৫১, মুসলিম হা/৫৭ (১০১০), ২/৭০০।*
৩৯. *ফাতহুল বারী ৩/৩০৫।*
৪০. *মুসনাদে আহমাদ হা/২০৭২৮; সিলসিলা ছহীহা হা/৪৪৪।*

(ক্বিয়ামত দিবসে)। আর অন্য দরজায় এক ফেরেশতা দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও'।[৪১]

তিন প্রকার লোকের জন্য জিবরাঈল (আঃ)-এর বদ দো'আ :

তিন শ্রেণীর লোকের জন্য জিবরাঈল (আঃ) বদদো'আ করেছেন ও তার সমর্থনে রাসূল (ছাঃ) আমীন বলেছেন। তারা হ'ল-

১. যে সকল লোক রামাযান মাস পাওয়ার পরেও নিজের গোনাহ ক্ষমা করাতে পারল না।

২. যারা পিতা-মাতাকে জীবিতাবস্থায় পাওয়ার পর তাদের সাথে সদ্ব্যহার করে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেল না।

৩. যাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম উচ্চারিত হওয়ার পরও তাঁর উপর দরূদ পড়ে না।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীছ প্রনিধানযোগ্য-

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا رَقِيَ عَتْبَةً، قَالَ : آمِيْنَ، ثُمَّ رَقِيَ عَتْبَةً أُخْرَى، فَقَالَ : آمِيْنَ، ثُمَّ رَقِيَ عَتْبَةً ثَالِثَةً، فَقَالَ : آمِيْنَ، ثُمَّ قَالَ : أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْتُ : آمِيْنَ، قَالَ : وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْتُ : آمِيْنَ، فَقَالَ : وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ : آمِيْنَ، فَقُلْتُ : آمِيْنَ

মালেক বিন হুয়াইরিস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে উঠেন, প্রথম সিঁড়িতে উঠে আমীন বলেন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন, আমীন। অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন, আমীন। অতঃপর বললেন, আমার নিকট জিবরীল (আঃ) এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! যে ব্যক্তি রামাযান মাসে উপনীত হওয়ার পরও তার জীবনের গোনাহকে ক্ষমা করাতে পারল না, আল্লাহ তাকে রহমত থেকে দূর করুন। আমি তা শুনে বললাম, আমীন। তারপর বলেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে পেল, অথচ (তাদের সাথে সদ্ব্যহার না করে) জাহান্নামে প্রবেশ করল, আল্লাহ তা'আলা তাকেও তাঁর রহমত থেকে দূর করুন। আমি বললাম, আমীন। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তির সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর আপনার উপর দরূদ পাঠ করল না, সেও আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে দূর হোক। আমিও তাতে বললাম, আমীন'।[৪২]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি প্রথম সিঁড়িতে উঠার সময় জিবরীল (আঃ) এসে বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা বা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়ার পরও (তাদের সাথে সদ্ব্যহার করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না, সে দূর হোক। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, আমীন। যাদের সামনে আপনার নাম উল্লেখ করার পরও দরূদ পাঠ করল না, সে দূর হোক। তাতে আমি বললাম, আমীন। তিনি বলেন, যারা রামাযান মাসে উপনীত হওয়ার পরও তার জীবনের গোনাহ ক্ষমা করাতে পারল না, সেও আল্লাহ্র রহমত হ'তে দূর হোক, তাতেও আমি বললাম, আমীন'।[৪৩]

মুসলমানদের প্রতি সন্ত্রাসী হামলাকারী :

যারা মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায় তাদের জন্য ফেরেশতাগণ অভিশাপ করে থাকেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল কাসেম নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দিকে কোন লোহা দিয়ে ইশারা করল তার উপর ফেরেশতাগণ অভিশাপ করে থাকেন, যদিও সে তার সহোদর ভাই হয়'।[৪৪]

অর্থাৎ কোন মানুষের দিকে যেন অস্ত্র উত্তোলন করা না হয়, তার সাথে দুশমনী থাক বা না থাক। অনুরূপ হাসি-ঠাট্টা করে হোক বা বাস্তবেই হোক। এছাড়াও ফেরেশতাদের অভিশাপই প্রমাণ করে যে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা হারাম।[৪৫]

নিম্নের হাদীছে ইশারা করা নিষেধের কারণ বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা না করে। কারণ সে জানে না যে, হয়তো

৪১. *আল-মুসনাদ হা/৭৭০৯, ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৩৩৩, ৮/১২৪; সিলসিলাহ ছহীহহা হা/৯২০।*

৪২. *ছহীহ ইবনু হিব্বান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৮, হা/৪১০, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৪, হা/৯০৯ ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৯৬।*

৪৩. *ছহীহ তারগীব হা/৯৯৫।*

৪৪. *ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৪১।*

৪৫. *ছহীহ মুসলিম, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৩, হা/৪৭৪২।*

শয়তান তার হাত থেকে (অস্ত্র) খুলে দিবে যার ফলে সে জাহান্নামে পতিত হবে'।[৪৬]

ইসলামী আইন প্রয়োগে বাধা প্রদানকারী :

ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা প্রদানকারীর উপর ফেরেশতাগণ অভিশাপ করে থাকেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قُتِلَ فِيْ عِمِّيَّةٍ رَمْيًا يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ، بِحَجَرٍ، أَوْ عَصَا، أَوْ سَوْطٍ، فَهُوَ خَطَأٌ، عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، مَنْ حَالَ دُوْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ– 'যে ব্যক্তি অজান্তে হত্যা হ'ল বা পাথর, চাবুক বা লাঠি নিক্ষেপের কারণে মারা গেল, তবে এর জন্য ভুল করে হত্যার দিয়্যাত দিতে হবে। কিন্তু যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হবে তাতে দন্ডবিধি প্রয়োগ হবে এবং যে ব্যক্তি এ দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা দান করবে তার উপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তা'আলা তার ফরয, নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না'।[৪৭]

আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে এ জাতির উপর দণ্ডবিধি নির্ধারণ করেছেন। কেননা এতে রয়েছে মানুষের জীবন (জীবনের নিরাপত্তা)। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِيْ الأَلْبَابِ– 'হে বিবেকবান লোক সকল! কিছাছের (ইসলামী দণ্ডবিধির) মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে' *(বাক্বারাহ ১৭৯)*।

স্বামীর বিছানা হ'তে দূরে অবস্থানকারী মহিলা :

যে সকল মহিলা তাদের স্বামীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতঃ পৃথক বিছানায় রাত্রি যাপন করে তাদের প্রতি ফেরেশতাগণ অভিশাপ করেন। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ– 'যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আপন বিছানায় আহ্বান করে, অতঃপর স্ত্রী যদি তার স্বামীর আহ্বান প্রত্যাখান করে, তবে তার উপর সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ অভিশাপ করতে থাকেন'।[৪৮]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'যখন কোন মহিলা তার স্বামীর বিছানা থেকে পৃথক রাত্রি যাপন করে, প্রভাত অবধি ফেরেশতাগণ ঐ মহিলার উপর অভিশাপ করতে থাকেন'।[৪৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, حَتَّى تَرْجِعَ 'যতক্ষণ বিছানায় ফিরে না আসে'।[৫০]

ইমাম নববী (রহঃ) অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, শারঈ ওযর ব্যতীত কোন মহিলার জন্য তার স্বামীর বিছানায় থাকতে অস্বীকার করা হারাম। অত্র হাদীছটি একথারই প্রমাণ বহণ করে।[৫১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم إِثْنَانِ لاَتَجَاوَزُ صَلاَتَهُمَا رُؤُوْسَهُمَا: عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهِ–

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দুই প্রকারের লোক যাদের ছালাত তাদের মাথা (থেকে উপরে) অতিক্রম করে না। ১- পলাতক গোলাম, যতক্ষণ না তার মালিকের কাছে ফিরে আসে। ২- স্বামীর অবাধ্য মহিলা যতক্ষণ না সে তার স্বামীর কাছে ফিরে আসে'।[৫২]

যালেম নেতৃবর্গ :

যে সকল বদনসীব ও বঞ্চিতদের উপর ফেরেশতাগণ অভিশাপ করে থাকেন তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হ'ল ঐ সকল নেতৃবৃন্দ, যারা নাগরিকের অধিকার আদায় করে না। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করব যা কেউ বর্ণনা করেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীর দরজায় দন্ডায়মান ছিলেন আর আমরা ভিতরে ছিলাম। তখন তিনি বলেন, নেতা হবে কুরাইশদের মধ্য হ'তে। নিঃসন্দেহে তোমাদের উপর আমার অধিকার রয়েছে এবং তাদের উপরও তোমাদের অধিকার রয়েছে। যখনই তাদের কাছে অনুগ্রহ চাওয়া হবে, অনুগ্রহ করবে। অঙ্গীকার করা হ'লে পূরণ করতে হবে। বিচার ফায়ছালা করলে ইনসাফ করতে হবে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না তার উপর আল্লাহ, সমস্ত ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ'।[৫৩]

তিনি আরো বলেন, قَالَ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا اسْتُرْحِمُوْا رَحِمُوْا وَإِذَا عَاهَدُوْا وَفَوْا وَإِذَا حَكَمُوْا عَدَلُوْا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ– 'নেতা হবে কুরাইশদের মধ্য হ'তে, যখন অনুগ্রহ কামনা করা হবে তখন যেন তারা অনুগ্রহ করে। অঙ্গীকার করলে

---

৪৬. ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৪২।
৪৭. নাসাঈ হা/৪৭০৮; ইবনু মাজাহ, হা/২৬২৫; হাদীছ ছহীহ; ছহীহ সুনানে আবূ দাউদ ৩/৮৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৫১।
৪৮. ছহীহ বুখারী, ৫১৯৩, ৯/২৯৩-২৯৪, ছহীহ মুসলিম ১২২ (১৪৩৬) ২/১০৬০, হাদীছের শব্দগুলি বুখারীর।
৪৯. ছহীহ বুখারী ৯/২৯৪, ছহীহ মুসলিম ২/১০৫৯, হাদীছটির শব্দগুলি মুসলিমের।
৫০. ছহীহ বুখারী ৯/২৯৪; ছহীহ মুসলিম ২/১০৬০।
৫১. শারহু নববী ১০/৭-৮।
৫২. মাযমাউয যাওয়ায়েদ ৪/৩১৩; হাদীছ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/১৮৮৮।
৫৩. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১১৮৫৯, হাদীছ ছহীহ ছহীহুল জামে' হা/২৭৫৮।

তা পূর্ণ করবে। বিচারকার্য সম্পাদনে ইনসাফ বজায় রাখবে। তাদের মধ্য হ'তে যে এরূপ করবে না, আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতামণ্ডলী ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ তার উপর বর্ষিত হবে'।[৫৪]

কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী :

যারা কুফরী অবস্থাতে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের জন্য ফেরেশতাগণ অভিশাপ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ، خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ-

'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশত মণ্ডলী ও সমগ্র মানবতার অভিশাপ। তারা উক্ত অবস্থায়ই জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। কখনো তাদের আযাব হ্রাস করা হবে না এবং নিষ্কৃতিও দেয়া হবে না' *(বাক্বারাহ ১৬১-১৬২)*।

হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যারা কুফরী করেছে এবং সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী ও সমগ্র মানবতার অভিশাপ তাদের উপর। এ আযাব ক্বিয়ামত অবধি চলতে থাকবে এবং এ অবস্থাতেই তারা জাহান্নামে নিপতিত হবে। তাদের এই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কখনো হ্রাস করা হবে না এবং তাদেরকে এ থেকে কখনো অব্যাহতিও দেয়া হবে না; বরং স্থায়ীভাবে এই শাস্তি অনন্তকাল অব্যাহত থাকবে।[৫৫] আমরা এরূপ কঠিন শাস্তি হ'তে আল্লাহ তা'আলার কাছে পরিত্রাণ চাই।

১. আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অভিশপ্ত ও শাস্তির যোগ্য হওয়ার জন্য কুফরী অবস্থায় মৃত্যুকে শর্ত করেছেন। হাফেয ইবনুল জাওযী (রহঃ) উক্ত শর্তারোপের অন্তর্নিহিত কারণ প্রসঙ্গে বলেন, মৃত্যু অবস্থায় কুফরীর শর্ত এ জন্যই আরোপ করা হয়েছে যে, কারো ব্যাপারে কুফরীর বিধান আরোপ তার মৃত্যু কুফরীর অবস্থায় হওয়ার কারণেই সাব্যস্ত হবে।[৫৬]

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ রেযা বলেছেন, চিরস্থায়ী অভিশাপের শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য এমন শর্তারোপ করা হয়েছে যে, তার মৃত্যু কুফরের উপর হ'তে হবে। এ ধরনের মানুষের উপর স্থায়ী অভিশাপ হবে এবং এ অবস্থায় কোন প্রকার শাফা'আত-সুপারিশ অথবা অন্য কোন মাধ্যম তাদের কোন উপকারে আসবে না।[৫৭]

২. ইমাম বাগাবী (রহঃ) বলেন, ইমাম আবু আলিয়া বলেছেন, ঐ সকল লোকদের অভিশাপ ক্বিয়ামতের দিন প্রযোজ্য হবে। কাফেরকে দাঁড় করানো হবে, তারপর তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ দিবেন, অতঃপর ফেরেশতা মণ্ডলী, অতঃপর সমগ্র মানবজাতী তাদেরকে অভিশাপ দিবে।[৫৮]

কুফরী মতবাদের অনুসারী :

ফেরেশতাগণ যাদের প্রতি অভিশাপ করে থাকেন তাদের অন্যতম হচ্ছে যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে রাসূলকে সত্য জেনে এবং ইসলামের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি পৌঁছার পরও কুফরী মতবাদ গ্রহণ করে। এ সকল লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ، أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ، إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'আল্লাহ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করবেন সে সম্প্রদায়কে যারা ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর কুফরী করে? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। তারা তো এমনই যাদের শাস্তি হ'ল, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং মানুষ সকলের অভিশাপ। তারা তাতে স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না। কিন্তু যারা তারপর তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৮৬-৮৯)*।

পরিশেষে আমরা যেন ফেরেশতাগণ যাদের প্রতি অভিশাপ করে থাকেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকি এবং যেসব গুনাবলী সম্পন্ন মানব জাতির জন্য দো'আ করে থাকেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই, আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৫৪. আল-মুসনাদ হা/১১৮৫৯; হাদীছ ছহীহ সিলসিলা ছহীহা হা/২৮৫৮।

৫৫. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম প্রথম খণ্ড, (রিয়াদ: দারুল ফায়হা, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ২১৪।

৫৬. হাফিয ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর, (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ১৬৬।

৫৭. সায়্যিদ মুহাম্মাদ রশীদ রিদা, তাফসীরুল মানার, ২য় খণ্ড, (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ২য় সংস্করণ, তাবি), পৃঃ ৫২-৫৩।

৫৮. আবু মুহাম্মাদ বাগাবী, মা'আলিমুত তানযীল, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ১৩৪।

ইসলামের আলোকে জ্ঞান চর্চা

*ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান**

(প্রথম কিস্তি)

ইসলামে জ্ঞান চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্বের কারণেই আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সর্বপ্রথম শিক্ষাদান করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُوْنِيْ بِأَسْمَاءِ هَـؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ– 'আর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দোন। তারপর সেসমস্ত বস্তু ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক' *(বাক্বারাহ ৩১)*। জ্ঞানই সবকিছুর ভিত্তিমূল। জ্ঞানের আলোকেই মানুষ ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। জ্ঞান তথা শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় জাতিসত্তা। কোন জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হ'ল শিক্ষা। জাতীয় আশা-আকাঙ্খা পূরণ, জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে চরিত্র গঠন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও বিভাগে নেতৃত্বদানের উপযোগী ব্যক্তিত্ব তৈরি করা কেবলমাত্র উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রধান উপকরণও শিক্ষা।

কোন জাতিকে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হ'লে সেই জাতির লোকদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। যখন তারা সেই আদর্শ অনুযায়ী তৈরি হবে তখনই একটি সফল সামাজিক বিপ্লব সাধন সম্ভব। মহানবী (ছাঃ) মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জাতিকে একটি বিশ্ববিজয়ী জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন। আর এজন্য তিনি হেরা পর্বতের চূড়া থেকে নেমে আসা ইসলামের সর্বপ্রথম বাণী 'ইক্বরা'র পথ ধরেই সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ– خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ– اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ– الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ– عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ– 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। পড় এবং তোমার প্রতিপালক মহা সম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না' *(আলাক্ব ১-৫)*। হেরা পর্বতের নির্জন স্থানে নবী করীম (ছাঃ) যখন স্রষ্টার ধ্যানে গভীরভাবে নিমগ্ন, ইসলামের সেই ঊষালগ্নে মহান আল্লাহ উপরোক্ত ৫টি আয়াত জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রেরণ করে অহির শুভ সূচনা করেন। এ ৫টি আয়াত মূলতঃ তাওহীদ ভিত্তিক জ্ঞান বিকাশের আহ্বান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি সফল সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য ছাফা-মারওয়া পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, কা'বা ঘরের চত্বরে দাঁড়িয়ে, উকাযের মেলা ঘুরে ঘুরে 'ইক্বরা' তথা পড়ার সবক দিয়েছিলেন। আল্লাহ্র নবী হিসাবে তিনি ভাল করেই জানতেন সমাজের মানুষকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে, তাদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন ও উন্নতি বিধান করতে না পারলে সমাজের মধ্যে বন্যার স্রোতের ন্যায় সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টি হ'লেও তাতে মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হবে না। সঠিক বিদ্যার্জন না করলে জ্ঞানের গভীরতা, ব্যাপকতা ও পরিপক্কতা আসবে না। তাই তো কুরআন ও হাদীছে জ্ঞান চর্চার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ– 'তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হ'ল না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে?' *(তওবা ১২২)*।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বৃহদাংশ জুড়ে রয়েছে জ্ঞানার্জনের তাকীদ। রাসূল (ছাঃ) এ তাকীদের পরিপ্রেক্ষিতেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন জ্ঞানার্জনের উপর। মহানবী (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ– 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয'।[৫৯] আল্লাহকে জানা বা চেনার এটিই একমাত্র পথ। ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা অনুশীলন কোনটিই জ্ঞান ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্ভব নয়। আল্লাহ এবং ঈমানের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হ'লে এ সকল বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ কোন বিশ্বাসই অজ্ঞতার উপর স্থাপিত হ'তে পারে না, হ'লেও তা হয় ভঙ্গুর। তাই ধর্মের গভীরতা, ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির জন্য জ্ঞানের ব্যাপকতা ও গভীরতার প্রয়োজন রয়েছে। মহানবী (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ 'নিশ্চয়ই এ জ্ঞান ধর্ম স্বরূপ।

*. *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, বারিধারা ক্যাম্পাস, ঢাকা।*

৫৯. *মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/২১৮।*

সুতরাং তোমরা লক্ষ্য রাখবে কার নিকট হ'তে তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করছ'।[৬০] এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, জ্ঞান কার নিকট হ'তে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা জ্ঞানের যুক্তির সাহায্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করা অধিকতর সহজ। তবে পার্থিব জীবনে দেশ ও জাতির উন্নয়নমূলক জ্ঞান যার সাথে ঈমান ও আক্বীদার কোন বিরোধ নেই, তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের নিকট হ'তে গ্রহণ করা যায়।

জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে ইসলামে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ- 'যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের ভয় করে এবং তার পালনকর্তার রহমতের প্রত্যাশা করে, সে কি সমান, যে এরূপ করে না। বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হ'তে পারে? কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(যুমার ৯)*। প্রকৃত জ্ঞানই মানব সমাজে বিদ্যমান যাবতীয় সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে। জ্ঞান চর্চা প্রতিটি মানুষকে অপার মহিমায় আলোকিত করে তোলে। পবিত্র কুরআনে জ্ঞানকে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অন্যদিকে অজ্ঞতাকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ- 'বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' *(রা'দ ১৬)*। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন ব্যক্তির মধ্যেও রয়েছে ব্যাপক তফাৎ। মহানবী (ছাঃ) বলেন, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَى مِنْ أُمَّتِيْ 'আবেদের উপরে আলেমের মর্যাদা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে নিম্নতমের উপরে যেমন আমার মর্যাদা'।[৬১] তিনি আরো বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْمَنْ عِنْدَهُ- 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব অধ্যয়ন করে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাদের উপর নেমে আসে প্রশান্তি, ঢেকে রাখে তাদেরকে আল্লাহ্র রহমত, পরিবেষ্টিত করে তাদেরকে ফেরেশতাগণ এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ফেরেশতাদের নিকট আলোচনা করেন'।[৬২]

জ্ঞানার্জন ও বিতরণের মধ্যেই জাতির কল্যাণ নিহিত। মহানবী (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'।[৬৩] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ- 'কোন ব্যক্তির কাছে ইলম তথা জ্ঞান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হ'লে অতঃপর সে তা গোপন করলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের একটি লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে'।[৬৪]

জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকতে হবে। অধিক জান্তার ভান না দেখিয়ে প্রয়োজনবোধে জ্ঞানী ব্যক্তির শরণাপন্ন হ'তে হবে। নবী-রাসূলদের জীবনী থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উবাই বিন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (রাঃ) বলেন, 'একদিন মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? মূসা (আঃ)-এর জানামতে তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই বললেন, আমিই সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তার নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জওয়াব তিনি পসন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেওয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ একথা বলা উচিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জওয়াবের কারণে আল্লাহ্র

৬০. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৩।*
৬১. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩, ২১৪।*
৬২. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২১২।*
৬৩. *আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী, বুখারী, (রিয়াযঃ দারুস সালাম, ১৯৯৯), পৃ. ৯০১; মিশকাত হা/২১০৯।*
৬৪. *তিরমিযী, 'কিতাবুল ইলম', মিশকাত হা/২২৩।*

পক্ষ থেকে মূসা (আঃ)-কে তিরস্কার করে অহী নাযিল হ'ল যে, দু'সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। একথা শুনে মূসা (আঃ) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হ'লে তার কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত। তাই বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে তার ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দু'সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এ বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন। মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ মত থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তার সাথে তার খাদেম ইউশা ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তা'আলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা ইবনে নূন এ আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিলেন। মূসা (আঃ) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হ'লেন, তখন ইউশা ইবনে নূন মাছের এ আশ্চর্যজনক ঘটনা তার কাছে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মূসা (আঃ) খাদেমকে বললেন, আমাদের নাশতা আন। এ সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূন-এর মাছের ঘটনা মনে পড়ল। তিনি ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বললেন, শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বললেন, মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মূসা (আঃ) বললেন, সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল।

সেমতে তৎক্ষণাৎ তারা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। মূসা (আঃ) তদবস্থায়ই সালাম করলে খিযির (আঃ) বললেন, এ প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মূসা (আঃ) বললেন, আমি মূসা। খিযির প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি জওয়াব দিলেন, জি হ্যাঁ। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

খিযির (আঃ) বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না হে মূসা! আমাকে আল্লাহ এমন জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই; পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মূসা (আঃ) বললেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা করব না। খিযির (আঃ) বললেন, যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌযান এসে গেলে তারা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা খিযির (আঃ)-কে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে মূসা (আঃ) বললেন, তারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিযির বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মূসা (আঃ) ওযর পেশ করে বললেন, আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।

রাসূল (ছাঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, মূসা (আঃ)-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসাবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল। ইতিমধ্যে একটি পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র হ'তে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। খিযির (আঃ) মূসা (আঃ)-কে বললেন, আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মোকাবেলায় এমন তুলনাও হয় না, যেমনটি এ পাখির চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

অতঃপর তারা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিযির একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। মূসা (আঃ) বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গোনাহের কাজ করলেন। খিযির বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মূসা (আঃ) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন, এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা খাবার দিতে অস্বীকার করল। খিযির এ গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি

নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মূসা (আঃ) বিস্মিত হয়ে বললেন, আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিযির বললেন, এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়। এরপর খিযির ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ মূসা (আঃ)-এর কাছে বর্ণনা করে বললেন, এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি। রাসূল (ছাঃ) সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, মূসা (আঃ) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরও কিছু জানা যেত।[৬৫]

আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, 'নৌকার ব্যাপার হ'ল, সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বল প্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। বালকটির ব্যাপার হ'ল, তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর, তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। প্রাচীরের ব্যাপার হ'ল, সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশত ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটি করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এ হ'ল তার ব্যাখা' *(কাহাফ ৭৯-৮২)*।

জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يَرِثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ-

'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনে কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। ফেরেশতাগণ জানার্জনকারীর জন্য দো'আ করে। জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমনকি পানির নীচের মাছও। জ্ঞানহীন ইবাদত গোযারের তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক সেরকম, যেমন পূর্ণিমার রাতের চাঁদ তারকারাজীর উপর দীপ্তিমান। আর জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। তারা টাকা-পয়সার উত্তরাধিকারী করেননি। বরং জ্ঞানের উত্তরাধিকারী করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করেছে সে ঐ উত্তরাধিকার পূর্ণ মাত্রায় লাভ করেছে'।[৬৬]

জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য উদাহরণ পাওয়া যায় যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে মহানবী (ছাঃ)-এর মহানুভবতা থেকে। হিজরতের দেড় বছর পর বদর যুদ্ধে প্রায় ৭০ জন মুশরিক বন্দী হয়। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের মুক্তিপণ দানের সামর্থ্য ছিল না। রাসূল (ছাঃ) মদীনার ১০ জন করে ছেলেমেয়েকে শিক্ষাদানের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেন।[৬৭]

মানুষ হিসাবে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা, পার্থিব সুখ-শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং আখেরাতে চিরন্তন শান্তি লাভ করার জন্য জ্ঞান চর্চা করা অত্যাবশ্যক। প্রকৃত মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত রেখে সুন্দর মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য জ্ঞান চর্চার কোন বিকল্প নেই। তবে এ জ্ঞানার্জনের জন্য স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেই হবে এমনটি নয়। কুরআন-হাদীছ চর্চার মাধ্যমে সেটি সম্ভব। আদম থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এমনকি আব্বাসীয় যুগের পতন পর্যন্ত কুরআন ও হাদীছই ছিল সবার জন্য আবশ্যকীয় পাঠ্যসূচী। ইমাম চতুষ্টয় ও মুহাদ্দিছগণও প্রাথমিক জীবনে কুরআন ও হাদীছ অধ্যয়ন করেছেন এবং পরবর্তীতে অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জনে মনোযোগী হয়েছেন। ফলে তাঁদের শিক্ষা ও দৃষ্টিকোণ কুরআন-হাদীছের জ্ঞান প্রভাব দ্বারা বিপুলভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বিশুদ্ধকৃত। এমনকি বিশ্বের বহু প্রখ্যাত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ শ্রেণীকক্ষ পাশের সার্টিফিকেট ছাড়াই শিক্ষালাভ করেছেন। আর তাঁদের মত মনীষীরাই বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার বা শিক্ষার জগতে মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। *[চলবে]*

---

৬৫. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী, ২য় খণ্ড, (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী '১১), পৃঃ ১০২-১০৮।

৬৬. ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৭।

৬৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, অগ্রপথিক, ১৭বর্ষ, সংখ্যা ১০, অক্টোবর (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২), পৃঃ ৬৯।

আদর্শ সমাজ গঠনে সালামের ভূমিকা

*মুহাম্মাদ মাইনুল ইসলাম**

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানের নাম, যা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশ্ব মানবতার জন্য পথ নির্দেশিকা হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এটি নীরেট কোন জীবন ব্যবস্থার নাম নয়, বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে গাম্ভীর্যপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশ উপহার দিতেও ইসলামের জুড়ি নেই। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বন্ধন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই প্রয়োজন সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে জানা। একে অপরকে কিভাবে অভিভাদন জানাতে হবে, সেটাও অবগত হওয়া। মানব জাতিকে ইসলাম এটা শিখিয়ে দিয়েছে, যার ভাষা আকর্ষণীয় এবং পদ্ধতিও চমৎকার। ইসলামের এই চমৎকার অভিবাদন পদ্ধতি অপরিচিত মানুষের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়। পরস্পরের মাঝে মনোমালিন্য দূর করে সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরী করতঃ শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে মানুষ একে অপরের নিকট ভালবাসার সৌরভ খুঁজে পায়। অনুভব করে সুসম্পর্কের কোমল পরশ। যে বাতাসে শত্রুতার গন্ধ নেই, আছে বন্ধুত্বের আবেহায়াত। যাতে হিংসার লেশ মাত্র নেই, আছে পরোপকারের ভিত। ক্ষতির আশংকা নেই, আছে সমূহ কল্যাণ। অহংকারের ভাব নেই, আছে বিনয়ের সমারোহ। মনে কষ্ট দেওয়ার কথা নেই, আছে মন জুড়ানোর বাণী। নিঃসন্দেহে সেই অভিবাদনটা হচ্ছে السلام عليكم (আস-সালা-মু আলাইকুম)। অর্থাৎ আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সমাজের সকল ক্ষেত্রে সালামের গুরুত্ব কতখানি তা নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল।

সালামের সংজ্ঞা :

سَلاَمٌ (সালামুন) শব্দটি فَعَالٌ-এর ওযনে বাবে تفعيل-এর مصدر (ক্রিয়ামূল)। এর আভিধানিক অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। তাই اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ (আস-সালা-মু আলাইকুম) অর্থ হ'ল আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

পরিভাষায় একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় যে বাক্য দ্বারা একে অপরের সাথে ভালবাসা-বন্ধুত্ব, শান্তি-নিরাপত্তা, কল্যাণ ও দো'আ কামনা করে তারই নাম সালাম।

সালাম প্রচলনের ইতিকথা :

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সময় পরস্পর ভাব বিনিময়ের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন জাতি নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, আদর্শ ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য বেছে নিয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় পরস্পরের দেখা-সাক্ষাতে আদাব, নমস্কার, নমঃনমঃ ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টান সম্প্রদায় Good Morning, Good Afternoon, Good Evening, Good Night বলে একে অপরকে সম্ভাষণ জানিয়ে থাকে। তেমনি Good Bye, Ta Ta বলে বিদায় জানাতে দেখা যায়।

প্রাক ইসলামী যুগে আরব সমাজে اَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا (আন'আমাল্লাহু বিকা আইনান) অর্থাৎ আপনার দ্বারা আল্লাহ আপনার প্রিয়জনদের চক্ষু শীতল করুন এবং اَنْعِمْ صَبَاحًا (আনয়ামা ছবাহান) অর্থাৎ আপনার প্রত্যুষ সুন্দর-সমৃদ্ধ হোক বা শুপ্রভাত ইত্যাদি শব্দের প্রচলন ছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের পর বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রাক ইসলামী যুগে ব্যবহৃত শব্দগুলো পরিহার করে পরস্পরকে اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ (আস-সালা-মু আলাইকুম) বলে অভিবাদন জানাতে নির্দেশ দেন।[৬৮]

সালাম আল্লাহ কর্তৃক প্রবর্তিত একটি বিধান :

সালামের এই বিধান মহান আল্লাহ স্বয়ং প্রবর্তন করেছেন। এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছটি প্রনিধন যোগ্য।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِه طُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُوْلَئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوْسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَذَهَبَ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوْا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللهِ،

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে তার আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। তার উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করে বললেন, যাও অবস্থানরত ফেরেশতাদের ঐ দলকে সালাম কর। আর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, তোমার দেওয়া সালামের জবাবে তারা কী বলে। কেননা এটিই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের অভিবাদনের পদ্ধতি। অতঃপর আদম (আঃ) সেখানে গিয়ে اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ বললেন। জবাবে

* *ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৬৮. *আবুদাঊদ, মিশকাত ৪৪৪৯/২৭।*

ফেরেশতাগণ বললেন, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তারা وَرَحْمَةُ اللهِ অংশটি বৃদ্ধি করে বলেছেন'।[৬৯]

সালামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সালাম নামক এই শান্তির বাণীটি সামাজিক জীবনে এক বিশাল স্থান দখল করে আছে। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে এমন এক আকর্ষণীয় চুম্বক শক্তি যা মনের সকল প্রকার দূরত্ব, মনের কালিমা ও অনৈক্য দূর করে সবাইকে কাছে এনে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ 'তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও'।[৭০]

নবী করীম (ছাঃ) শুধু নির্দেশই দেননি বরং নিজেও বাস্তব জীবনে এর উপর আমল করে উম্মতের সামনে এক অনুস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি সবাইকে আগেই সালাম দিতেন। তিনি এমন একজন বিশ্বনেতা ছিলেন, যার কথা ও কর্মে ছিল অপূর্ব মিল। তাই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মানুষকে লক্ষ্য করে বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'রাসূলুল্লাহ-এর জীবনাচরণেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*।

সালাম অপর মুসলিম ভাইয়ের অধিকার :

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের কতিপয় অধিকার রয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رسولُ اللهِ (صلى) حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ستٌّ، قِيْلَ وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصِحْ لَهُ، وإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فعُدْهُ وإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টি অধিকার তথা কর্তব্য রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে রাসূল (ছাঃ)! সেগুলো কী কী? তিনি বললেন, (১) যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম দিবে। (২) সে যখন তোমাকে দাওয়াত দিবে তখন তুমি তার দাওয়াত কবুল করবে। (৩) সে যখন তোমার কাছে পরামর্শ বা উপদেশ চাইবে, তুমি তাকে সৎপরামর্শ দিবে। (৪) সে হাঁচি দিয়ে যখন 'আল-হামদুল্লিাহ' বলবে তুমি তার হাঁচির জবাব দিবে। (৫) সে যখন অসুস্থ হবে তখন তাকে দেখতে যাবে। (৬) সে যখন মারা যাবে তখন তুমি তার সঙ্গী হবে' (জানাযা পড়বে ও দাফন করবে)।[৭১] সুতরাং বুঝা গেল সালাম অপর মুসলমান ভাইয়ের একটি অধিকার।

এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা কারো সালামের জবাব উত্তমভাবে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا.

'তোমরা যখন বিশেষ শব্দে সালাম প্রাপ্ত হবে তখন তোমাদের প্রতি প্রদত্ত সালামের চাইতে উন্নত ভাষায় সালাম দিবে। অথবা ঐ ভাষাতেই উত্তর দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বিষয়ের হিসাব সংরক্ষণকারী' *(নিসা ৮৬)*।

নিরাপদে জান্নাত লাভের উপায় :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (صلى) أَنَّهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوْا السَّلاَمَ وَاَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَ صَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامُ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ سَلاَمٌ-

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও। ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য খাওয়াও। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর। তুমি রাতে ছালাত আদায় কর, মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তাহ'লে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।

জান্নাতবাসীর প্রতি অভিবাদন :

হাশরের ময়দানে বিচার-ফায়ছালা হয়ে যাওয়ার পর ভাল কাজের জন্য একদল যাবে জান্নাতে আর মন্দ কাজের জন্য একদল যাবে জাহান্নামে *(সূরা হাক্কাহ)*। যারা অফুরন্ত নে'মত ভরা জান্নাতের অধিকারী হবে তাদেরকে ফেরেশতাগণ অভিবাদন জানিয়ে জান্নাতের দিকে নিতে নিতে বলবেন, سَلَمًا، سَلَمًا 'তোমাদের প্রতি শান্তি-শান্তি'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ، سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ- 'অনন্তর ফিরিশতাগণ তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রত্যেক

৬৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৮।*
৭০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩১।*
৭১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৫।*

দরজা দিয়ে আসবেন, আর বলবেন, سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ (সালা-মুন আলাইকুম) আপনারা যে ধৈর্যধারণ করেছেন তার বিনিময়ে শান্তি পরকালের ঘর কতই না উত্তম' *(রা'দ ২৩-২৪)*।

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে স্বাগত জানাবেন سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَّحِيْمٍ 'মহান দয়ালু রবের পক্ষ থেকে সালাম বলা হবে' *(ইয়াসীন ৫৮)*।

অন্যত্র বলা হয়েছে, سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ. 'তোমাদের প্রতি সালাম বা শান্তি। তোমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাক। অতঃপর তোমরা চিরস্থায়ী আবাস গ্রহণ করতঃ জান্নাতে প্রবেশ কর' *(যুমার ৭৩)*।

সালাম অহংকার দূর করে বিনয় সৃষ্টি করে :

অহংকার পতনের মূল। গর্ব-অহংকার যেমনি মানব জীবনকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে তেমনি বিনয়, ভদ্রতা-নম্রতা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণে সাহায্য করে। অহংকারী দাম্ভিক ব্যক্তিকে যেমন কেউ পসন্দ করে না, তেমনি তাকে আল্লাহ্র ভালবাসেন না। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ. 'যমীনে গর্বভরে চল না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিককে ভালবাসেন না' *(লোক্বমান ১৮)*।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ. 'যার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহংকার থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[৭২] সুতরাং এ অহংকার নামক মারাত্মক ব্যাধি থেকে বাঁচতে চাইলে, আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে হ'লে এবং জান্নাত লাভের বাসনা করলে সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাতে হবে।

প্রথমে সালাম প্রদানকারী গর্ব-অহংকার থেকে যেমন মুক্ত থাকে তেমন বিনয়ীও হ'তে পারে। বিনয় আল্লাহ্র গযবে হ'তে রক্ষা করে তাঁর রহমতের অধিকারী বানায়। অহংকার ব্যক্তিকে কলুষিত করে আর বিনয় মানুষের জীবনকে পবিত্র করে। অহংকার শত্রুতা সৃষ্টি করে আর বিনয় শত্রুকেও পরম বন্ধুতে পরিণত করে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অহংকার নামক মারাত্মক ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য সালামের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া।

সালাম কৃপণতা দূর করে :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَيَجْتَمِعُ الشُّحَّ وَالْإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. 'কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে কখনো একত্রিত হ'তে পারে না'।[৭৩]

মানব সভ্যতার প্রথম থেকেই দানশীল ব্যক্তিকে মানুষ ভালবাসে, সম্মান করে। অন্যদিকে বখীল লোককে সমাজের লোকেরা ঘৃণা করে, অশ্রদ্ধা করে।

জাবের (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ) -এর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, আমার বাগানে অমুক ব্যক্তির একটি খেজুর গাছ আছে। ঐ গাছটি আমাকে কষ্ট দেয়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই লোকটিকে ডেকে এনে বললেন, তোমার খেজুর গাছটি আমার নিকট বিক্রি কর। সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি তা বিক্রি না কর তাহ'লে আমাকে দান কর। সে বলল, না। এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বেহেশতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে তা বিক্রি কর। সে বলল, না। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, مَا رَأَيْتُ الَّذِىْ هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلاَّ الَّذِىْ يَبْخَلُ بِالسَّلاَمِ. 'আমি তোমার চেয়ে অধিক কৃপণ আর কাউকে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, তোমার চেয়েও সেই ব্যক্তি বড় কৃপণ, যে সালাম দিতে কৃপণতা করে'।[৭৪]

আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি :

আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি হ'তে হ'লে সালাম দেওয়ার ব্যাপক প্রতিযোগিতা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلاَمِ. 'সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম যে প্রথমে সালাম প্রদান করে'।[৭৫]

সালাম ব্যক্তিকে সমাজে পরিচিত করে তোলে :

মানুষের সাথে পরিচয়ের সর্বোত্তম মাধ্যম হ'ল 'সালাম'। বিনা কষ্টে, বিনা মূল্যে অত্যন্ত ফলদায়ক অভিবাদনটির নাম اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ (আস-সালা-মু আলাইকুম)। এটি কেবল একটি বাক্য নয়, বরং এক মহা চুম্বক শক্তির নাম। এর মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করা যায়। সুতরাং আপনি যাদের কাছে দাওয়াত দিচ্ছেন, তাদেরকে ব্যাপক সালাম দিয়ে তাদের কাছে পরিচিত হৌন। তাহ'লেই আপনার দাওয়াত তাদের কাছে গ্রহণীয় হবে, গোটা সমাজে সাড়া জাগাবে। আপনার সম্পর্ক বাড়বে ও দল ভারী হবে। কাফেলা এগিয়ে যাবে বিজয়ের লক্ষ্য পানে।

---

৭২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮।*

৭৩. *তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৮২৮।*

৭৪. *আহমাদ, বাইহাক্বী, ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৭১৬, হাদীছ হাসান।*

৭৫. *আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৬, হাদীছ ছহীহ।*

নবী করীম (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল উত্তম ইসলাম কোনটি? জবাবে তিনি বললেন, تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَئُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ. 'অন্যকে খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া'।[৭৬]

সালাম সামাজিক সুসম্পর্ক গড়ার নিয়ামক :

সামাজিক শান্তি ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজন ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা। আর সালামের মাধ্যমেই ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়, শত্রুতা ও পরশ্রীকাতরতা দূর হয়। মহানবী (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى) لاَتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا وَلاَتُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْئٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনয়ন করবে। আর তোমরা ঈমানদার হিসাবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন কথা বলে দিব না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? (আর তাহ'ল) তোমরা পরস্পরের মাঝে সালামের প্রসার করবে'।[৭৭]

সালাম সামাজিক জীবনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা :

মা-বাবা, ভাই-বোনসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে গড়ে উঠে পরিবার। আর বহু পরিবার, হাট-বাজার, মসজিদ-মাদরাসা, স্কুল-কলেজ, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠে সমাজ। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না। ধনীর যেমন প্রয়োজন হয় গরীবের, গরীবেরও তেমন প্রয়োজন হয় ধনীর। প্রয়োজনের তাকীদে একে অপরের বাড়ি-ঘরে যেতে হয়। এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে অন্যের বাড়িতে প্রবেশ করার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। তা হ'ল সালাম প্রদানের মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা। অন্যথা বিনা বাক্য ব্যয়ে ফিরে আসবে। এতে করে সকলের সম্মান রক্ষা পাবে, মান-ইযযতের হিফাযত হবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদের গৃহে ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ কর না, যতক্ষণ না গৃহবাসীর সম্মতি লাভ করবে এবং তাদেরকে সালাম দিবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম পদ্ধতি। যাতে তোমরা উপদেশ লাভ করতে পার' *(নূর ২৭)*।

বিনা অনুমতিতে ও বিনা সালামে অপরের বাড়িতে প্রবেশ করার কারণে মানুষের সম্ভ্রমের হানি ঘটে। সন্দেহ সৃষ্টি হয়। বাড়ীওয়ালা কি অবস্থায় আছে তা বুঝা যায় না। এতে তার ইযযত বিনষ্ট হওয়ার কারণে রুষ্ট হ'তে পারে। আর এভাবে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায় সালাম :

সম্পর্ক একবার তৈরি হয়ে গেলে যে আর নষ্ট হবে না, একথা বলা মুশকিল। শয়তান সবসময় পিছনে লেগে আছে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করার জন্য। কিন্তু প্রকৃত মুমিন কখনো শয়তানের চক্রান্ত সফল হ'তে দেয় না। যদি কখনো কোন কারণে সম্পর্কের মাঝে ফাটল ধরেও যায়, তাহ'লে মুমিন তা পূনর্গঠনে তৎপর হয়ে উঠবে, এটাই ঈমানের স্বাভাবিক দাবী। কারণ দু'জন মুসলমানের পক্ষে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে রাখা ইসলামে জায়েয নয়। সম্পর্ক রক্ষা ও পুনর্গঠনে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দিবে তাকে উত্তম বলা হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ যদি সম্পর্ক পুনর্গঠনে পিছিয়ে যায় তার জন্য দুঃসংবাদ রয়েছে।

عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى) لاَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا خَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ-

আবু আইয়ুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, তিন দিনের অধিক সে অপর কোন মুসলমান ভাইকে ত্যাগ করে। কোথাও পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ হ'লে একজন একদিকে আরেকজন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের দু'জনের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে প্রথমে সালাম দিবে'।[৭৮]

সালাম আদান-প্রদানের নিয়ম-পদ্ধতি :

ইসলামে সালাম আদান-প্রদানের কিছু নির্দিষ্ট বিধি-বিধান শরী'আত নির্ধারণ করে দিয়েছে। নিম্নে দলীল ভিত্তিক তা পেশ করা হ'ল।-

৭৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৯।*
৭৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১।*
৭৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৭।*

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى) يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কম বয়সী বয়োজ্যেষ্ঠকে, পথ অতিক্রমকারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে'।[৭৯]

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى) يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচলকারীকে এবং পদব্রজে চলা ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে, আর কমসংখ্যক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে'।[৮০]

ছোটরা সালাম করবে বড়দেরকে, এটাই আদব। কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছোটদের সালাম দিয়েছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ (صلى) مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

'আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বালকদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন'।[৮১]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى) لاَ تَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِىْ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ইহুদী-নাছারাদেরকে আগে সালাম দিবে না এবং রাস্তায় চলার পথে যখন তাদের কারো সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে হাঁটতে বাধ্য কর'।[৮২]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى) إِذَاسَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আহ'লে কিতাব তোমাদেরকে সালাম দিবে, তখন তোমরা জবাবে শুধু وُعَلَيْكُمْ বলবে'।[৮৩]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبْدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মজলিসের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলমান, মুশরিক তথা পৌত্তলিক ও ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন'।[৮৪]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (صلى) قَالَ إِذَا لَقِىَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثم لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারো মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর যদি তাদের উভয়ের মধ্যখানে কোন বৃক্ষ, প্রাচীর কিংবা পাথরের আড়াল পড়ে যায়, পরে পুনরায় যখন সাক্ষাৎ হয় তখনও যেন সালাম দেয়'।[৮৫]

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى) إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوْا أَهْلَهُ بِسَلاَمٍ.

ক্বাতাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম দিবে। আর যখন বের হবে তখনো গৃহবাসীকে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করবে'।[৮৬]

عَنْ غَالِبٍ قَالَ اتَّا لَجُلُوْسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ الْبَصَرِىْ وَإِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ بَعَثَنِىْ أَبِىْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ (صلى) فَقَالَ ائْتِه فَأْقْرِئْهُ السَّلاَمَ، قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَبِىْ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيْكَ السَّلاَمَ.

গালিব (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা হাসান বছরী (রহঃ)-এর দরজায় বসে ছিলাম। হঠাৎ একজন লোক এসে বলল, আমার পিতা, আমার দাদা হ'তে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, একদিন আমার পিতা আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে পাঠালেন, তাকে আমার সালাম জানাবে। আমার দাদা বলেন, আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম

৭৯. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৩৩।*
৮০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩২।*
৮১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৪।*
৮২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৫।*
৮৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭।*
৮৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৯।*
৮৫. *আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫০।*
৮৬. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৬৫১।*

জানিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার উপর ও তোমার পিতার উপর আমার সালাম'।[৮৭]

সালামের অপব্যবহার ও বিকৃত উচ্চারণ :

আল্লাহ তা'আলা যে সালাম আদম (আঃ)-কে শিখিয়েছিলেন এবং আদম (আঃ) থেকে যে সালাম এখন পর্যন্ত চলছে এবং ক্বিয়ামতের আগ পর্যন্ত চলবে; আর আমাদেরকে নবী (ছাঃ) যে সালাম প্রতিষ্ঠা করে একে দো'আ, সম্ভাষণ, সংস্কৃতি হিসাবে চালু করে দিয়েছেন, সে সালামের অপব্যবহার ও বিকৃত উচ্চারণ আজকের মুসলিম সমাজে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর কতিপয় নমুনা নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

১। অফিসের বড় ছাহেব তার পিয়নকে বললেন, শহীদ ছাহেবকে আমার সালাম দাও। অর্থাৎ এ সালামের মানে হ'ল শহীদ ছাহেব যেন তার সাথে দেখা করে। এখানে সালামকে তারা অফিসিয়াল কোড ওয়ার্ড হিসাবে ব্যবহার করেন।

২। মুদি দোকানদার তার এক কর্মচারীকে দিয়ে মহ'ল্লার এক বাসার গৃহকর্তার কাছে সালাম পাঠায়। মুদি দোকানদার এ সালাম পাঠায় বাসার কর্তার কাছে পাওনা তাগাদার জন্য। এ সালাম পাওনা তাগাদার সালাম।

৩। এক ভদ্রলোক তার পড়শীকে নিজের ছেলে পাঠিয়ে সালাম জানালেন। তার মানে পড়শীর কাছে পূর্বে টাকা ধার চেয়েছিলেন। ছেলেকে দিয়ে সালাম পাঠিয়ে তা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সালাম পেয়েই যেন ছেলের হাতে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন।

৪। দু'জনের মধ্যে কোন এক ব্যাপারে প্রচণ্ড বিতর্ক চলছে। বিতর্কের শেষ পর্যায়ে একজন অপরজনকে বললেন, খুব হয়েছে ভাই, এবার সালাম! সালাম দিয়ে বিতর্ক থেকে কেটে পড়া মানে তিনি আর তর্ক করতে রাযী নন।

৫। ঈদের দিন শিশুরা স্বজনদের বাসায় বাসায় গিয়ে, মুরুব্বীদের সালাম দেয় সালামীর জন্য। প্রকৃত পক্ষে তারা এ দিনে সালাম দিয়ে সালামী বা টাকা কুড়াতে আসে। মূল উদ্দেশ্য সালাম দিতে আসা নয়। একে বিনোদনী আদুরে ভিক্ষা বলা যায়।

৬। অফিসে এসে বড় ছাহেবকে সালাম দেওয়ার অভ্যাস আছে অনেকের। কোন না কোন অসীলায় তারা দেখা করবেনই এবং একটা সালাম দেবেনই। এখানে বড় ছাহেবকে সালাম দেওয়া মানে বড় ছাহেবের নযরে আসা, আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা।

আসলে সালামকে এসব উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বরং এ সালামকে শুধুমাত্র আমাদের পারস্পরিক দো'আ ও আশির্বাদ হিসাবে দান করা হয়েছে। সুতরাং সালামকে আসল উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা ইসলামী সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ করার শামিল।

শুধু সালামের অপব্যবহারই নয়, আজকে আমাদের মুসলিম সমাজে সালামের বিকৃত উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। কলকাতার 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান সালামকে বিকৃত করে ফেলেছে। তারা সালামের শুদ্ধ বানান লিখেছে 'সেলাম'। সালাম-এর ব্যাখ্যায় লিখেছে 'সালাম' হচ্ছে 'সেলাম-এর রূপভেদ'। তাদের মতে 'আস-সালা-মু আলাইকুম'-এর শুদ্ধ বানান হচ্ছে 'সেলাম আলায়কুম' যার অর্থ (লেখা হয়েছে) 'নমস্কার'।

আজকের যুবকরা বিভিন্ন স্টাইলে সালাম প্রদান করে থাকে। যেমন- (১) সেলামালিকুম (২) শ্লামালিকুম (৩) আস্সালামালিকুম (৪) আস্লামালিকুম (৫) সালামালিকুম। সালামের এই বিকৃত রূপ এখন প্রকৃত হ'তে যাচ্ছে। আগামীতে এই 'সালাম' আরও কত বিকৃত হবে তা আল্লাহ মা'লূম। এজন্য আমরাই দায়ী। বিকৃত আর অপব্যবহার যে আমরাই করছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসুন! আমরা সালামের অপব্যবহার ও বিকৃত উচ্চারণ থেকে বিরত হই।

পরিশেষে সকলের নিকট এই নিবেদন করতে চাই, আসুন! নিজেকে অহংকার মুক্ত করতে, আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হ'তে, জনপ্রিয়, জননন্দিত ও অধিক পরিচিত হ'তে, ইসলামের উত্তম কাজটি করতে, নিজেকে একজন আদর্শবান, সুন্দর ও অনুপম মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে, সালাম দেওয়াকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করি। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, বিজ্ঞ-মূর্খ, কুলি-মজুর, সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে সালাম দেওয়ার মত একটি মন তৈরী করি এবং নিজেকে সকলের প্রিয় মানুষে পরিণত করি। আমাদের সমাজকে একটি আদর্শ, সুন্দর নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করার জন্য, ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সৌরভ দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি জনপদ তৈরি করতে আসুন! সালামের ব্যাপক প্রচলন করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

৮৭. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫৫।*

একটি ঐতিহাসিক রায়ের ইতিবৃত্ত

রেযাউল করীম

সুদীর্ঘ পাঁচশত বছর ধরে চলে আসা বাবরি মসজিদ রামমন্দির বিতর্ক ভারতের জাতীয় জীবনে সর্বাধিক সমালোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। পলাশীর যুদ্ধ ও ভারতে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত, বঙ্গভঙ্গ, '৪৭-এর ভারতবিভাগ ইত্যাদি থেকে এ বিতর্ক কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এমনকি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল, গত মাসের এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক উদ্ভট রায়ে তা অমরতা লাভ করেছে। রায়ের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'যেহেতু বাবরি মসজিদের ভূমিতে রাম জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রামমন্দির ভেঙ্গে সম্রাট বাবরের সেনাপতি মীর বাকী ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন, সেহেতু এ মসজিদ নির্মাণ হিন্দু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে অবৈধ। হিন্দু মহাসভা ও নির্মোহী আখড়া নামের দু'টি সংগঠন উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ হাইকোর্টে রামমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য জমি স্বত্ব চেয়ে মামলা করে। অন্যদিকে উত্তর প্রদেশের সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড মসজিদের স্বত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য একই আদালতে মামলা (Title suit) করে। কারণ ১৯৩৬ সালে মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন জমি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে এ বোর্ডের নামে নিবন্ধন করা হয়। গত ৩০ সেপ্টেম্বর সে মামলার এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করা হয়।

এ রায়ে বিরোধপূর্ণ ২.৭৭ একর জমি তিন ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়। যার দুই ভাগ পাবে হিন্দু সংগঠন দু'টি এবং অবশিষ্ট এক ভাগ পাবে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড অর্থাৎ জমিটি আদালত ২:১ অনুপাতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেন। তবে রায়টির প্রাতিস্বিকতা এখানে নয়, বরং ভিন্ন তিনটি কারণে রায়টি বহুমাত্রিক প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। কারণগুলো হ'ল-

১. প্রায় ৬০ বছর পরে রায়টি প্রদান করা হয় এবং ৮ হাযার ৫০০ পৃষ্ঠার এক মহাকাব্যিক রায় তৈরী করা হয়। (১৯৪৯ সালে হিন্দু-মুসলিম উভয়ে প্রথম আদালতে মামলা করে বাবরি মসজিদ নিয়ে)।

২. যুক্তি-প্রমাণ নয়, হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস, মিথ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের আবেগের ওপর নির্ভর করে এ রায় দেয়া হয়।

৩. এ রায়টি সর্বাধিক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্মৌ বেঞ্চ বাবরি মসজিদের যে বিতর্কিত রায় দেন সমালোচকগণ তাকে আধুনিক 'রামায়ণের এলাহাবাদ সংস্করণ' বলে মন্তব্য করেছেন। রায়টি যে ৮ হাযার ৫০০ পৃষ্ঠার এক মহাকাব্যিক কলেবর ধারণ করেছে তার জন্য নয়, একবিংশ শতাব্দীতে এসে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দুই মহামান্য হিন্দু বিচারক নতুন করে যে রামায়ণ লিখলেন তা পাঠ করে মহর্ষী বাল্মীকিও হয়ত একটু মৃদু হাস্য করতেন। আমরা এলাহাবাদী রামায়ণ নয়, বরং বাল্মীকির রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ করে আলোচনার অবতারণা করতে চাই। কেননা আমাদের চিন্তাসূত্রের গ্রন্থি উন্মোচিত হ'তে শুরু করে যখন ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্ত বাবরি মসজিদের রায়ে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় উল্লেখ করেন-

ভারতের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের দাবী, রামের জন্মভূমি আফগানিস্তানে বা অন্য কোথাও এবং বাবরি মসজিদের কাঠামো ফাঁকা পাথুরে জমিতে নির্মিত হয়েছে *(প্রথম আলো, ২ অক্টোবর ২০১০)*।

চিন্তার রাজ্যে আমাদের একটু হোঁচট খেতে হয়। কারণ ভারতীয় হিন্দুরা যে রামের জন্ম অযোধ্যায় বলে জিগির তুলছে সেখানে ঐতিহাসিকরা এমন কথা বললেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, রাম ছিলেন আর্য। পাঁচ হাযার বছর পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে আর্যদের আগমন শুরু হয়। তারা ইরান ও আফগানিস্তান দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এদেশে অনার্যদের (আদিবাসী) সঙ্গে আর্যদের সংঘর্ষ হয়। উন্নত ভাষা, সংস্কৃতি ও অস্ত্র দিয়ে তারা এদেশে রাজ্য বিস্তার করে অনার্যদের শাসন করে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রায় ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রামের পিতা রাজা দশরথ উত্তর ভারত দখল করেন। এজন্য রামকে আর্য পুত্র বলা হয়। আবার হিন্দুদের মতে, রামচন্দ্র হ'লেন, বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। মহামুণি বাল্মীকি খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আদর্শ চরিত্র রামচন্দ্রকে নিয়ে রামায়ণ রচনা করেন *(বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত)*।

গোদাবরী নদীর তীরে বসে বাল্মীকি রামায়ণের শোক রচনা করলেও রামচন্দ্রের জন্মস্থানের কোন উল্লেখ নেই সেখানে। পরিণত বয়সে রাম কিভাবে পিতৃ আদেশ শিরধার্য করে বনবাসে গেলেন সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে রামায়ণে। এ সূত্রে বলা যায়, রামচন্দ্র একটি পৌরাণিক চরিত্র, ঐতিহাসিক নয়। অন্যদিকে সম্রাট বাবর ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহীম লোদিকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাবরের সে ঐতিহাসিক বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সেনাপতি মীর বাকী ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ কারণে এ মসজিদটি ঐতিহাসিক স্থাপত্যের নিদর্শনও বটে। আদালত অযোধ্যাকে রামের জন্মস্থান হিসাবে নির্ধারণ করে যে রায় প্রদান করেছেন সে রায়কে সমালোচনা করে ভারতের স্বনামধন্য সাংবাদিক সিদ্ধার্থ ভারাদারাজন বলেন, 'কবি তুলসীদাস তার 'রামচরিতমানস' (সংস্কৃত রামায়ণের হিন্দি অনুবাদ) লিখেছিলেন ষোল শতকে অযোধ্যায় বসে। কিন্তু রামের জন্মস্থান নিয়ে তিনি কিছু না বললেও ৫০০ বছর পরে আদালত সেই জন্মস্থানটি এত নিশ্চিত করেন কিভাবে?

এ একটি বিষয়ই আদালত আমলে নিলে বাবরি মসজিদের রায়টি অন্যরকম হ'তে পারত। আবার হিন্দুদের যে দাবী,

'রামমন্দির ভেঙ্গে বাবরের সেনাপতি বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন' সেটাও অসার প্রমাণিত হয়, যদিও আদালত এত কিছু বুঝতে চেষ্টা করেননি। সেনাপতি মীর বাকী যদি রামমন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি করতেন, তাহ'লে সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব কেন? তাছাড়া উক্ত স্থানে যদি রামের মন্দির থাকত তাহ'লে সে মন্দির কারা তৈরি করে বা কার আমলে তৈরি হয়েছিল তাও জানা যেত। মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরি করলে সমসাময়িককালের হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়ার কথা এবং তৎকালের ঐতিহাসিকগণও মুঘলদের শাসন-ত্রাসনের বর্ণনায় এর উল্লেখ করতেন। সম্রাট বাবরের মত ধার্মিক ও বিজ্ঞ শাসকের পক্ষে কিভাবে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরির অনুমতি দেয়া সম্ভব হ'ল তা আমাদের বোধগম্য হয় না। বরং ভারতীয় হিন্দুরা-ই যে মুঘল শাসকদের বেশি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে সেটা ঐতিহাসিক সত্য। হাইকোর্টের কাছে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের রিপোর্ট ও রাডার সমীক্ষার যে সচিত্র প্রতিবেদন ছিল তাতে মন্দির থাকার কোন চিহ্নই পাওয়া যায়নি। যদিও ভারতের মত বৃহৎ রাষ্ট্রে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে মানব সভ্যতার যে নিরন্তর ভাঙ্গাগড়া চলে এসেছে, একবিংশ শতাব্দীতে এসে তার হিসাব মেলানো সত্যি খুবই দুরূহ ব্যাপার। ইতিহাস যেখানে নীরব, সেখানে সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি অযৌক্তিক পক্ষপাত প্রদর্শন করা আদালতের পক্ষে প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা বৈ কিছু নয়।

বাবরি মসজিদের ট্রাজিক পরিণতি তখনই নিশ্চিত হয়ে যায় যখন এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। গত শতকের ৮০ দশকে বিশ্বহিন্দু পরিষদ বিজেপি ও আরএসএস রামের জন্মস্থানকে মুক্ত করার জন্য রাজনৈতিকভাবে পদক্ষেপ নেয়। এটা তাদের পক্ষে সম্ভব, কারণ তারা নিজেদের কট্টর হিন্দুত্ববাদী বলে প্রমাণ করেছে। কিন্তু কংগ্রেসের ভূমিকা আমরা ঠিক মেলাতে পারি না। ১৯৯২ সালে মসজিদ ভাঙ্গার পূর্বে কংগ্রেসের মত ধর্মনিরপেক্ষ দলের প্রধান রাজীব গান্ধীর ভূমিকা এবং ভাঙ্গার সময় প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের ভূমিকা কংগ্রেসের দর্শন সম্পর্কে আমাদের সন্দিহান করে তোলে। এবারের রায়েও যার ব্যতিক্রম হয়নি।

কংগ্রেস যে ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস শুধু চেয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এড়িয়ে চলতে, তাই বিচারের নামে সালিশ করে একজনের সম্পত্তিতে অন্যদের শরীক বানিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। এ কারণে লেখিকা ও সমাজকর্মী অরুন্ধতি রায় এ রায়কে 'Political statement' বলে কঠোর সমালোচনা করেছেন।

এই রায়ের মধ্যে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের প্রতিফলন ঘটেছে বলেও আমরা মনে করি। দ্বিজাতিতত্ত্বের নামে ভারত বিভাগ হ'লেও আসলে ভারত বিভক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। মূলতঃ সেখানেই ২:১ থিউরির উৎপত্তি হয়, ভারত বিভাগের সকল দায় জিন্নাহর ঘাড়ে চাপানো হ'লেও তা প্রাপ্য অংশ থেকে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সুকৌশলে বঞ্চিত করেন। বাংলা, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু প্রভৃতি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও আধাআধি ভাগ করে জন্ম দেয়া হয় এক দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী বিবাদের। পুরো উপমহাদেশের ৩ ভাগের ২ ভাগের থেকেও বেশী কংগ্রেস এবং অবশিষ্ট ১ ভাগের থেকেও কম মুসলিম লীগের জন্য দেয়া হয়। বাবরি মসজিদের সেই বিভাগ কংগ্রেসের সে ২:১ থিউরিকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখন একই জমিতে দুই উপাসনালয় তৈরি করে কংগ্রেস যতই তাদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ করুক না কেন তার মূলে যে ২:১ থিউরির মানসিকতা একেবারে নেই এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এটা আসলে দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক বিবাদের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র। তাই জওহর লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিবেদিত মেনন এ রায়ের সমালোচনায় বলেন,

"It is a 'second demolition' of The Babri Mosque. By accepting the claim that Ram was born at the Babri site, the judjes have don grane injustice to the original owners of the property. It has legitimised and justified the wanton destruction of a place of Muslim worship in secular India." *(The Daily star, 8 October 2010)*.

সমালোচকগণের মতে, সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি সরকার ও হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর বৈরী মনোভাব ভারতের অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। এ রায়ে প্রমাণিত হয়, ভারতের মুসলমানরা বহিরাগত এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দেয়া ভারত সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। বস্তুতঃ মুসলমানদের পিছে ঠেলে দিয়ে ভারত নিজেই পিছিয়ে যাচ্ছে। ভারতের নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত ইতিহাস পর্যালোচনাকালে প্রমাণিত হয়, আজ আর কেউ বহিরাগত নয় আজ সকলেই স্থানীয় ও ভারতীয়। পাঁচ হাযার বছর পূর্বে আর্যদের আগমনের মধ্য দিয়ে ভারতে বাহিরাগতদের আধিপত্য বিস্তারের যে লড়াই শুরু হয়েছিল, সে স্রোতে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যেমন এসেছেন, তেমনি মুসলমান ধর্ম প্রচারক, শাসকগণও এসেছেন। ক্রমান্বয়ে ইউরোপীয় বণিক বেশে এসেছে ইংরেজরা। ইংরেজরা না পারলেও হিন্দু-মুসলমানরা এদেশকে নিজেদের দেশ হিসাবে গ্রহণ করেছে। ফলে সরকারের মনে রাখা উচিত, মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির তৈরি করে ভারতের তেত্রিশ কোটি দেবতাকে (?) হয়ত সন্তুষ্ট করা যেতে পারে, কিন্তু তেত্রিশ জন জাগ্রত বিবেককেও সন্তুষ্ট করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই ভারত সরকারের উচিত সাম্প্রদায়িক অচলায়তন থেকে মুক্ত হয়ে হিন্দুত্ববাদী অপশক্তির হিংস্র থাবা থেকে বাবরি মসজিদের সম্পত্তিকে উদ্ধার করে বৈধ মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। সরকারের নিরপেক্ষরতা ও আন্তরিকতাই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে বলে আমরা মনে করি।

[সংকলিত]

উম্মুল মুমিনীন ছাফিয়া (রাঃ)

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

নবীপত্নী ও সর্দার দুহিতা ছাফিয়া (রাঃ) ছিলেন অতীব জ্ঞানী ও বিদুষী মহিলা। ইসলাম গ্রহণের পরে দ্বীনের অনুসরণ ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত। অতুলনীয় স্বভাব-চরিত্র ও অনুপম আচার-ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন তিনি। বিনয় ও নম্রতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। রাসূলের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসা, তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ ও দ্বীনের প্রতি সীমাহীন অনুরাগ ছিল অনুকরণীয়। বংশ কৌলিন্যে, আভিজাত্যে, ধন-সম্পদে যেমন তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়া, তেমনি ছিলেন ইবাদতগুযার, দানশীলা ও দায়িত্ব সচেতন। রাসূলপত্নী উম্মুল মুমিনীন এই মহিলা ছাহাবীর জীবন চরিত এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর প্রকৃত নাম যয়নাব। কিন্তু ৭ম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধে গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে তিনি মুসলমানদের নিকট নীত হন এবং বণ্টনে রাসূলের ভাগে পড়েন। সেকালে আরবে নেতা বা বাদশার অংশের যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে 'ছাফিয়া' বলা হ'ত। এ থেকেই 'ছাফিয়া' নামে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৮৮]

তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচয় হচ্ছে- ছাফিয়া বিনতু হুয়াই ইবনে আখতাব ইবনে সা'ঈদ ইবনে ছা'লাবা ইবনে ওবায়দ ইবনিল খাযরাজ ইবনে আবী হাবীব ইবনিন নাযর ইবনে নাহহাম ইবনে ইয়ানহূম।[৮৯] আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী ও হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী 'আখতাব ইবনে সা'ঈদ'-এর স্থলে 'আখতাব ইবনে সা'ইয়াহ'[৯০] এবং ইবনু সা'দ 'সা'ঈদ ইবনে ছা'লাবা'-এর স্থলে 'সা'ইয়াহ ইবনে 'আমের' উল্লেখ করেছেন।[৯১] তাঁর পিতা ছিলেন মূসা (আঃ)-এর ভাই হারূণ বিন ইমরান (রাঃ)-এর অধস্তন পুরুষ।[৯২] তাঁর বংশধারা ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। যেমন হাফেয শামসুদ্দীন উল্লেখ করেন যে, তিনি লাভী ইবনে ইসরাঈল (ইয়াকূব) ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের বংশধর।[৯৩] তাঁর মাতার নাম বাররা বিনতু সামওয়াল।[৯৪] তিনি ছিলেন মদীনার ইহুদীগোত্র বনু নাযীরের মিত্র গোত্র বনু কুরায়যার রিফা'আহ ইবনু সামওয়ালের বোন।[৯৫]

ছাফিয়া (রাঃ)-এর পিতৃ ও মাতৃবংশ যথাক্রমে বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা অন্যান্য আরবীয় ইহুদী বংশের চেয়ে অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। তারা প্রাচীনকাল থেকেই আরবের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করত। ছাফিয়া (রাঃ)-এর পিতা হুয়াই ইবনু আখতাব ছিলেন গোত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং সর্বজন সম্মানিত ও মান্যবর। অপরদিকে তাঁর নানা সামওয়ালও সমগ্র আরব উপদ্বীপে বীরত্ব ও সাহসিকতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। ফলে ছাফিয়া (রাঃ) পিতৃ ও মাতৃ উভয় দিক দিয়েই ছিলেন বিশেষ কৌলিন্য ও আভিজাত্যের অধিকারিণী।

জন্ম ও শৈশব : সীরাত গ্রন্থাবলীতে ছাফিয়া (রাঃ)-এর জন্মকাল ও তারিখ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পর রাসূলের সাথে বিবাহের সময় তার বয়স হয়েছিল ১৭ বছর।[৯৬] সেই হিসাবে তাঁর জন্ম ৬১২ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। তাঁর শৈশবকাল সম্পর্কেও তেমন কিছু জনা যায় না। তবে খায়বারের ইহুদী কবীলা বনু নাযীর গোত্রেই তাঁর বাল্যকাল কেটেছে।

বিবাহ : মদীনার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত অতি সমৃদ্ধ স্থান খায়বারের প্রসিদ্ধ কবি ও সর্দার সাল্লাম ইবনু মাশকাম আল-কারাযীর সাথে ছাফিয়ার প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয় মাত্র ১৪ বছর বয়সে।[৯৭] হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, তাঁর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয় সালাম ইবনু আবুল হুকাইকের সাথে।[৯৮] কিন্তু তাদের মধ্যে মন-মানসিকতায় ব্যবধান থাকায় বনিবনা হয়নি। ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর হিজাযের খ্যাতিমান সওদাগর ও খায়বারের বিখ্যাত নেতা আবু রাফে'র ভাতিজা কিনানা ইবনু আবিল হুকায়েকের সাথে ছাফিয়া (রাঃ)-এর দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়।[৯৯] কিনানা ছিল ছাফিয়ার চাচাত ভাই।[১০০] সে ছিল প্রসিদ্ধ কবি

৮৮. *দায়িরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়্যাহ, ১ম খণ্ড (করাচী: মাদানী কুতুবখানা, তা.বি), পৃঃ ৯৯২।*
৮৯. *আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাপূরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯০ খৃঃ/১৪১১ হিঃ), পৃঃ ৩০।*
৯০. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তামঈীযিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলামিয়্যাহ, তা.বি.), পৃঃ ১২৬; হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৫ খৃঃ/১৪০৫ হিঃ), পৃঃ ২৩১।*
৯১. *মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খৃঃ/১৪১০ হিঃ), পৃঃ ৯৫।*
৯২. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৬; আত-তাবাক্বাত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৫।*
৯৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩১।*
৯৪. *আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩০।*
৯৫. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৫।*
৯৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭; আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৭।*
৯৭. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৫; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৬।*
৯৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩১।*
৯৯. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩১।*
১০০. *হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয (কায়রো: দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ১ম প্রকাশ ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ), পৃঃ ১৯৭।*

ও খায়বারের অন্যতম শক্তিশালী ও বিখ্যাত 'আল-কামূস' দুর্গের প্রশাসক।[১০১]

যুদ্ধবন্দী ছাফিয়া (রাঃ) : মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ইহুদী অধ্যুষিত একটি সমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু জনপদ খায়বার। কয়েকটি মজবুত দুর্গবেষ্টিত খায়বারে বসে ইহুদীরা মদীনা আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করে। মদীনা দখল করে ইসলামকে উৎখাত করতে তারা ছিল সংকল্পবদ্ধ। এজন্য তারা দীর্ঘ দিন ধরে অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকে। মদীনার অর্ধেক খেজুর বাগান প্রদানের শর্তে বনু গাতফান ও বনু আসাদ নামক গোত্রকেও তাদের দলভুক্ত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সংবাদ পেয়ে ইহুদীদের অপকর্মের মূলোচ্ছেদ করার জন্য খায়বার অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৭ম হিজরীর প্রথম দিকে সাবা বিন আরফাতা গিফারীকে মদীনার দায়িত্বশীল নিয়োগ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১৪শ' ছাহাবী সাথে নিয়ে খায়বার অভিযানে বের হন। মুসলিম বাহিনী খায়বারে পৌঁছলে ইহুদীরা খোলা ময়দানে যুদ্ধ করা সমীচীন মনে না করে দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ করতে মনস্থ করে। তুমুল যুদ্ধে ইহুদীরা পরাজিত হয়। ইহুদীদের ৯৩ জন মৃত্যুবরণ করে। অপরদিকে ১৫ জন মুসলিম মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন। ইহুদীদের জন্য অতীব ক্ষতিকর এ যুদ্ধে ছাফিয়া (রাঃ)-এর বংশের নামকরা বীর ও নেতারা নিহত হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে তার পিতা, ভাই ও অনেক স্বজন ছিল। আর যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে তিনি নিজে ও তার অনেক আত্মীয় ছিল।[১০২]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) ছাফিয়ার স্বামী কিনানার নিহত হওয়া সম্পর্কে বলেন, বনু নাযীরের গুপ্ত ধনভাণ্ডার কিনানার তত্ত্বাবধানে ছিল। তাকে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আনা হ'লে তিনি ঐ ধনভাণ্ডার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। কিনানা সেই স্থান চিনিয়ে দিতে অস্বীকার করে। তখন জনৈক ইহুদী রাসূলের নিকট এসে বলল, আমি কিনানাকে প্রতিদিন প্রত্যুষে এ গর্তের নিকটে ঘুরতে দেখেছি। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিনানাকে বললেন, আমরা যদি তোমার নিকটে ঐ ধনভাণ্ডার পাই তাহ'লে কি তোমাকে হত্যা করব? সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ। রাসূল ঐ গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। সেখান থেকে কিছু গুপ্তসম্পদ বের হ'ল। এরপর কিনানাকে অবশিষ্ট গুপ্তধন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলতে অস্বীকার করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুবায়ের ইবনুল আওয়ামকে বললেন, ওকে শাস্তি দিয়ে তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা কর। যুবায়ের (রাঃ) আগুনের শলাকা দিয়ে শাস্তি দিয়ে তার বুকে গর্ত করে ফেললেন। সে মৃত্যুর উপক্রম হ'লেও গুপ্তধন সম্পর্কে কোন তথ্য দিল না। কিছু বলল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মুহাম্মাদ ইবনু মাসালামার নিকট সোপর্দ করলেন। তিনি কিনানার গর্দান কেটে ফেললেন। কেননা যুদ্ধের ময়দানে সে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার ভাই মাহমূদ ইবনু মাসলামাকে হত্যা করছিল।[১০৩]

যুদ্ধের পরে গনীমতের মাল ও বন্দীদের এক স্থানে জমা করা হয়। বেলাল (রাঃ) ছাফিয়া ও তার চাচাত বোনকে ধরে নিয়ে আসেন। নিহত ইহুদীদের রক্তাক্ত লাশ যে রাস্তায় পড়েছিল, বেলাল (রাঃ) তাদেরকে নিয়ে ঐ রাস্তায় আসেন। নিহতদের মাঝে ছাফিয়ার পিতা, ভাই ও আত্মীদের লাশ ছিল। বংশের সম্ভ্রান্ত লোক ও স্বজনদের কর্তিত লাশ দেখে ছাফিয়ার চাচাত বোন নিজের মুখে চপেটাঘাত করে, মাথায় মাটি ছিটিয়ে দিয়ে, বুক চাপড়িয়ে, পরণের বস্ত্র ছিড়ে, চিৎকার করে বিলাপ করতে থাকে। কিন্তু ছাফিয়া থাকলেন নীরব নির্বাক। বেলাল (রাঃ) তাদেরকে নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে পৌঁছলে মহিলার চিৎকার-চেচামেচি দেখে বললেন, এই শয়তান মহিলাকে আমার নিকট থেকে দূরে সরাও। হে বেলাল! তোমার হৃদয়ে কি কোন দয়া নেই? এ মহিলাদেরকে এমন রাস্তা দিয়ে এনেছ, যে রাস্তায় তাদের পিতা, ভাইদের রক্তরঞ্জিত লাশ পড়ে আছে।[১০৪]

রাসূলের সাথে বিবাহ : খায়বার যুদ্ধে ছাফিয়া বন্দী হন। গনীমত বণ্টনে তিনি দাহিয়া কালবীর অংশে পড়েন। তখন নবী করীম (ছাঃ)-কে বলা হ'ল ছাফিয়া আপনার জন্য ছাড়া অন্যের জন্য মানায় না। তখন তিনি দাহিয়ার নিকট থেকে ৭ আরুসের বিনিময়ে ছাফিয়াকে নিয়ে নেন।[১০৫] অন্য বর্ণনায় ৭ জন বন্দীর বিনিময়ে দাহিয়ার নিকট থেকে ছাফিয়াকে খরিদ করেন।[১০৬]

ছহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, খায়বারের যুদ্ধবন্দীদের একত্রিত করার পর দাহিয়া কালবী এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! বন্দীদের মধ্য হ'তে আমাকে একটি মেয়ে দিন। রাসূল বললেন, তুমি যাও, সেখান থেকে একটি মেয়ে নিয়ে নাও। দাহিয়া (রাঃ) ছাফিয়া বিনতু হুয়াইকে গ্রহণ করলেন। তখন জনৈক ছাহাবী এসে রাসূলকে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি বনু নাযীর ও বনু কুরায়যার নেতা হুয়াই বিন আখতাবের

১০১. *ড. আয়েশা আব্দুর রহমান, তারাজিমু সায়্যেদাতি বায়তিন নবুওয়াত (বৈরুত: দারুর রাইয়্যান, তাবি), পৃঃ ৩৬৪-৬৫।*

১০২. *তালিবুল হাশেমী, মহিলা সাহাবী, অনুবাদ: আব্দুল কাদের (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), পৃঃ ৭১-৭৩; মুহাম্মাদ নূরুযযামান, সংগ্রামী নারী, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৪১১ হিঃ/১৯৯০ খৃঃ), পৃঃ ৯২-৯৩।*

১০৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, পৃঃ ১৯৮-৯৯।*

১০৪. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৬; তারাজিমু সায়্যেদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩৬৫-৬৬।*

১০৫. *আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২৩, ২৪৬; আবু দাঊদ হা/২৯৯৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩১-৩২।*

১০৬. *ছহীহ মুসলিম, 'কিতাবুন নিকাহ', হা/১৩৬৫।*

কন্যা ছাফিয়াকে দাহিয়া কালবীকে প্রদান করেছেন। সর্দার দুহিতা ছাফিয়া আপনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য উপযুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ছাফিয়া সহ দাহিয়াকে ডাক। তখন দাহিয়া আসলেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাফিয়ার দিকে তাকালেন এবং দাহিয়াকে বললেন, তুমি অন্য একটি মেয়েকে গ্রহণ কর। বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মুক্ত করে দেন ও বিবাহ করেন।[১০৭] মূলতঃ ছাফিয়া (রাঃ) হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) তাকে বিবাহ করেন এবং তার মুক্তিকেই তার বিবাহের মহর নির্ধারণ করেন।[১০৮]

ওয়ালীমা ও বাসর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফিয়ার হায়েয শেষ হওয়া পর্যন্ত খায়বারে অবস্থান করেন। তিনি পবিত্র হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বার থেকে বের হন। রওয়ানা হওয়ার জন্য উটের নিকটবর্তী হয়ে ছাফিয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) নিজের পা নিচু করে রাখলেন, যাতে তাঁর হাটুর উপরে পা রেখে ছাফিয়া (রাঃ) সহজেই উঠের পিঠে উঠতে পারে। কিন্তু রাসূলের পায়ের উপর পা দেওয়া চরম বেয়াদবী মনে করে ছাফিয়া পা দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তিনি রাসূলের উরুর উপরে হাঁটু দিয়ে ভর করে উটের পিঠে চড়েন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে স্বীয় সওয়ারীর পিছনে রাখেন, তার উপর চাদর দিয়ে তার পৃষ্ঠদেশ ও মুখমণ্ডল ঢেকে দেন। তাকে স্বীয় স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর খায়বার থেকে ৬ মাইল দূরে 'তাবার' মনযিলে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাসর যাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে ছাফিয়া (রাঃ) অমত পোষণ করেন। এতে রাসূল মনে কষ্ট পান। অতঃপর খায়বার থেকে দূরবর্তী মনযিল 'ছাহবা'-এ পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাত্রা বিরতি করেন। তখন আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর মাতা উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান[১০৯] ছাফিয়াকে চুল আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে সাজিয়ে, সুগন্ধি মাখিয়ে রাসূলের জন্য প্রস্তুত করেন। অন্য বর্ণনায় আছে, উম্মু সিনান আল-আসলামিয়া ছাফিয়াকে সাজিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে দেন।[১১০]

উম্মু সুলাইম বলেন, তাঁবু বা সামিয়ানার অভাবে আমরা দু'টি আবা (পোষাক বিশেষ) বা দু'টি কাপড় গাছের সাথে টাঙিয়ে পর্দা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফিয়ার নিকটবর্তী হ'লে তিনি এগিয়ে আসেন। এরূপ করতে তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল। রাসূল সেখানে বাসর যাপন করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, প্রথম মনযিলে আমি বাসর যাপনের ইচ্ছা করলে, তুমি অমত করলে কেন? ছাফিয়া বললেন, আমি আপনার জন্য ইহুদীদের অনিষ্টের আশংকা করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফিয়া (রাঃ)-এর সাথে কথা-বার্তা বলে সারা রাত্রি নির্ঘুম অতিবাহিত করেন। প্রত্যুষে উম্মু সুলাইম জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলকে কেমন দেখলে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে পেয়ে খুশি হয়েছেন। সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর, পনির ও ঘি দ্বারা বিশেষভাবে তৈরী 'হীস' নামক এক প্রকার খাদ্য দ্বারা ওয়ালীমা করেন।[১১১] হাকিমের বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুটি ও গোশত দ্বারা ছাফিয়ার বিবাহোত্তর ওয়ালীমা করেন।[১১২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় 'আল-আযবা' নামক উটনীর পিছনে ছাফিয়া (রাঃ)-কে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে উটনী হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে নবী করীম (ছাঃ) ও ছাফিয়া (রাঃ) দু'জনেই পড়ে যান। কিন্তু তাঁরা কোন আঘাত পাননি। আল্লাহ তাদের নিরাপদে রাখেন। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) ও ছাফিয়া (রাঃ) হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় চিৎকার করে ওঠেন। তখন আবু তালহা স্বীয় সওয়ারী থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং রাসূলের নিকটে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কোন ক্ষতি হয়নি তো? তিনি বললেন, না, তুমি মহিলার প্রতি খেয়াল কর। তখন আবু তালহা স্বীয় চোখের সামনে কাপড় টানিয়ে দিয়ে ছাফিয়ার দিকে একটি কাপড় ছুড়ে দিলেন। তিনি তা ধরে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি সওয়ারীতে উঠলেন এবং নবী করীম (ছাঃ)ও আরোহন করলেন।[১১৩] অতঃপর খায়বার থেকে ১৬ মাইল দূরে 'কুছাইবাহ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাত্রা বিরতি করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছাফিয়া (রাঃ)-এর সাথে বাসর যাপন করেন, সে সময় তার বয়স হয়েছিল ১৭ বছর।[১১৪]

রাসূলকে পাহারা দানঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছাফিয়া (রাঃ)-এর তাঁবুতে প্রবেশ করেন তখন আবু আইয়ুব (রাঃ) তাঁবুর সামনে খোলা তরবারি নিয়ে রাসূলের নিরাপত্তার জন্য সারা রাত্রি জেগে পাহারা দিতে থাকেন। সকালে রাসূল তাকে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

---

১০৭. মুসলিম, হা/১৩৬৫ (৮৪); বুখারী, 'মাগাযী' অধ্যায়, 'খায়বার যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ।

১০৮. বুখারী, 'মাগাযী' অধ্যায়, 'খায়বার যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'দাসী মুক্তিই মহর' অনুচ্ছেদ ও 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হা/১৩৬৫ (৮৫), 'বিবাহ' অধ্যায়; আবু দাউদ, হা/২০৫৪; তিরমিযী, হা/১১১৫; নাসাঈ, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩২।

১০৯. উম্মু সুলাইমের আসল নাম 'সাহলাহ'। যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুধ সম্পর্কের খালা ছিলেন। দ্রঃ সাইয়েদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ জরদানী, ফাতহুল আল্লাম বিশারহি মুরশিদিল আনাম, ১ম খণ্ড (কায়রো: দারুস সালাম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯০/১৪১০ হিঃ), পৃঃ ২৩৯।

১১০. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬।

১১১. আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৬-২৭; আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬-৯৭; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, পৃঃ ১৯৭।

১১২. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩০।

১১৩. বুখারী, মুসলিম হা/১৩৬৫ (৮৭); সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৩।

১১৪. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬-৯৭।

ছাফিয়া (রাঃ) একজন অল্প বয়সী তরুণী, যার পিতা, ভাই ও স্বামী আপনার সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তাই তাকে আপনার জন্য নিরাপদ মনে করিনি। তখন রাসূল হাসলেন এবং তার জন্য দো'আ করলেন।[১১৫]

ছাফিয়া (রাঃ)-এর স্বপ্ন : ছাফিয়া (রাঃ) একদা স্বপ্নে দেখেন যে, চন্দ্র ছুটে এসে তাঁর ক্রোড়ে পতিত হয়েছে। এ স্বপ্নের কথা তার মায়ের নিকটে প্রকাশ করলে সে সজোরে ছাফিয়ার মুখে চপেটাঘাত করে এবং বলে, তুই কি এ আশা করিস যে, আরবের বাদশার রাণী হবি?[১১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, বাসর রাতে রাসূলুল্লাহ ছাফিয়ার চোখের পার্শ্বে সবুজ দাগ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের দাগ? তখন তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, ইয়াছরিবের দিক থেকে চন্দ্র ছুটে এসে আমার ক্রোড়ে পতিত হয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে, সূর্য পতিত হয়েছে। আমি এই স্বপ্নের কথা আমার স্বামী কিনানার নিকট ব্যক্ত করলাম। তখন সে বলল, মদীনা থেকে আগত ঐ বাদশার অধীনস্ত তুমি হও এটা কি তুমি ভালবাস? একথা বলে সে সজোরে আমার মুখে চপেটাঘাত করে।[১১৭]

রাসূলের সাথে বিবাহের আকাঙ্খা : খায়বার যুদ্ধ বিজয়ের পর ছাফিয়া (রাঃ) বন্দী হয়ে আসলে এক সময় তাকে রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, আমার ব্যাপারে তোমার কোন আগ্রহ আছে কি? তিনি উত্তরে বললেন, শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার সময় আমি এই আশা পোষণ করতাম। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আল্লাহ আমাকে আপনার সাহচর্য লাভের যে সুযোগ দিয়েছেন, সে সুযোগ আমি কিভাবে হারাতে পারি?[১১৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ছাফিয়া (রাঃ) যখন রাসূলের নিকট আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা ইহুদী ছিলেন, যে আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। অবশেষে আল্লাহ তাকে নিহত করলেন। তখন ছাফিয়া বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـــرَى 'একজনের (পাপের) বোঝা অন্যের উপর চাপানো হবে না' *(আন'আম ১৬৪; ইসরা ১৫; ফাতির ১৮; যুমার ৭; নাজম ৩৮)*। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যা পসন্দ কর, বেছে নেও। যদি তুমি ইসলামকে পসন্দ কর, তাহ'লে আমি তোমাকে আমার জন্য রেখে দিব। আর যদি তুমি ইহুদী ধর্মমতকে পসন্দ কর, তাহ'লে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব, যাতে তুমি তোমার কওমের সাথে মিলিত হ'তে পার। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ইসলামকে ভালবেসেছি, আপনি আমাকে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বেই আমি আপনাকে সত্য বলে স্বীকার করেছি, এমনকি আমি আপনার সওয়ারীতে চড়েছি। ইহুদী ধর্মের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ বা অনুরাগ নেই। আর সেখানে আমার পিতা, ভাই, কেউ নেই। আপনি কুফরী বা ইসলাম যেকোনটি গ্রহণের এখতিয়ার দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই আমার নিকট অধিক প্রিয় স্বাধীন হওয়ার চেয়ে এবং আমার কওমের নিকট ফিরে যাওয়ার চেয়ে। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের জন্য রেখে দিলেন।[১১৯]

ছাফিয়াকে বিবাহের কারণ : বিভিন্ন কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফিয়াকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

(১) আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিহত এবং নিজেও স্বীয় ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ায় ছাফিয়া শোক বিহ্বল ছিলেন। তার শোকাহত হৃদয়কে শান্ত করা ও তাকে দ্বীন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহ করেন।

(২) এ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বনু নাযীর ও বনু কুরায়যার বিরোধিতা ও শত্রুতা হ্রাসকরণ এবং প্রশমনের অভিপ্রায়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফিয়াকে বিবাহ করেন। যা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়েছিল।[১২০]

(৩) সরদার দুহিতা ছাফিয়ার যথাযথ সম্মান বজায় রাখা এবং এই নযীরবিহীন ইহসানের প্রতি লক্ষ্য করে ইহুদী সম্প্রদায় যাতে আল্লাহদ্রোহিতা থেকে ফিরে এসে ইসলাম কবুল করতে অনুপ্রাণিত হয়, এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফিয়াকে বিবাহ করেন।[১২১]

ছাফিয়া (রাঃ)-এর রূপ ও সৌন্দর্য : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ছাহবা'-এ তিন দিন অবস্থান করার পর মদীনায় ফিরে আসেন।[১২২] মদীনায় পৌঁছে তিনি নব বিবাহিতা স্ত্রী ছাফিয়াকে নিয়ে হারিছ বিন নু'মানের বাড়ীতে ওঠেন। রাসূলের প্রিয় এ ছাহাবী ছিলেন বিত্তশালী এবং রাসূলের প্রয়োজনের প্রতি অত্যন্ত সজাগ। নবী করীম (ছাঃ)-এর সহযোগিতায় তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বাড়ীতে উঠলে ছাফিয়া (রাঃ)-এর রূপের কথা শুনে আনছার মহিলাদের সাথে উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতু

---

১১৫. *আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩০; তারাজিমু সায়্যেদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩৬৯।*

১১৬. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৬।*

১১৭. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৬; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, পৃঃ ১৯৮; তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩৬৮।*

১১৮. *ফাতহুল আল্লাম বিশারহি মুরশিদিল আনাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৯।*

১১৯. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩৬৬।*

১২০. *ছালাহুদ্দীন মাকবুল আহমাদ, আল-মারআতু বায়না হিদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ই'লাম (কুয়েত: দারুল ইলাফ আদ-দাওলিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭/১৪১৮ হিঃ), পৃঃ ২৬৯।*

১২১. *মাহমূদ শাকির, আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১১হিঃ/১৯৯১), পৃঃ ৩৬১।*

১২২. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, পৃঃ ১৯৮।*

জাহাশ, হাফছা, জুওয়াইরিয়া ও আয়েশা (রাঃ) হারিছের বাড়ীতে আসেন। আয়েশা (রাঃ) ছিলেন মুখে নেকাব পরিহিতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে চিনে ফেলেন। চলে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশার পিছনে পিছেনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! কেমন দেখলে? তিনি বললেন, সে তো ইহুদী নারী। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ওকথা বল না। সে ইসলাম কবুল করেছে এবং উত্তম মুসলিম হয়েছে।[১২৩] অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশার নিকট গিয়ে তার কাপড় টেনে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, كيف رأيت يا شقيراء 'কেমন দেখলে হে শাকীরা (আয়েশা)! তিনি বললেন, আমি দেখলাম, সে একজন ইহুদী মহিলা।[১২৪]

ছাফিয়া (রাঃ) যে অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন তা উম্মু সিনান আল-আসলামিয়া (রাঃ)-এর উক্তিতে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, وكانت من أضواء ما يكون من النساء 'তিনি ছিলেন সৌম্যকান্তি, যা মহিলাদের মধ্যে বিরল'।[১২৫] আব্দুল্লাহ জরদানী বলেন, وكانت جميلة رضى الله تعالى عنها 'তিনি ছিলেন সুন্দরী'।[১২৬]

স্বভাব-চরিত্র : তিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত চরিত্র ও উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী। তিনি অতি নম্র স্বভাবের ও ধৈর্যশীলা মহিলা ছিলেন। ইবনু আব্দুল বার্র বলেন, كانت صفية حليمة عاقلة فاضلة 'ছাফিয়া (রাঃ) ছিলেন ধৈর্যশীলা, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী'।[১২৭] হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, وكانت شريفة عاقلة ذا حسب وجمال ودين رضى الله عنها 'তিনি ছিলেন ভদ্র, বুদ্ধিমতী, উঁচু বংশীয়া, রূপবতী ও দ্বীনদার মহিলা'।[১২৮]

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরও ইহুদী হওয়ার ভর্ৎসনা বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাঁর জন্য অতি পীড়াদায়ক ও বড় অন্তর জ্বালার ব্যাপার ছিল। তথাপি এসব বিদ্রূপও তিনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সহ্য করতেন। তিনি কাউকে কখনও কোন কটু কথা বলেননি এবং কারো তিরস্কারের কঠিন জবাব দেননি। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা ছাফিয়া (রাঃ)-এর নিকটে এ খবর পৌঁছল যে, হাফছা বিনতু ওমর তাকে ইহুদী বলে। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। এমতাবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) তার নিকটে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছ কেন? তিনি বললেন, হাফছা আমাকে ইহুদীর মেয়ে বলে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তুমি নবীর কন্যা, তোমার চাচা নবী এবং তুমিও নবীর অধীনে আছ। সুতরাং তোমার উপর কে গর্ব করতে পারে? অতঃপর তিনি হাফছাকে বললেন, হে হাফছা! আল্লাহকে ভয় কর'।[১২৯]

দানশীলতা : তিনি ছিলেন অল্পে তুষ্ট ও দানশীলা মহিলা। তিনি রাসূলের সাথে মদীনায় আগমন করলে ফাতিমাতুয যাহরা তাকে দেখতে আসলেন। তখন তিনি নিজের কানের মূল্যবান ঝুমকা বা দুল খুলে ফাতিমাকে দিলেন এবং তাঁর সাথে আগত অন্যান্য মহিলাকেও কোন না কোন গহনা প্রদান করলেন।[১৩০] ছাফিয়া (রাঃ) স্বীয় ব্যক্তিগত গৃহখানা জীবদ্দশায়ই ছাদাক্বা করে দেন।[১৩১] তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে জমি ও আসবাবপত্রের মূল্য বাবদ একলক্ষ দিরহাম পেয়েছিলেন। এর এক-তৃতীয়াংশ স্বীয় ভাগ্নার জন্য অছিয়ত করে যান। যার পরিমাণ ছিল ৩০ হাযার দেরহাম।[১৩২] এ ব্যক্তি ছাফিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর ইসলাম কবুল করেন।[১৩৩] অপর এক বর্ণনায় আছে যে, লোকেরা ছাফিয়া (রাঃ)-এর ভাগ্নাকে অর্থ প্রদানে গড়িমসি করে। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ছাফিয়ার অছিয়ত পূর্ণ কর। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী অছিয়ত পূরণ করা হয়।[১৩৪]

রাসূলের প্রতি ভালবাসা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ছাফিয়া (রাঃ)-এর ছিল সীমাহীন ভালবাসা, অকৃত্রিম প্রেম, অশেষ মুহাব্বাত। এটা রাসূলের সাক্ষ্যদানে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) অন্তিম শয্যায় শায়িত, মৃত্যু যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছেন। তাঁর চতুর্দিকে এসে সমবেত হয়েছেন তাঁর সহধর্মিনীগণ। তখন রাসূলের অস্থিরতা দেখে ছাফিয়া (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার এ যন্ত্রণা যদি আমার হ'ত! একথা শুনে রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁর দিকে তাকালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যান্য স্ত্রীদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমরা কি

১২৩. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৭; আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৬-৩৭।*
১২৪. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৭।*
১২৫. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৬।*
১২৬. *ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৮।*
১২৭. *আবু ওমর ইউসুফ ইবনু আব্দুল বার্র, আল-ইস্তি'আব ফী মা'রিফাতিল আছহাব (কায়রো: দারুন নাহযাতিল মিছরিয়া, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭২।*
১২৮. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৬-৩৭।*
১২৯. *তিরমিযী, হা/৩৮৯৪, সনদ ছহীহ।*
১৩০. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৭।*
১৩১. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০২।*
১৩২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮।*
১৩৩. *আত-তাবক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০১।*
১৩৪. *ঐ, পৃঃ ১০২।*

অনর্থক ভাবলে? তারা বললেন, কোন জিনিসকে, হে আল্লাহ্র নবী! তিনি বললেন, যে বিষয়ে তোমরা তোমাদের সাথীর প্রতি কটাক্ষের দৃষ্টিতে তাকালে? আল্লাহ্র কসম! সে সত্যই বলেছে'।[১৩৫] অর্থাৎ এটা নিছক কথার কথা নয়, প্রদর্শনী মূলকও নয়। সে অন্তর থেকেই একথা বলেছে।

রাসূলের ভালবাসার পাত্রী : ছাফিয়া (রাঃ) যেমন রাসূলকে ভালবাসতেন, তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও ছাফিয়াকে মুহাব্বাত করতেন। ছাফিয়ার সঙ্গ পসন্দ করতেন এবং তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় পত্নীগণ সহ হজ্জে গমনকালে ছাফিয়ার উট (দুর্বল হয়ে) বসে পড়লে তিনি কেঁদে ফেললেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এসে নিজ হাতে তার অশ্রু মুছিয়ে দেন ও কাঁদতে নিষেধ করেন। তিনি লোকদের নিয়ে যাত্রা বিরতি করেন। অতঃপর 'রাওয়াহ' নামক স্থানের নিকটবর্তী হয়ে যয়নাব বিনতু জাহাশকে বললেন, তোমার বোনকে একটি উট দাও। তার কাছে সবার চেয়ে বেশি বাহন ছিল। যয়নাব বললেন, আমি এই ইহুদীকে উট দিব? এতে রাসূলুল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হ'লেন। মদীনায় ফিরে আসা অবধি তার সাথে কথা বলেননি। দু'তিন মাস (যুলহিজ্জাহ থেকে মুহাররম বা ছফর পর্যন্ত) তার নিকটে যাননি। যয়নাব বলেন, রাসূলের উষ্মা আমাকে প্রায় নিরাশ করে ফেলেছিল। রবী'উল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ যয়নাবের নিকটে গেলে রাসূলকে দেখে যয়নাব এগিয়ে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরূপ আমি কখনও বলব না। যয়নাবের একটি দাসী ছিল, সেটা তিনি রাসূলকে দান করেন। নবী করীম (ছাঃ) যয়নাবের ঊর্ধ্বে ওঠানো খাট নিজ হাতে নামিয়ে তাতে বসলেন এবং যয়নাবের প্রতি সন্তুষ্ট হ'লেন।[১৩৬]

সত্যবাদিনী ও স্পষ্টভাষিণী : ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ছাফিয়া (রাঃ)-এর জনৈক দাসী খলীফার নিকট অভিযোগ করল যে, উম্মুল মুমিনীন ছাফিয়ার নিকট থেকে এখনও ইহুদীবাদের গন্ধ আসে। কেননা তিনি শনিবারকে উত্তম জ্ঞান করেন এবং ইহুদীদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রাখেন। ওমর (রাঃ) একথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নিজেই ছাফিয়া (রাঃ)-এর গৃহে গমন করেন। তিনি আগমনের কারণ বর্ণনা করলে ছাফিয়া (রাঃ) বললেন, যখন থেকে আল্লাহ আমাকে শনিবারের পরিবর্তে শুক্রবার দিয়েছেন, তখন থেকেই শনিবারের প্রতি ভালবাসার প্রয়োজন থাকেনি। আর ইহুদীদের মাঝে আমার আত্মীয়-স্বজন থাকার কারণে তাদের সাথে আমার কেবল আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতে হয়। তাঁর সত্যবাদিতা ও সুস্পষ্ট বক্তব্যে খলীফা খুশি হয়ে ফিরে এলেন। এরপর উম্মুল মুমিনীন দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার বিরুদ্ধে খলীফার কাছে অভিযোগ করতে কোন জিনিস তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে বলল, শয়তান আমাকে প্ররোচনা দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, যাও, তোমাকে আযাদ করে দিলাম।[১৩৭]

ছাফিয়া (রাঃ) স্বীয় পিতা হুয়াই বিন আখত্বাব সম্পর্কে বলেন, আমি আমার বাপ-চাচাদের নিকটে তাদের সকল সন্তানের মধ্যে অধিক প্রিয় ছিলাম এবং সকলের আগেই আমাকে কোলে তুলে নিয়ে তারা আদর করতেন। যেদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম ইয়াছরিবে আগমন করেন ও কুবায় বনু আমর বিন আওফের গোত্রে অবতরণ করেন, সেদিন অতি প্রত্যুষে আমার পিতা ও চাচা রাসূলের দরবারে উপস্থিত হন। অতঃপর সন্ধ্যার দিকে তারা ক্লান্ত ও অবসন্নচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। আমি ছুটে তাদের কাছে গেলাম। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! তারা এত চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে, আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। এ সময় আমি আমার চাচাকে বলতে শুনলাম, তিনি আমার আব্বাকে বলছেন, أهو هو؟ 'ইনিই কি তিনি? আব্বা বললেন, نعم والله 'আল্লাহ্র কসম! ইনিই তিনি'। চাচা বললেন, فما فى نفسك منه 'এখন তাঁর সম্পর্কে আপনার চিন্তা কী'? আব্বা বললেন, عداوته والله ما بقيت 'তার শত্রুতা, আল্লাহ্র কসম! যতদিন আমি বেঁচে থাকব'।[১৩৮]

সহানুভূতি ও কর্তব্য সচেতনতা : ছাফিয়া (রাঃ) অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতিও সচেতন ছিলেন। ৩৫ হিজরীতে ওছমান (রাঃ) বিদ্রোহীদের দ্বারা নিজ গৃহে বন্দী হয়ে পড়লে বাইরের সকল যোগাযোগ তাঁর সাথে বন্ধ হয়ে যায়। ছাফিয়া (রাঃ) একজন খাদেমকে নিয়ে খচ্চরে আরোহণ করে তাঁর গৃহাভিমুখে রওয়ানা হন। আশতার নাখঈ দেখতে পেয়ে তাঁকে ফিরাতে খচ্চরের মুখে আঘাত করে। তখন ছাফিয় (রাঃ) বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও, এখানে আমাকে অপদস্ত কর না। তিনি ফিরে আসেন। তারপর তিনি স্বীয় বাড়ী থেকে ওছমান (রাঃ)-এর বাড়ীতে হাসান (রাঃ)-এর মাধ্যমে খাদ্য পানীয় পৌঁছে দেন।[১৩৯]

ইলমী খিদমত : ছাফিয়া (রাঃ) অন্যান্য উম্মুল মুমিনীনের ন্যায় ইসলামী জ্ঞানের কেন্দ্রভূমি ছিলেন। লোকেরা তাঁর

১৩৫. *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০১; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৫; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৭।*

১৩৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৩-৩৪; মুসনাদে আহমাদ ৬/৩৩৭-৩৮; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৬; আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০০।*

১৩৭. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩২-৩৩।*

১৩৮. *তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াতে, পৃঃ ৩৬৮-৬৯।*

১৩৯. *ঐ, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৭; তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০১।*

কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে সন্তোষজনক জবাব পেত। হাদীছ, ফিকহ সহ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল। ইবনুল আছীর বলেন, كانت عاقلة من عقلاء النساء 'বুদ্ধিমতী-জ্ঞানী মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অতিশয় জ্ঞানী'।[১৪০] আবু ওমর বলেন, كانت صفية عاقلة فاضلة 'ছাফিয়া ছিলেন জ্ঞানী গুণবতী মহিলা'।[১৪১] শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, كانت صفية ذات حلم ووقار 'ছাফিয়া ছিলেন বুদ্ধিমতী ও মর্যাদাশীলা'।[১৪২] মূলতঃ তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাহচর্যে থাকায় হাদীছ সহ ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। মুহায়রা বিনতু হায়কাল নাম্নী এক মহিলা হজ্জ সমাপন করে ছাফিয়া (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে মদীনায় আসেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করে দেখেন কূফার বহু মহিলা বসে আছেন এবং ছাফিয়া (রাঃ)-কে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করছেন। আর তিনি বিচক্ষণতার সাথে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তিনি মহিলাদের মাধ্যমে নাবীয (খেজুর ভিজানো শরবত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা হারাম করেছেন।[১৪৩]

তাঁর থেকে মোট ১০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[১৪৪] তবে আমাদের পরিসংখ্যানে তাঁর বর্ণিত হাদীছগুলোর মধ্যে পুনরুল্লেখ সহ বুখারীতে ৭টি, মুসলিমে ১টি, তিরমিযীতে ৩টি, সুনান আবু দাঊদে ৪টি এবং ইবনু মাজাহতে ২টি হাদীছ সংকলিত হয়েছে। তিনি মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে তাঁর ভাই, তাঁর গোলাম কিনানা, আলী ইবনু হুসাইন ইবনে আলী, যয়নুল আবেদীন ইবনু আলী ইবনে হাসান, ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে হারিছ, মুসলিম ইবনু ছাফওয়ান, ইয়াযীদ ইবনু মু'আত্তাব প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন।[১৪৫]

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বার থেকে প্রাপ্ত ফসল হ'তে ছাফিয়াকে ৮০ ওয়াসাক খেজুর এবং ২০ ওয়াসাক যব বা গম দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি তাঁর পিতৃ-মাতৃ সূত্রে প্রাপ্ত জমি ও আসবাবপত্রের মূল্য বাবদ এক লক্ষ দেরহাম পেয়েছিলেন।[১৪৬]

ইন্তিকাল : ওয়াকেদী বলেন, ছাফিয়া (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে ৫০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ইবনু হিব্বান ও ইবনু মান্দা বলেন, তিনি ৩৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ বলেন, তিনি ৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কারো মতে, তিনি ৫০ হিজরীর রামাযান মাসে ৬০ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[১৪৭] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, মু'আবিয়ার শাসনামলে তিনি ইন্তিকাল করেছেন বলে ইবনু হিব্বান যা উল্লেখ করেছেন, তা সঠিক নয়। কেননা আলী ইবনু হাসান ছাফিয়া (ছাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, এটা ছহীহাইনে রয়েছে। আর অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, আলী ইবনু হাসান ৩৬ হিজরীর পরে জন্মগ্রহণ করেছেন।[১৪৮] সুতরাং ছাফিয়া (রাঃ) ৫০ বা ৫২ হিজরীতে ইন্তিকল করেছেন। এটাই বিশুদ্ধ মত। আমর ইবনুল আছ মতান্তরে মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর জানাযা ছালাত পড়ান। মদীনার বাকীউল গারক্বাদ নামক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৪৯]

পরিশেষে বলব, বিদুষী ছাহাবিয়া, পতীপরায়না ও রাসূলের একান্ত অনুগতা ছাফিয়া (রাঃ)-এর ঘটনাবহুল জীবনী থেকে আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। তাঁর জীবনী থেকে ইবরাত হাছিল করে জীবন রাঙাতে পারলে সকলের জীবন, সংসার ও সমাজ হবে সুন্দর ও সুখময়। আল্লাহ আমাদেরকে উম্মুল মুমিনীন ছাফিয়া (রাঃ)-এর জবীনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

১৪০. আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল আছীর, উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবা ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহইয়া আত-তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), পৃঃ ৪৯০।

১৪১. আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৭।

১৪২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৫।

১৪৩. মুসনাদ আহমাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৭০।

১৪৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮।

১৪৫. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪/১৪১৫হিঃ), পৃঃ ৩৮০; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৭।

১৪৬. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০১-১০২।

১৪৭. আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১২৭।

১৪৮. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড পৃঃ ৩৮০।

১৪৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮।

কবিতা

নাম সর্বস্ব

-মুহাম্মাদ আবূ সাঈদ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মুসলিম নামের সাইনবোর্ড নিলেই
হয় না মুসলমান,
মুনাফেকও করে মুসলিম দাবী
না মেনে হাদীছ-কুরআন।
ইহুদী-খৃষ্টান মুশরিক বেদ্বীন
বন্ধু যাদের হয়,
লেবাসে ছুরাতে মুসলিম হ'লেও
তারা মুসলিম কভু নয়।
অবজ্ঞা করে কুরআনের বাণী
আল্লাহ্র বন্ধুত্ব ভুলে,
তারা ইসলামের শত্রুকে বন্ধু করে
নেয় জাহান্নামের দ্বার খুলে
পোশাকে ছুরাতে সাধারণ মুসলিম
হ'তে পারেন প্রতারিত,
ভেবো না আল্লাহ প্রতারিত হবেন
তোমাদের ধারণা মত।
ওরে নাদান, তোর বাহ্যিক ছুরত
নয় তো পরম পাওয়া,
আল্লাহ দেখবেন আক্বীদা-ঈমান
আর তোর তাক্বওয়া।

***

জীবনটা কি?

-মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

জীবনটা কি? রূপটি কি তার? প্রশ্ন জাগে মনে,
প্রশ্ন জাগে জানতে সে তো শুধাই কাহার সনে?
জান আছে যার সেই জানোয়ার কোনখানে জান থাকে?
কার আদেশে কোন খানেতে যায় চলে কোন ফাঁকে?
থাকতে জীবন শক্তি বহুত বিশ্ব কম্পমান,
যেই চলে যায় আর নাহি রয় সব যে অবসান।
যার আদেশে চলতো সবাই এমন শক্তিধর,
থাকতে নাহি জীবন তাহার সব জনা হয় পর।
বলতে আপন কেউ বা তখন রইবে না আর পাশে,
শীঘ্র তারে দেয় কবরে ভয় তখন হয় লাশে।
আমার তনুর কি হ'ল কম? কোন সে জিনিষ নাই?
কোন পদার্থের ঘটলে অভাব মরণ আমার হয়?
যখন ছিলাম, বিশ্বে কি দাম সবটা এখন শেষ,
ধনী, গুণী, ছিলাম ধরায় এখন ফকির বেশ।
গর্ব, দর্প খর্ব সবি কিছুই না যায় সাথে,
জান উড়িলে সন্ধ্যাকালে আর রাখে না রাতে।
এই তো আমার জীবন যৌবন ভোর না হ'তে ইতি
পূবগগনে উঠতে সূরুজ ঘনিয়ে আসে রাতি।
হারিয়ে ফেলি ডিগ্রি আমার প্রভাব খ্যাতিমান,
দিনের বেলায় শক্তি বহুত রাতেই অবসান।
যৌবনেতে এই ধরাটা দেখি শরার মতো,
সাগর বেলায় আছড়ে পড়া ঢেউ যে অবিরত।
বিকাল হ'লে আর থাকে না শক্তি, গর্ব, বল,
অংক মোটে আর মেলে না শূন্য যে যোগফল।
প্রাণটি আমার রূপটি কি তার? বলতে পারো কেহ?
রূপটি তাহার নাই কিছু আর আল্লাহ্র আদেশ রূহ।
আদেশ আল্লাহ্র শেষ হ'লে পর যায় সে আপন ঘরে,
আদেশ ঠেলে থাকতে চাইলে কেউকি সেটা পারে?

***

মুনাজাত

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

পানা চাই পরোয়ার তোমার কাছে
দুষ্ট ইনসান আর জ্বীন যত আছে।
ওদের কবল হ'তে একটু রেহাই
তোমার সকাশে প্রভু এই কামনাই।
পরের গীবতে সদা তৃপ্ত রাখে মন
মিথ্যে বেসাতি দিয়ে কাটায় জীবন।
লেবাসের গুণে সাজে সাচ্চা মানুষ
আড়ালে লুকিয়ে রাখে রঙিন ফানুস।
জোত নাই তবু দাবী জাতে জমিদার
আকারে মানুষ বটে আদি জানোয়ার।
এই সব হ'তে দূরে রাখিও আমার
জোড় হাতে পানা চাই পাক পরোয়ার।
সুযোগের সন্ধানি জানি তাও জানি
ঝোপ বুঝে কোপ হানে খবীছ দোকানি।
খান্নাছি কুৎসিৎ হৃদয় খানি
রাখা দায় সে জাগায় পাদুকা খানি।
ক্রিমিনালি কীট ভরা মাথার ভিতর
লোকে জানে ওরা কত জঘন্য ইতর।
খাতামাল্লাহু আলা ক্বুলুবিহিম
দেখাও সুপথ ওদের হে মহা-মহীম।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (হাদীছ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। বুখারী ও মুসলিম। ২। ১০৫৪টি।
৩। ৮৩২টি। ৪। ৩৯০টি।
৫। ৮৭৬টি।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। ডিম ২। তারা/চাঁদ
৩। ঘোড়ার ডিম ৪। হাতের পাঁচ আঙ্গুল
৫। ফুটবল খেলা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শিক্ষা বিষয়ক)

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভি.সি কে?
২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ও উপমহাদেশের প্রথম ভি.সি কে?
৩। বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত যেলা কোনটি?
৪। দেশে বর্তমান নিরক্ষরমুক্ত যেলা কয়টি?
৫। বাংলাদেশে সর্বশেষ ঘোষিত নিরক্ষরমুক্ত যেলা কোনটি?
৬। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাযীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় স্থানান্তর করা হয় কত সালে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
সহ-পরিচালক, সোনামণি, সিরাজগঞ্জ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। পাতা আছে গাছ নেই, ভাষা আছে কথা নেই।
২। দুই মাথা সদা চলে, পিঠ দিয়ে পানি ঠেলে।
৩। অজগর নইকো আমি এঁকে বেকে চলি,
পথে পথে পানি খাই, উগরে আবার ফেলি।
৪। তিন অক্ষরের নাম তার তাতে রাখি জল
শেষের অক্ষর বাদ দিলেও তাতে মেলে জল।
৫। তিন অক্ষরের নাম তার লেখে কত গল্প
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে হয়ে যায় অল্প।

সংগ্রহে : গোলাম কিবরিয়া
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনালী খেলাফত

ছাবিলা ইয়াসমীন (মিতা)
সেকেন্দ্রা, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।

আবু বকর, ওমর, ওছমান, আলী নাইরে
সোনালী সেই দিনগুলো কোথায় ফিরে পাইরে।
রাতে যারা ছদ্মবেশে দেখতেন ঘুরে ঘুরে
প্রজা তাঁহার কেমন আছে, আছে কি অনাহারে?
সেই খেলাফত আজ আর নাইরে
সোনালী সেই দিনগুলো কোথায় গেলে পাইরে।
খেজুর পাতার পাটি ছিল তাদের আসন
অহি-র আইন দিয়ে তাঁরা করতো দেশ শাসন।
খোলাফায়ে রাশেদুন এখন আর নাইরে
তাঁদের সে শাসন কোথায় গেলে পাইরে।
তাঁদের ভরসা ছিল আল্লাহ্র প্রতি
ছিল না অর্থের লোভ দলীয় রাজনীতি।
আবু বকর, ওমর, ওছমান, আলী নাইরে
সোনালী সে খেলাফত কোথায় গেলে পাইরে
***

শিশুশ্রম

-আবু রায়হান
সোনাবড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে
শিশুরা করছে কত কষ্ট
অকালে জীবনটা
তাদের হচ্ছে যে আজ নষ্ট।
অভাবের তাড়নায় তারা
কত কষ্ট করে
দু'মুঠো ভাতের তরে
ঘোরে দ্বারে দ্বারে।
বিদ্যা শিখে যারা হবে
আদর্শ নাগরিক
স্কুল ছেড়ে তারা আজ
কারখানার শ্রমিক।
ফুলের মত শিশুরা
করছে কত কাজ
তাদের রক্ষা করতে
কিছু করছে না সমাজ।
দেশের স্বার্থে শিশুশ্রম
বন্ধ করা চাই
সবাই মিলে শিশুদেরকে
স্কুলে পাঠাই।
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

মহাদেবপুরে ক্ষুদ্রঋণের জালে বন্দি ৭৫ হাযার পরিবার

নওগাঁর মহাদেবপুরে গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশাসহ বিভিন্ন এনজিওর ক্ষুদ্রঋণের বেড়াজালে বন্দি হয়ে পড়েছে প্রায় ৭৫ হাযার পরিবার। এনজিও থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে এসব পরিবারে স্বচ্ছলতা তো ফিরেইনি; বরং সূদসহ কিস্তি পরিশোধ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে অনেকেই। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে এনজিও কর্মীদের নির্যাতনে গত ৩ বছরে এখানে আত্মহত্যা করেছে ৩ গৃহবধূ ও ১ রিকশাচালক সহ ৪ জন। বসতভিটা থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে গেছে অনেকেই। এক এনজিও থেকে নেয়া ঋণের টাকা পরিশোধ করতে একই ব্যক্তি অন্য আরো এনজিও থেকেও ঋণ নিচ্ছে। এভাবেই তারা দিনের পর দিন জড়িয়ে পড়ছে দুর্ভেদ্য ঋণের জালে। গ্রামাঞ্চলের হাযার হাযার সহজ-সরল পরিবারকে স্বচ্ছল করার মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে ঋণ দিয়ে সূদের টাকায় এনজিও মালিকরা কোটিপতি হ'লেও ভাগ্য ফেরেনি ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের।

দেশে প্রতি ৩ দিনে একটি এসিড সহিংসতার ঘটনা ঘটছে

দেশে প্রতি ৩ দিনে একটি এসিড সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচারকাজ ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করার বিধান থাকলেও আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে বেশিরভাগ অপরাধী। গত ২৬ ফেব্রুয়ারী রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে সরকারী সেবাদানকারী সংস্থার সঙ্গে এসিড সারভাইভারসদের জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসিড সহিংসতার সার্বিক পরিস্থিতি বর্ণনায় এসব তথ্য দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এসিডদগ্ধদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যা বেশী। প্রায় ৯৬ শতাংশ সহিংসতা ঘটে গ্রামাঞ্চলে। যার ফলে এসিডদগ্ধদের সময়মতো চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া গ্রামের দরিদ্র মানুষের পক্ষে উন্নত সেবার জন্য শহরে যাওয়াও সম্ভব হয় না। এতে আক্রান্তকে আজীবনের জন্য বরণ করে নিত হয় বিকৃত চেহারা কিংবা বিকলাঙ্গতা।

বিশ্বের দ্বিতীয় বাজে নগরী ঢাকা

বিশ্বে বসবাসের সবচেয়ে অনুপযোগী নগরীর সূচকে এবারও বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। লন্ডনভিত্তিক সাপ্তাহিক ইকনোমিস্টের 'দ্য ইকনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) ২০১১ সালের রিপোর্টে বিশ্বের ১৪০টি নগরীর মধ্যে বসবাসের উপযোগিতা নিয়ে তাদের গবেষণার ফল প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, বসবাসের উপযোগী শহর হিসাবে তারা কানাডার ভ্যাঙ্কুভার নগরীকেই দ্বিতীয় বারের মতো শীর্ষে রেখেছে। আর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এবারও ১০৯তম স্থান দখল করেছে। এ বছর বিশ্বের বসবাস উপযোগী শহরের মধ্যে সবচেয়ে পেছনে রয়েছে আফ্রিকান দেশ জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারে।

দেশে কোটিপতির সংখ্যা ২৩ হাযার

দেশে কোটিপতির সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। প্রকট আয়বৈষম্যের কারণে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতার ৪০ বছরে ২২ কোটিপতি পরিবার বেড়ে ২৩ হাযারে দাঁড়িয়েছে বলে জানা গেছে।

বাজারের ৭০ শতাংশ ওষুধের মান অজানা

প্রতিবছর ১২ হাযারের মতো ওষুধ বাজারে আসছে। কিন্তু মান জানার জন্য ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর বছরে সাড়ে তিন হাযার ওষুধের নমুনা পরীক্ষা করতে পারে। বাকী সাড়ে আট হাযার অর্থাৎ ৭০ শতাংশ ওষুধের মান সম্পর্কে প্রশাসনের ধারণা নেই। এ তালিকায় ভিটামিন থেকে শুরু করে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ রয়েছে।

দারিদ্র্যের কারণে পিতা কর্তৃক শিশু হত্যা

মুকসুদপুরে পাষণ্ড পিতা তার ২১ দিন বয়সের নবজাতক শিশুকন্যা মুন্নী বৈরাগীকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করেছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী গোপালগঞ্জ যেলার মকসুদপুর উপযেলার উত্তর জলিরপাড় গ্রামে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, উত্তর জলিরপাড় গ্রামের কাঠমিস্ত্রী নারায়ণ বৈরাগীর অভাব-অনটনের সংসারে ১টি ছেলে ও ২ মেয়ে রয়েছে। তারপর ২১ দিন আগে মুন্নী জন্ম নেয়। অভাব-অনটন নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাটি চলছিল। ঝগড়ার এক পর্যায়ে নারায়ণ ঘরে ঢুকে তার শিশুকন্যা মুন্নীকে গলাটিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনার সময় শিশুটির মা রান্নাঘরে বসে রান্না করছিল। ঘরে কেউ ছিল না।

খাদ্যমূল্যের কারণে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে

বাংলাদেশে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারী গবেষণা সংস্থা উন্নয়ন অন্বেষণের এক গবেষণা রিপোর্টে গত ২৭ ফেব্রুয়ারী বলা হয়েছে, ২০০৫ সালের শুরুতে দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮ শতাংশ এবং দারিদ্র্য রেখার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৫ কোটি ৬০ লাখ। ২০০৫ সালের জানুয়ারী থেকে ২০১০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আরো ১ কোটি ৮ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যায় এবং এই সময়কালে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায় প্রায় ৭.১৩ শতাংশ। এর মাঝে শুধু ২০১০ সালেই খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণে ৩৮ লাখ মানুষ দারিদ্র্য রেখার নীচে চলে যায়। ২০০৯ সালের আগষ্ট থেকে ২০১০ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত খাদ্যমূল্য বেড়েছে ৫.৬ শতাংশ এবং সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়েছে ৪.১ শতাংশ।

বিদেশ

হাইতিতে খেতে দিতে না পেরে সন্তান বেঁচে দিচ্ছেন বাবা-মা

ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত হাইতির অসহায় বাবা-মায়েরা খেতে দিতে না পেরে অল্প মূল্যে শিশু সন্তানদের বিক্রি করে দিচ্ছেন পাচারকারীদের কাছে। সম্প্রতি ইউনিসেফের একটি বিশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দেশটিতে ৭৬ পেন্সের কম মূল্যে সন্তান বিক্রির ঘটনাও ঘটেছে। সন্তান বিক্রির অর্থ দিয়ে বাবা-মায়েরা অল্প কিছু দিন চলতে পারলেও সন্তান হারাচ্ছেন চিরদিনের জন্য। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ১২ জানুয়ারী হাইতিতে ৭ দশমিক শূন্য মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে প্রায় তিন লাখ লোকের মৃত্যু হয়। ১০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে।

সন্তানের লেখাপড়ার জন্য মর্মস্পর্শী বিজ্ঞাপন মার্কিন দম্পতির

সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রির ঘোষণা দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এক মার্কিন দরিদ্র অভিভাবক দম্পতি। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনভিত্তিক চাকরি সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ক্রেইগসলিস্ট বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করে। ঐ বিজ্ঞাপনে বলা হয়, 'আমার সন্তানকে শিক্ষাঋণ দাও, আমি আমার শরীরের যেকোন অঙ্গ তোমায় দিতে প্রস্তুত'। 'তোমার কি লাশ চাই' শিরোনামে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে নামহীন ঐ অভিভাবক দম্পতি বলেছেন, 'সন্তানদের শিক্ষার জন্য যদি কেউ ২ লাখ ডলার শিক্ষাঋণ দেয়, তবে বিনিময়ে তারা জীবন দিতে প্রস্তুত'। বিজ্ঞাপনে আরো বলা হয়, ২ লাখ ডলারের শিক্ষাঋণের বিনিময়ে ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের শরীরের যেকোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মেডিকেল টেস্ট কিংবা সংযোজনের জন্য ব্যবহার করতে পার।

প্রতি পনের দিনে হারিয়ে যাচ্ছে একটি করে ভাষা

প্রতি ১৫ দিনে একটি করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছয় হাযার ভাষার প্রায় অর্ধেকই আগামী এক শতাব্দীর মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে বলে ফ্রান্সের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। অ্যাড-হক এক্সপার্ট গ্রুপ কর্তৃক 'ভাষার গতিশীলতা ও বিপন্নতা' শীর্ষক গবেষণাপত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তাদের গবেষণামতে বিশ্বের ৯৭ শতাংশ মানুষ প্রচলিত ভাষার মাত্র চার শতাংশ ভাষায় কথা বলে। একবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিশ্বের ৯০ ভাগেরও বেশী ভাষার জায়গাটি দখল করে নেবে প্রভাবশালী ভাষাগুলো।

চীনের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থার হুমকি দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

গত কয়েক বছরে গোপন 'তারকা যুদ্ধ'-এর মাধ্যমে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামার অভিযোগে চীনের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। উইকিলিকসে ফাঁস হওয়া গোপন কূটনৈতিক নথির ভিত্তিতে ব্রিটেনের ডেইলি টেলিগ্রাফ সম্প্রতি এ তথ্য জানিয়েছে। গোপন নথি থেকে দেখা গেছে, পরমাণু শক্তিধর যুক্তরাষ্ট্র ও চীন-দুই দেশই ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের কৃত্রিম আবহাওয়া উপগ্রহ (ওয়েদার স্যাটেলাইট) ধ্বংস করেছিল। চীনের কর্মকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্র এতটাই ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, চীন যদি 'তারকা যুদ্ধ'-এর নামে অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে বিরত না হয়, তাহ'লে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু মার্কিন হুমকিতে বিরত হয়নি চীন। সর্বশেষ গত বছরও তারা ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে উপগ্রহ ধ্বংস পরীক্ষা চালায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় না মধ্যপ্রাচ্যে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক

-নোয়াম চমস্কি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক নোয়াম চমস্কি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক, যুক্তরাষ্ট্র তা চায় না। কারণ এসব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থ বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে। চমস্কি গত ২৫ ফেব্রুয়ারী ইরানের স্যাটেলাইট নিউজ চ্যানেল প্রেস টিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আরো বলেছেন, লিবিয়ার মতো তেলসমৃদ্ধ দেশে মার্কিন সমর্থক একজন স্বৈরশাসক গণতান্ত্রিক সরকারের চেয়ে অনেক ভালভাবে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে।

দাম্পত্যেই সুখ

অর্থ-সম্পত্তি, সাফল্য বা ভাল স্বাস্থ্যেই সুখ- এমনটি জানা থাকলেও সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার গবেষকরা জানিয়েছেন, সুখের অন্যতম নিয়ামক হ'ল দাম্পত্য। গবেষক ক্রিস্টিন হফম্যান জানান, এক সঙ্গীর সুখই আরেক সঙ্গীর সুখের নিয়ামক। দাম্পত্যে একজনের সুখ বেড়ে গেলে আরেকজনও সুখি হয়। তিনি আরো জানান, সত্যিকারের সুখ জড়িয়ে আছে বৈবাহিক বন্ধনেই।

অ্যালকোহলের কারণে যুক্তরাজ্যে হাযার হাযার মানুষ মৃত্যুঝুঁকিতে

লন্ডনের রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানসের সাবেক সভাপতি ইয়ান গিলমোর সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিক শেরন ও নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিম হ্যাওকি সরকারী তথ্যের বরাত দিয়ে বলেছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রিটিশ নাগরিকদের মধ্যে আশংকাজনকহারে অ্যালকোহল সেবনের মাত্রা বেড়ে গেছে। ১৯৮০-এর দশকে প্রতি এক লাখ লোকের মধ্যে ৪ দশমিক ৯ জন অ্যালকোহল সেবনজনিত রোগে ভুগে মারা গেছে। এখন সেই হার ১১ দশমিক ৪ জনে এসে পৌঁছেছে।

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানে ২০১০ সালে প্রতিদিন গড়ে ২ শিশু নিহত

২০১০ সালে আফগানিস্তানে প্রতিদিন গড়ে অন্তত দু'টি করে শিশু নিহত হয়েছে। আফগানিস্তান রাইটস মনিটর (এমআরএম) নামে একটি মানবাধিকার সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে। সংগঠনটির মতে, ২০১০ সালের পহেলা জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আফগানিস্তানে ৭৩৯টি শিশু নিহত হয়েছে।

আলজেরিয়ায় ১৯ বছরের যরূরী অবস্থার অবসান

অবশেষে অবসান হল আলজেরিয়ায় দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে জারী থাকা যরূরী অবস্থা। সাম্প্রতিক সময়ে আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুরু হওয়া প্রবল গণআন্দোলনের ঢেউ থেকে রক্ষা পেতে বিরোধীদের দাবির মুখে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী যরূরী অবস্থা উঠিয়ে দেয় সরকার।

তিউনিসিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী সাঈদ

নতুন করে সহিংসতার জের ধরে তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী ঘানুচির পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রী পদে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সাবেক মন্ত্রী বেজি সাঈদ ইসেবসি। বিক্ষোভের মুখে মুহাম্মাদ ঘানুচি ২৭ ফেব্রুয়ারী পদত্যাগ করেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট ফুয়েদ মেবাজা ৮৪ বছরের সাঈদ ইসেবসিকে ২৭ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন।

মিসরে যাদুঘর থেকে হারিয়েছে ঐতিহাসিক নিদর্শন

মিসরে হোসনী মুবারকের পদত্যাগের দাবীতে সংগঠিত বিক্ষোভ-সহিংসতার মধ্যে যাদুঘর থেকে হারিয়েছে বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শন। সরকারবিরোধী আন্দোলনে চরম অস্থিরতার সময় গত ২৮ জানুয়ারী যাদুঘরে হামলা হয়। মিসরের প্রত্ন সম্পদমন্ত্রী জাহি হাবাস সম্প্রতি 'দুঃখজনক সংবাদ' শিরোনামের এক বিবৃতিতে ২৮ ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হারিয়ে যাওয়ার কথা জানান।

ওআইসি-মুসলিম এইড চুক্তি সই

প্রথম বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) হিসাবে মুসলিম দেশগুলোর সর্ববৃহৎ সংগঠন অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্সের (ওআইসি) সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক এনজিও মুসলিম এইড। সঊদী আরবের জেদ্দায় ওআইসি সদর দফতরে এ সমঝোতা স্মারক সই হয়। ওআইসি মহাসচিব একমেলেদ্দীন ইহসানোগলু এবং মুসলিম এইডের চেয়ারম্যান ইকবাল স্যাকরানি নিজ নিজ সংস্থার পক্ষ থেকে চুক্তিতে সই করেন। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের দিয়ে ওআইসি ও মুসলিম এইডের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, যা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই চুক্তি দারিদ্র্যপীড়িত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উৎকর্ষ সাধনে সহযোগিতা করবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আমাদের গিনিপিগ বানাচ্ছে ইমেইল

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের একজন বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, অফিসে যারা কাজ করেন ইমেইল তাদের গিনিপিগ বানাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগের গণ্ডিকে ছোট করে ফেলে পরীক্ষাগারে আবদ্ধ ইদুঁরের মতোই এক অবস্থার সৃষ্টি করছে ইমেইল। হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ সাময়িকীর সাবেক নির্বাহী সম্পাদক নিকোলাস কার তার 'দ্য শ্যালোজ হোয়াট দ্য ইন্টারনাল ইজ ডুয়িং টু আওয়ার ব্রেইন' বইতে মন্তব্য করেছেন, কম্পিউটার এবং স্মার্টফোন ক্রিনে ক্রমাগত তথ্যের স্তর বেড়ে গেলে মস্তিষ্কে 'বোটলনেক' অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে গভীর কোন চিন্তা আর মাথায় আসে না। প্রযুক্তির প্রতি আসক্তি এবং সহজলভ্য তথ্য পাবার ফলে সৃষ্টিশীল চিন্তার বিকাশ ঘটে না। কার-এর মতে, ইমেইল আমাদের নতুন তথ্য খোঁজার প্রাকৃতিক মানবিক আচরণকে নষ্ট করে দেয়। ফলে আমরা ইনবক্সের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি।

বৃষ্টির ফোঁটা থেকে বিদ্যুৎ

বিজ্ঞানের ভাষায় বল প্রয়োগে বস্তুতে 'তড়িৎ বিভব' সৃষ্টি হয়। এ ধরনের বস্তুকে বলে 'পিজিও ইলেক্ট্রিক ম্যাটার'। বৃষ্টির ফোঁটার গতিশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরের জন্য পিজিও ইলেক্ট্রিক বস্তুকে কাজে লাগানোর কথাই ভাবছেন বিজ্ঞানীরা। বৃষ্টির ফোঁটা কোন পিজিও ইলেক্ট্রিক বস্তুতে আঘাত করলে বস্তুটি স্পন্দিত হবে এবং এর মধ্যে চার্জ জমা হ'তে থাকবে। এভাবে একটি বড় বৃষ্টি ফোঁটা থেকে ১২ মিলিওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। গবেষকদের হিসাব অনুযায়ী ফ্রান্সে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তাতে এ পদ্ধতিতে বছরে প্রতি বর্গমিটার থেকে এক ওয়াট ঘণ্টা শক্তি পাওয়া যেতে পারে।

মানুষের কৃত্রিম চামড়া তৈরিতে অগ্রগতি

ইংকজেট প্রিন্টার কালি দিয়ে ছাপার কাজ সারে। সেই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে এবার মানুষের জন্য কৃত্রিম চামড়া তৈরির পথে এগোচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রিন্টারকে যদি মানব শরীরের একটি কোষ দিয়ে তার সঙ্গে কিছু প্রাকৃতিক জেল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেয়া হয়, তাহ'লে ঐ কোষের সঙ্গে মিলিয়ে সে একজন মানুষের চামড়ার বিকল্প ছেপে দেবে। ছেপে দিয়েছে। ওয়াশিংটনের বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রথম এই বিষয়টি করে দেখিয়েছেন গবেষকরা। আধঘণ্টা সময় নিয়ে ইংকজেট প্রিন্টারের প্রযুক্তিতে তৈরী বিকল্প চামড়া তৈরির যন্ত্র মানুষের একখানা কান ছেপে দেখিয়েছে।

বৈদ্যুতিক জুতা

একজোড়া বৈদ্যুতিক জুতা উদ্ভাবন করেছেন চীনের এক কৃষক। তার দাবী এ জুতা পরে দিনে ১০০ মাইলের বেশি পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব। হেনান প্রদেশের উগাং এলাকার বাশিন্দা ঐ কৃষকের নাম ঝাও জুয়েকিন। ঝাওয়ের ভাষ্য, ঐ বৈদ্যুতিক জুতা আসলে ব্যাটারিচালিত রোলার স্কেট বিশেষ। এতে গাড়ির মতো হেডলাইট ও ইন্ডিকেটর রয়েছে। আছে গতিরোধক ব্রেক ও ব্রেক লাইট। জুতা পায়ে দিয়ে ছুটে চলার সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্য দু'টি হাতল রয়েছে। জুতার কাজ পরিচালনার জন্য ঐ হাতল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৫ মাইল পর্যন্ত গতি তোলা সম্ভব। ১২ ভোল্টের একজোড়া ব্যাটারিতে চলে জুতা। একটানা ৩ ঘণ্টা চলা যায় এ জুতাতে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী ইজতেমা ২০১১

রাজশাহী ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিন ব্যাপী ২১তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। *ফালিল্লা-হিল হামদ।* মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এবারের তাবলীগী ইজতেমায় মুছল্লীদের অংশগ্রহণ ছিল বিগত বিশ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। ফলে প্যাণ্ডেল উপচে খোলা আকাশের নীচে বসে প্রচণ্ড শীতে কষ্ট স্বীকার করে বক্তব্য শুনতে হয়েছে বহু শ্রোতাকে। মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল ধারণাতীত। ফলে ইজতেমার ২য় দিন উভয় প্যাণ্ডেলই নতুনভাবে বাড়াতে হয়। গত বছরের ন্যায় এবারও মূল প্যাণ্ডেল থেকে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার দূরে মহিলা মাদরাসা ময়দানে মহিলা প্যাণ্ডেল করা এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। জাগতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব ও হিসাব-নিকাশ ভুলে দু'দিনের জন্য হ'লেও মানুষ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল ইজতেমা ময়দানে এসে। পরকালীন মুক্তির খোঁজে ছুটে আসা মানুষের অপার্থিব আবেগ ও আকাংখার এ দৃশ্য ছিল সত্যিই হৃদয়স্পর্শী।

বরাবরের মত এবারও বিভিন্ন যেলা থেকে হাযার হাযার কর্মী ও সুধী রিজার্ভ বাস ও অন্যান্য যানবাহনে করে ইজতেমায় যোগদান করেন।

১ম দিন বাদ আছর (৪-১৫ মিঃ) মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে অর্থসহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক ও ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ।

উদ্বোধনী ভাষণঃ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী মহানগরীর আশপাশ সহ অন্যান্য যেলায় ঝড়-বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও রাজশাহী মহানগরীতে আবহাওয়া স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ থাকায় এবং সুন্দরভাবে তাবলীগী ইজতেমার কার্যক্রম শুরু করতে পারায় সর্বাগ্রে মহান আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, পৃথিবীতে দু'ধরনের দাওয়াত চলছে। একটি হলো ঈমানী দাওয়াত, আর দ্বিতীয়টি হলো শয়তানী দাওয়াত। ঈমানী দাওয়াত আবার দু'ভাবে বিভক্ত। Popular দাওয়াত ও Pure দাওয়াত। Popular দাওয়াতের মূল হ'ল বিভিন্ন School of Thought তথা রায় ও ক্বিয়াসের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করা। যাদের একদল বলেন, 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক'। একদল বলেন, হুকূমত কায়েম করাই হ'ল প্রকৃত দ্বীন। ছালাত-ছিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত হ'ল ঐ দ্বীন কায়েমের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স মাত্র। অর্থাৎ হুকূমত কায়েম হয়ে গেলে প্রশিক্ষণ কোর্সের আর প্রয়োজন হবে না। আর হলেও তা তখন হবে ঐচ্ছিক বিষয়। আর Pure দাওয়াতের মূল হলো পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ যা সরাসরি লাওহে মাহফূয থেকে আগত। এখানে মিকশ্চারকৃত তথা 'পপুলার' ইসলামের কোন স্থান নেই। আর শয়তানী দাওয়াতের ভিত্তি হ'ল Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যা মানুষকে নিজের খেয়াল-খুশী মত পরিচালিত করে। বর্তমান পৃথিবীতে Islam এবং Secular দাওয়াতের মধ্যে সংঘাত চলছে। অপরদিকে আমরা যারা ইসলামী দাওয়াত দিচ্ছি, আমাদের মধ্যে সংঘাত চলছে Pure এবং Popular-এর। আর Popular এবং Secular মিলিতভাবে Pure দাওয়াতকে গলা টিপে হত্যা করতে চাচ্ছে। আমাদের ও আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও সরকারী নির্যাতন এরই ধারাবাহিকতা মাত্র।

তিনি বলেন, পিওর ইসলামের সাথে পপুলার ও সেক্যুলারের এই সংঘাত বিগত যুগেও ছিল, বর্তমানেও রয়েছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পিওর ইসলাম কিয়ামত অবধি টিকে থাকবে এবং এ দাওয়াতই আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলন এই পিওর ইসলামের দাওয়াত নিয়েই ময়দানে নেমেছে। আল্লাহ সহায় হলে এ দাওয়াত পৃথিবীর বুকে একদিন আপন মহিমায় বিজয়ীর দণ্ড হাতে নেবেই ইনশাআল্লাহ। এজন্য প্রত্যেককে স্ব স্ব আক্বীদা ও আমলের উপর দৃঢ় থেকে দাওয়াতের ময়দানে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নামে ২১তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর একে একে দলীলভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), সাবেক সভাপতি ড. এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা) ও ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), 'আন্দোলন'-এর ঢাকা যেলা সভাপতি মাওলানা আমানুলাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা), কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী ও মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), মাওলানা রফীকুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক (রাজশাহী), মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (কুমিলা), মাওলানা বদরুযযামান (সাতক্ষীরা), আব্দুল্লাহ যামান (কিশোরগঞ্জ) প্রমুখ।

উপস্থাপনা ও অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা) ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সভাপতি হাফেয মুকাররম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র হাফেয আবদুল আলীম, আব্দুল্লাহ আল-মারূফ ও আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আমীরে জামা'আতের অন্যান্য বক্তব্যঃ

১ম দিনঃ বাদ আছর উদ্বোধনী ভাষণের পর বাদ এশা রাত ৯-টায় প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর

প্রতি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রচলিত মানব রচিত থিওরী ও তথাকথিত তন্ত্রমন্ত্র মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল নয়। বরং মানুষের শেষ গন্তব্য হ'ল ইসলাম। তিনি অর্থনীতি প্রসঙ্গে বলেন, সূদের শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা। সূদ সম্পদকে সংকুচিত করে। পক্ষান্তরে ছাদাক্বা সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটায়। পুঁজিবাদের নামে সম্পদকে গুটিকতক মানুষের হাতে কুক্ষিগত করা যেমন জাতির জন্য মারণাস্ত্র স্বরূপ, তেমনি সমাজতন্ত্রের নামে দেশের সকল পুঁজি সরকারের হাতে জমা করা ও সমাজের সবাইকে সমান করার মতবাদও ধ্বংসাত্মক। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ এই দুই চরমপন্থী অর্থনীতির মধ্যবর্তী সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হ'ল ইসলামী অর্থনীতি। যা পরিচালিত হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে, কোন নির্দিষ্ট মাযহাবী ফিক্বহ অনুযায়ী নয়।

শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকারের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে এদেশে বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েমের চক্রান্ত চলছে। যা অবশ্যই বাতিলযোগ্য। তিনি বলেন, ছোট শিশুকে ললিতকলা শিক্ষা দিয়ে তাকে সুনাগরিক বানানো যাবে না। বরং সর্বাগ্রে তাকে তার সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দিতে হবে ও তার মধ্যে আখেরাতে জওয়াবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা আমাদের সর্বোচ্চ ঈমানী দাবী।

রাজনীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। অথচ বর্তমান মানবরচিত মতবাদে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়াই মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে সমাজ এখন হিংস্র পশুর সমাজে পরিণত হয়েছে। এমনকি প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিরপেক্ষতা যেন আজ অধরা বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাই প্রতারণামূলক এই নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে মানুষকে একদিন অবশ্যই দল ও প্রার্থী বিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে হবে। শয়তানী পথ থেকে ফিরে এসে মানুষকে ইসলামের নিকটেই আশ্রয় নিতে হবে।

ভাষণের শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, হে মানুষ! তোমার দেহের চক্ষু-কর্ণ, চর্ম ইত্যাদি অবিচ্ছেদ্য সাক্ষীসমূহ থেকে সাবধান হও। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ এদের কথা বলার শক্তি দিবেন এবং তারা আমাদের জীবনের ভাল-মন্দ সকল কাজের খুঁটিনাটি সাক্ষ্য পেশ করবে। যার বিরুদ্ধে কিছুই বলার ক্ষমতা সেদিন আমাদের হবে না। অতএব এসো আমরা তওবা করি ও নতুনভাবে নতুন প্রতিজ্ঞা নিয়ে জীবনপথে যাত্রা শুরু করি।

২য় দিনঃ ২য় দিন বাদ এশা প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ইসলামের মূল অর্থ হ'ল আত্মসমর্পণ করা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণেই শান্তির মূল চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে। অভ্রান্ত সত্যের মূল উৎস হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। দুটি রেললাইনের উপরে যেমন রেলগাড়ি চলে তেমনি মানব জীবন পরিচালিত হতে হবে কুরআন-হাদীছের দুই অভ্রান্ত বিধানের উপর। এ দু'টি বাদ দিয়ে অন্য কিছুর অনুসরণ করতে গেলেই সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে হবে।

তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগের মনীষীগণ এবং পরবর্তীযুগের আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন বিশেষত ইমাম চতুষ্টয় সর্বদা ছহীহ হাদীছকেই অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁরা সবাই বলেছেন, ছহীহ হাদীছ পেলে জেনে রেখ যে, সেটাই আমার মাযহাব। এজন্য আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী বলেন, ইমামগণের ওযর চলে, কিন্তু অনুসারীদের ওযর চলে না।' কেননা তারা ছহীহ হাদীছ পেলেও তা অনেকক্ষেত্রে মানেনা।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনই একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। যা ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসছে। সেক্যুলার ও পপুলার আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে যা একটি মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, পরকালীন মুক্তির স্বার্থে নারী ও পুরুষ যারাই এ মহান আন্দোলনের ছায়াতলে শরীক হয়েছেন, তারা দেশে বা প্রবাসে যেখানেই থাকুন, সর্বদা আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দিন। একস্থানে তিনজন থাকলেও সেখানে সংগঠন কায়েম করুন। সংগঠনের উপর আল্লাহর হাত থাকে। সংগঠন ব্যতীত দাওয়াত অগ্রগতি লাভ করবে না। সবসময় মনে রাখতে হবে, আপনার দাওয়াতের ক্ষেত্র হবে সকল মানুষ। নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী নয়।

পরিশেষে তিনি শিরক ও বিদ'আত মুক্ত এবং ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ কায়েমের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তাঁর দ্বিতীয় দিনের ভাষণ শেষ করেন।

পুরস্কার বিতরণঃ

অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও দেশব্যাপী 'কুরআন ও হাদীছ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমার ২য় দিন বাদ এশা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, **'যুবসংঘ'** গ্রুপ হিফযুল কুরআনে ১ম হন আব্দুল্লাহ আল-মারূফ (রাজশাহী), হিফযুল হাদীছে আব্দুল মুমিন (রাজশাহী) ও বক্তব্যে কাওছার আহমাদ (কুমিল্লা) এবং **'সোনামণি'** গ্রুপ-এর বালক শাখায় হিফযুল কুরআনে আব্দুল্লাহ লাবীব (পিরোজপুর), হিফযুল হাদীছে আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (রাজশাহী), আযানে তাওহীদুর রহমান (সাতক্ষীরা) ও বালিকা শাখায় হিফযুল কুরআনে রুবাইয়া তাবাস্সুম (রাজশাহী) ও হিফযুল হাদীছে মারিয়া (রাজশাহী) ১ম স্থান অধিকার করে।

সনদ প্রদানঃ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী হেফয বিভাগ থেকে এবছর একজন ছাত্র ফারেগ হন। তার নাম ওবায়দুল্লাহ। মুহতারাম আমীরে জামা'আত তার হাতে মর্যাদাপূর্ণ সনদ অর্পণ করেন ও দো'আ করেন।

মহিলা সমাবেশঃ

ইজতেমার ২য় দিন সকাল ১০-টায় মহিলা প্যাণ্ডেলে অনুষ্ঠিত সমাবেশে দেওয়া প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, নৈতিকতা সম্পন্ন আদর্শ জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন আদর্শ মাতা। কেননা মা-ই হচ্ছেন পরিবারের প্রথম শিক্ষিকা। তাই মাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজের জীবন গঠনের পাশাপাশি সন্তানদেরকেও নিয়মিত তা'লীম দিতে হবে। মায়েরা যদি সন্তানের জন্য উত্তম আদর্শ হ'তে পারেন, তাহ'লে তাদের দেখেই সন্তানরা প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। আর এসব আদর্শ সন্তানই দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের কাজ করে যাচ্ছে। স্রেফ পরকালীন মুক্তির স্বার্থে অহি-র আলোকে পরিচালিত এ আন্দোলনে শরীক হয়ে মহিলাদের মাঝে ব্যাপকভাবে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি মা-বোনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ওলামা সমাবেশঃ

ইজতেমার ২য় দিন বেলা ১১-টায় দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে এক ওলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপস্থিত আলেমদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জ্ঞান চর্চায় ব্রতী হ'তে হবে। অহেতুক যিদ ও আত্মম্ভরিতা পরিহার করে যুগ-জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব দিতে হবে। ব্যক্তিগত অহংকার ও হঠকারিতা পরিহার করতে হবে। ইমারতের প্রতি আনুগত্য,

বিনয়, নম্রতা, পারস্পরিক ভালোবাসা ও মানবসেবার মানসিকতা অর্জন করতে হবে। কোন বিষয়ে দ্বিমত থাকলে আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করতে হবে। অন্যথা নিজের বুঝমত ফৎওয়া দিতে থাকলে সমাজে ফিৎনা বৃদ্ধি পাবে। আর সাধারণ মানুষ হক-এর ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। তিনি আলেমদেরকে বিভক্ত হওয়ার মানসিকতা ছেড়ে একক প্লাটফরমে থেকে একমনে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

যুব সমাবেশঃ

ইজতেমার ২য় দিন বেলা সাড়ে ১১-টায় প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, দেশের পথভোলা তরুণ ও যুবকদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্য ১৯৭৮ সালে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল। হকের এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে আমাদেরকে বারবার বাধাগ্রস্ত হতে হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঘরে-বাইরে এ সংগঠনের সাথে শত্রুতা হয়েছে, এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। সকল প্রতিকূলতা ও বাধাকে ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মীদেরকে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই অহি-র আলোকে নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং অহি-র দাওয়াতকে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহ্র দাসত্বের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আর এ জন্য তাদেরকে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে। তিনি সকলকে আল্লাহ্র পথের প্রকৃত দাঈ হওয়ার আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী), কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন (কুমিল্লা), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শাহীদুয্যামান ফারূক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আঃ

৩য় দিন শনিবার ফজরের জামা'আতে ইমামতি শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইজতেমায় আগত মুছল্লীদের সবাইকে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ দেন এবং মজলিস ভঙ্গের সুন্নাতী দো'আ পাঠের মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বিদায়কালে উপস্থিত মুছল্লীবৃন্দ আবেগভরা মনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের কাছ থেকে দো'আ নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহঃ

ইজতেমায় নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের নিকটে পেশ করা হয়-

(১) দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। (২) শিক্ষার নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তর পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। (৩) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিশেষ করে সূদভিত্তিক কৃষিঋণ ব্যবস্থা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। (৪) এ সম্মেলন যুবচরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল বইপত্র, সাহিত্য ও ছবি সমূহ প্রদর্শনের অনুমোদন বন্ধের দাবী জানাচ্ছে। (৫) এনজিও-র মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। সাথে সাথে সরকারী উদ্যোগে ইসলামী নীতিমালার আলোকে 'ক্বরযে হাসানাহ' প্রকল্প চালু করতে হবে। (৬) এই সম্মেলন ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসী ভাই-বোনদের স্থায়ী দুঃখ দ্রুত নিরসনের আহ্বান জানাচ্ছে। (৭) এ সম্মেলন 'কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না' মর্মে মহাজোটের দেওয়া ওয়াদা যথাযথভাবে পূরণের আহ্বান জানাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে প্রণীত ইসলাম বিরোধী সকল আইন বাতিলের দাবী জানাচ্ছে। (৮) অদ্যকার তাবলীগী ইজতেমা পদ্মা, মেঘনা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা-বরাক প্রভৃতি নদী সমূহের বিপরীতে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার বিদেশী চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং দেশের নির্বাচিত সরকারকে এ সকল জাতীয় সমস্যা দ্রুত নিরসনের জোর দাবী জানাচ্ছে। (৯) এ সম্মেলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অন্যান্য নেতা-কর্মীদের ওপর বিগত জোট সরকারের অন্যায় নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং তাদের উপর আরোপিত মিথ্যা মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বর্তমান মহাজোট সরকারের প্রতি জোরালো আবেদন জানাচ্ছে।

যুবসংঘ

রাজশাহী ১৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়া রাজশাহীতে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দালন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সম্মেলনে 'যুবসংঘ'-এর ২০১১-২০১৩ সেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নব মনোনীত কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ হ'লেন-

	নাম	পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	সাংগঠনিক মান	যেলা
১	মুযাফফর বিন মুহসিন	সভাপতি	এম.এ	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য	রাজশাহী
২	নূরুল ইসলাম	সহ-সভাপতি	এম.এ	ঐ	রাজশাহী
৩	আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব	সাধারণ সম্পাদক	এম.এ	ঐ	সাতক্ষীরা
৪	আব্দুর রশীদ আখতার	সাংগঠনিক সম্পাদক	কামিল	ঐ	কুষ্টিয়া
৫	মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম	অর্থ সম্পাদক	এম.এ	ঐ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
৬	মুহাম্মাদ আব্দুর রকীব	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	এম.এ (শেষ বর্ষ)	অনুমোদিত কর্মী	সাতক্ষীরা
৭	মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম	তাবলীগ সম্পাদক	এম.এ	ঐ	রাজশাহী
৮	মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ	সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক	বি.এ (অনার্স ৩য় বর্ষ)	অনুমোদিত কর্মী	ঝিনাইদহ
৯	মুহাম্মাদ আব্দুর রকীব	দফতর সম্পাদক	বি.এ (অনার্স ২য় বর্ষ)	অনুমোদিত কর্মী	সাতক্ষীরা

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১/২০১) : আমরা শুনেছি যে, পবিত্র কুরআনে নাকি নারী-পুরুষ আল্লাহ্র নিকট সমান এ কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে হাদীছে পিতার চেয়ে মাতার অধিকার বেশী বলা হয়েছে। কিন্তু আক্বীক্বার ক্ষেত্রে দেখা যায় তার উল্টো। অর্থাৎ ছেলের জন্য ২টি আক্বীক্বা, আর মেয়ের জন্য ১টি। এখানে কার অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হ'ল?

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
হাকীমপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মৌলিক মানবাধিকারের দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। তবে বিধানগত দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। যেমন পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যকার পার্থক্য, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার পার্থক্য, শাসক ও শাসিতের মধ্যকার পার্থক্য ইত্যাদি। নারী ও পুরুষের মধ্যেও অনুরূপ বিধানগত ও অধিকারগত পার্থক্য রয়েছে। যা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন, তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার পরীক্ষা নিতে পারেন। নিশ্চয়ই তিনি দ্রুত শাস্তিদাতা এবং নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আন'আম ৬/১৬৫)*।

প্রশ্ন (২/২০২) : জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহা পড়তে বলা হয়; কিন্তু সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পড়া হয় না কেন?

-মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান
গাড়াবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তর : জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়া হয় না একথা ঠিক নয়। বরং সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়া ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী ১/১৭৮ হা/১৩৩৫; নাসাঈ হা/১৯৮৬, ১৯৮৯; ছালাতুর রাসূল ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৮০)*।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : দু'হাতে তাসবীহ গণনা করা যায় কি?

-কেরামত আলী
কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তর : তাসবীহ ডান হাতে গণনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তাসবীহ সমূহ আঙ্গুলে গণনা কর। কেননা আঙ্গুল সমূহ ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল শুভ ও পবিত্র কাজ ডান হাত দিয়ে করতেন *(মুসলিম হা/৬১৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায় ১৯ অনুচ্ছেদ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) টীকা ৫১৯ ও ১০১০)*।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : তাফসীর ইবনে কাছীর কি সম্পূর্ণ ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন?

-আব্দুল কালাম আযাদ
চান্দপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : তাফসীর ইবনে কাছীরের সব বর্ণনা ছহীহ নয়। এর মধ্যে কিছু জাল-যঈফ হাদীছও পরিলক্ষিত হয় *(দ্রঃ তাহক্বীক্ব ইবনে কাছীর)*।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : অনেকের মুখে শোনা যায় যে, বানর পূর্বকালে মানুষ ছিল। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ
সুকদেবপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দাঊদ (আঃ)-এর সময় নাফরমান ইহুদী সম্প্রদায়ের যাদের আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বানর-শূকরে পরিণত হয়েছিল *(বাক্বারাহ ৬৫)* ঐ বানর থেকে কোন বংশ বিস্তার ঘটেনি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা কিছু খেতে পারত না, পান করতে পারত না। তারা মাত্র তিন দিন বেঁচে ছিল *(কুরতুবী)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, المسوخ لا ينسل দচেহারা বিকৃতরা কোন বংশ বিস্তার করে না' *(মুসলিম, কুরতুবী হা/৫৪২)*। আল্লাহ এদের সমূলে ধ্বংস করেছিলেন। সুতরাং বানর পূর্বকালে মানুষ ছিল বা মানুষ পূর্বকালে বানর ছিল, কোনটাই ঠিক নয়। বরং বানর আল্লাহ পাকের একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : কারো পায়ে ধরে সালাম করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নূরুল আলম
নাগাইশ, কুমিল্লা।

উত্তর : পা ধরে সালাম বা কদমবুসি করা শরী'আত সম্মত নয়। আনাস (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন তার কোন ভাই বা বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করবে, তখন সে কি মাথা ঝুঁকাবে বা তাকে জড়িয়ে ধরবে বা চুমু খাবে? তিনি বললেন, না। লোকটি বলল, তাহ'লে কি কেবল হাত ধরবে ও মুছাফাহা করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৮০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, মুছাফাহা ও মু'আনাক্বা অনুচ্ছেদ-৩)*। কদমবুসি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(আদাবুল মুফ্রাদ হা/৯৭৫-৭৬; ঐ, ইফাবা হা/৯৮৭-৮৮)*।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : জনৈক মাওলানা বললেন যে, ছালাতের মধ্যে ইমাম আমীন বলার পর সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। ইমামের সঙ্গে সঙ্গে পড়া যাবে না। এ ব্যাপারে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোহরাব সরদার
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং ইমামের ক্বিরাআতের সাথে সাথে মুক্তাদীগণও নীরবে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩; ছহীহ আবূ দাঊদ হা/৭৩৬-৩৭; ছহীহ*

তিরমিযী হা/২৫৭; মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)। ইমামের আমীন বলার পর মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং সেই সময় পরিমাণ ইমামের চুপ থাকার কোন দলীল নেই' *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৮৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : একজন মৃত ব্যক্তির একাধিক জানাযা পড়া যায় কি? অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি একজনের জানাযা একাধিকবার পড়তে পারবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
সুরিটোলা মাদরাসা, ঢাকা।

উত্তর : একজন মৃত ব্যক্তির জানাযার ছালাত একাধিকবার পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত একাধিক বার হয়েছিল *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৪৭১)*। অনুরূপভাবে একই ব্যক্তির জানাযায় একজন একাধিকবারও শরীক হ'তে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫৮, ৫৯; মির'আত ৫/৩৯০পৃঃ; তিরমিযী হা/১০৩৭; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/১৩০পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৯/২০৯) : মহিলা ও পুরুষের কাফনের কাপড়ের সংখ্যায় কোন পার্থক্য আছে কি?

-ওয়ালীউল্লাহ
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : মহিলা ও পুরুষের কাফনের কাপড়ে কোন পার্থক্য নেই। উভয়কে তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৩৫)*। মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচ কাপড়ের হাদীছ যঈফ *(আলবানী, যঈফ আবূদাঊদ হা/৩১৫৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ১৯০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/২১০) : আল্লাহ্র নাম পবিত্র কুরআনের কোন সূরায় কতবার উল্লেখ করা হয়েছে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলমগীর
দুবাই, আরব আমিরাত।

উত্তর : পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় প্রায় ২০৭৭ বার আল্লাহ্র নাম উল্লেখিত হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা ফাতিহায় ২, বাক্বারায় ২৭৯, আলে ইমরানে ২০৪, নিসায় ২২৫, মায়েদায় ১৪৫, আন'আমে ৮৪, আ'রাফে ৫৯, আনফালে ৮৮, তওবায় ১৬৭, ইউনুসে ৬০, হূদে ৩৭, ইউসুফে ৪০, রা'দে ৩২, ইবরাহীমে ৩৬, হিজরে ২, নাহলে ৮৪, ইসরায় ১০, ত্ব-হায় ৬, কাহফে ১৬, মারিয়ামে ৮, আম্বিয়ায় ৫, হজ্জে ৭৪, মুমিনূনে ১৩, ফুরক্বানে ৮, নূরে ৭৯, শু'আরায় ১২, নামলে ২৭, ক্বাছাছে ২৭, আনক্বাবূতে ৪১, সাজদায় ১, রূমে ২৪, লোক্বমানে ৩২, ইয়াসীনে ৩, আহযাবে ৯০, সাবায় ৮, ফাত্বিরে ৩৫, ছাফফাতে ১৪, যুমারে ৫৯, যুখরুফে ৩, গাফিরে ৫২, ফুছছিলাতে ১১, জাছিয়াতে ১৬, শূরাতে ৩১, তূরে ৩, নাজমে ৪, মুহাম্মাদে ২৬ ক্বাফে ১, হুজুরাতে ২৭, ফাতাহে ৩৬ যারিয়াতে ৩, আহকাফে ১৬ , দুখানে ৩, ছোয়াদে ২, হাদীদে ৩১, হাশরে ২৮, ছফে ১৭, জুম'আতে ১২, তাগাবুনে ২০, ত্বালাকে ২৫, মুজাদালাতে ৪০, মুমতাহানাতে ২১, মুনাফিকূনে ১২, তাহরীম ১৩, মুলকে ৩, মা'আরিজে ১, মুদ্দাছছিরে ৩, মুযযাম্মিলে ৭, হাক্বাতে ১, নূহে ৭, জিনে ১০, ইনসানে ৫, নাযিয়াতে ১, তাকবীরে ১, ইনশিক্বাকে ১, বুরূজে ৩, আলাতে ১, গাশিয়াতে ১, শামসে ২, তীনে ১, আলাক্বে ১, বাইয়েনাতে ৩, হুমাযাতে ১, নাছরে ২, ইখলাছে ২ বার উল্লেখিত হয়েছে *(আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফা-যিল কুরআন)*।

প্রশ্ন (১১/২১১) : কুরআন মাজীদের উপর বই কিংবা অন্য কোন বস্তু রাখা যাবে কি?

-শহীদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ্র বাণী, যা পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থের চেয়ে মর্যাদামণ্ডিত। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে এক গোপন কিতাবে, যারা পাক পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না *(ওয়াক্বিয়া ৭৭, ৭৮, ৭৯)*। কুরআন কে নিয়ে শত্রুর যমীনে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ হা/২১৯৭ তাহক্বীক মিশকাত ১ম খণ্ড)*। উক্ত আলোচনার পরিপেক্ষিতে বুঝা যায়, কুরআনের উপর অন্য গ্রন্থ বা বস্তু রাখা আদবের পরিপন্থি কাজ।

প্রশ্ন (১২/২১২) : জনৈক বক্তা বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মানুষের সর্বপ্রথম হিসাব ছালাত সম্পর্কে হবে, আবার কেউ বলেন, খুন সম্পর্কে হবে। কোন্‌টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ইউনুস
বাগমারা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : উপরোক্ত দু'টি বর্ণনাই সঠিক। এর অর্থ হ'ল : সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে আল্লাহ্র হক হিসাবে। আর বান্দার হক হিসাবে সর্বপ্রথম খুনের হিসাব নেওয়া হবে *(বুলূগুল মারাম হা/১১৫৮-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : যোহরের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালামে পড়তে হবে, নাকি দুই রাক'আত করে পড়তে হবে? জুম'আর ফরয ছালাতের পরের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতও কি একই নিয়মে পড়তে হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এমদাদুল হক
গাযীপুর, তেরখাদা, খুলনা।

উত্তর : যোহরের চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে ও দুই সালামে উভয় পদ্ধতিতে পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত যার মাঝে কোন সালাম নেই' *(ছহীহুল জামে' হা/৮৮৫, ছহীহ আবূদাঊদ হা/১১৩১)*। তবে দুই সালামে চার রাক'আত আদায় করাও জায়েয আছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, রাতের এবং দিনের ছালাত দুই দুই রাক'আত করে' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১১৫১; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৩১, ৩৮৩২। দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই '৯৯ সংখ্যা ১১/১৬১)*। অনুরূপভাবে জুম'আর চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতও এক সালাম বা দুই সালাম উভয় পদ্ধতিতে পড়া যাবে।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথার চুল কেমন ছিল?

-আব্দুছ ছামাদ
ধামিন কেডি, মচমইল, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথার চুল খুব বেশী কোঁকড়ানো ছিল না এবং সোজাও ছিল না। অর্থাৎ মধ্যম মানের ছিল। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথার চুল উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌঁছত। অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁর কেশরাজি উভয় কান ও কাঁধের মাঝামাঝিতে ছিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৮২)*। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুল তাঁর দু'কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৮৩)*।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : তাহাজ্জুদ ছালাতে বা অন্য সময়ে একাকী হাত তুলে দো'আ করার সময় মুখমণ্ডল মাসাহ করা যাবে কি?

-ইবরাহীম খলীল
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : দো'আ শেষে মুখে হাত বুলানোর বা মুখমণ্ডল মাসাহ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৭ পৃঃ; যঈফ আবূদাঊদ হা/১৪৮৫; বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২২৫৫-এর টীকা; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৩৩-৩৪, ২/১৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : বিভিন্ন প্রচার পত্র ও ইসলামী সম্মেলনের চাঁদা আদায়ের রশিদের শীর্ষে '৭৮৬' লেখা দেখা যায়। এর অর্থ কি? এটা লেখা কি ছহীহ হাদীছ সম্মত?

-অধ্যাপক সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : উক্ত সংখ্যাটি 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম'-এর পরিবর্তে লেখা হয়। সূরা নামল-এর ৩০নং আয়াত 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'-এ ১৯টি হরফ রয়েছে। আবজাদী নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক হরফের মান ধরে সেগুলির সমষ্টিগত রূপ হচ্ছে ৭৮৬। এরূপ লেখা কুরআন-হাদীছ সম্মত নয়। এতে কোন নেকী পাওয়া যাবে না। বরং এরূপ করা আল্লাহ্র আয়াতের বিকৃতি ও তাকে নিয়ে খেলা করার শামিল।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : ইক্বামত দেয়ার সময় ইমাম ও মুক্তাদীদের হাত কিভাবে থাকবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাহাঙ্গীর আলম
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : দাঁড়ানো অবস্থায় সাধারণত যেভাবে হাত থাকে সেভাবে রাখাই বাঞ্ছনীয়। অন্যভাবে রাখার কোন বিধান হাদীছে আসেনি।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : জুম'আর খুৎবা মাইকে দেওয়া যাবে কি-না? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল গণী
কৈর্বত্তগ্রাম, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : মুছল্লীগণকে খুৎবা শোনানোর উদ্দেশ্যে যন্ত্রের ব্যবহার দোষণীয় নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুকালীন রোগের সময় আবুবকর (রাঃ) ছালাতের ইমামতি করছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের জামা'আতে উপস্থিত হ'লে আবুবকর (রাঃ) ইমামতির স্থান হ'তে সরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইক্বতেদা করলেন। আর তিনি মুকাব্বির হ'লেন। অর্থাৎ মুছল্লীদের তাকবীর ধ্বনি শুনানোর জন্য জোরে জোরে তাকবীর দিলেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১১৪৬; ছিফাত পৃঃ ৬৭)*।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : জনৈক ব্যক্তি কোনদিন বিবাহ করবেন না মর্মে একাধিক বার কসম করেন। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ জানতে পেরে তওবা করে কসম ফিরিয়ে নেন এবং এর কাফফারা দিতে চান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে একই কসম বার বার করায় এর কাফফারার নিয়ম কিরূপ হবে?

-আব্দুস সাত্তার
উডল্যান্ডস ই-আই, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : কেউ যদি একই বিষয়ে একাধিকবার কসম করে এবং তা ভঙ্গ না করে তাহ'লে তা একই কসমের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই উক্ত ব্যক্তি যদি এখন রাসূলের কথা জানতে পারে এবং তওবা করে কসম ভঙ্গ করে, তাহ'লে তাকে একটি কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। কসম ভঙ্গের কাফফারা হচ্ছে, দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা, মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাকে। অথবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা অথবা একটা ক্রীতদাস আযাদ করা, আর কোন ব্যক্তি (এগুলোর কোন একটিও করতে) সমর্থ না হ'লে সে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে' *(মায়েদাহ ৮৯)*। মধ্যম মানের খাদ্য বলতে হাদীছে এক মুদ গমের কথা বলা হয়েছে *(বায়হাক্বী ৪/২৫৪)*। অতএব এক ছা'-এর সিকি হিসাবে ৬২৫ গ্রাম চাউল প্রতি মিসকীনকে দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (২০/২২০) : মহিলারা ইক্বামতের বাক্য জোরে বলবে, না নীরবে চলবে এবং মহিলা জামা'আতের ক্ষেত্রে ইমাম কোথায় দাঁড়াবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাহাঙ্গীর আলম
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯)*। মহিলারা পুরুষদের ন্যায় সরবে ইক্বামত দিবে। তবে উচ্চৈঃস্বরে নয়। মহিলারা পুরুষের ইমামতির মতই ইমামতি করবে, তবে তারা জামা'আতের প্রথম কাতারের মধ্যস্থলে দাড়িয়ে ইমামতি করবে। ফরয ও তারাবীহর জামা'আতে তাদের ইমামতি করার স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় *(আবূদাঊদ, দারাকুৎনী প্রভৃতি ইরওয়া হা/৪৯৩, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১২৩)*।

প্রশ্ন (২১/২২১) : মুর্দাকে গোসলের অধিক হকদার কে? গোসলের পদ্ধতি কি? লাশ কবরে রাখার নিয়ম কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাঈদুর রহমান ও রেযাউল হক সরকার
কাশিপুর, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : সুন্নাতী তরীকায় গোসল করাতে সক্ষম এমন নিকটাত্মীয় মুর্দাকে গোসল করাবেন। নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এমন কেউ না থাকলে অন্য কেউ করাবেন। পুরুষ

মাইয়েতকে পুরুষ এবং মহিলা মাইয়েতকে মহিলা গোসল করাবেন। তবে শিশুকে মহিলারাও গোসল করাতে পারবেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৬৮ পৃঃ)*। স্বামী স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী স্বামীকে নির্দ্বিধায় গোসল করাতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'আমার পূর্বে তুমি মারা গেলে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫)*। আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং ফাতিমা (রাঃ)-কে তাঁর স্বামী আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন' *(বায়হাক্বী ৩/৩৯৭; দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান)*। 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গ সমূহ প্রথমে ধৌত করবে। ধৌত করার সময় হাতে ভিজা ন্যাকড়া রাখবে। যথাযথ পর্দার সাথে মাইয়েতের শরীর থেকে পরনের কাপড় খুলে নেবে। গোসলের সময় মাইয়েতের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না বা খালি হাতে স্পর্শ করবে না। তিন বা তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত দেহে পানি ঢেলে দিবে। গোসল শেষে কর্পূর বা কোন সুগন্ধি লাগাবে। মুর্দা মহিলা হ'লে চুল খুলে তিনটি বেনী করে পিছন দিকে ছড়িয়ে দেবে' *(তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ২৮-৩০)*। মাইয়েতকে তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় পুরুষ ব্যক্তিগণ কবরে নামাবেন, যিনি দাফনের পূর্বরাতে স্ত্রী সহবাস করেননি। মোর্দাকে পায়ের দিক থেকে কবরে নামাবে। তবে সমস্যা হ'লে সুবিধা অনুযায়ী যে কোনভাবে নামানো যাবে। মাইয়েতকে ডান কাতে ক্বিবলামুখী করে শোয়াবে এবং এ সময়ে কাফনের কাপড়ের গিরাগুলি খুলে দেবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৯০)*। কবরে রাখার সময় 'বিসমিল্লাহ ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ' বলবে। কবর বন্ধ করার পরে উপস্থিত সকলে 'বিসমিল্লাহ' বলে তিন মুষ্টি করে মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দেবে' *(তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৫৮-৬৫, ৬৯; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৯-৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২২/২২২) : মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৫০ ওয়াক্ত ছালাত নিয়ে মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে তাঁর পরামর্শে আল্লাহ্র নিকট থেকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত করা হয়। এ বিষয়টি ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।

-আবুল কাসেম
৭নং কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা।

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজে গিয়ে ফেরার পথে মূসা (আঃ)-এর নিকটে আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি করে আসলে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার উপর ৫০ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি মানুষ সম্পর্কে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। আমি বনী ইসরাঈলকে সর্বোচ্চ পরিচর্যার চেষ্টা করেছি। তোমার উম্মত এটা (পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ে) সক্ষম হবে না। সুতরাং তুমি আল্লাহ্র নিকট গিয়ে কমিয়ে আন। তিনি আল্লাহ্র নিকট গেলেন এবং কমিয়ে আনলেন। এভাবে ৫ বার যাওয়া-আসা করে অবশেষে ৫ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর আমরা বিভিন্নভাবে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করি, তার পাশে বসে কুরআন পাঠ করি, গরম পানি দিয়ে তাকে গোসল দেই। এই সমস্ত কাজ কি মৃত ব্যক্তি বুঝতে পারে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছাদেক
সোনাপুর, বাংলা হিলি, জয়পুরহাট।

উত্তর : মৃত ব্যক্তি উল্লিখিত কাজগুলি শুনতে বা বুঝতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'তুমি কোন মৃতকে শুনাতে পারো না' *(নামল ৮০, ফাতির ১২২)*। মৃত্যুর পরে মানুষ বরযাখী জগতে চলে যায়। 'যার ও দুনিয়ার মাঝে পর্দা পড়ে যায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত' *(মুমিনূন ১০০)*। অতএব দুনিয়াবী কিছুই সে জানতে বা বুঝতে পারে না, আল্লাহর বিশেষ হুকুম ব্যতীত। যেমন মাইয়েত তার দাফনকারীদের জুতার শব্দ শুনতে পান *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৬)*। অনরূপভাবে কবরে লাশ নিয়ে যাবার সময় মাইয়েত কথা বলেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন লাশ খাটিয়াতে রাখা হয় এবং লোক তাকে কাঁধে উঠিয়ে নেয়, তখন সে যদি নেককার হয় তবে বলে, আমাকে সম্মুখে নিয়ে চল, আর যদি বদকার হয় তবে বলে, হায় আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তার এই শব্দ মানব ব্যতীত সকলেই শুনতে পায়। যদি মানুষ শুনত তাহ'লে (ভয়ে) ধ্বংস হয়ে যেত *(বুখারী, মিশকাত ১ম খণ্ড, ১৬৪৭ পৃঃ 'লাশের অনুগমন ও জানাযার ছালাত' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির পাশে কুরআন তিলাওয়াত করা শরী'আত সম্মত নয়। তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান যোগ্য।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : যাকাতের অর্থ দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা যাবে কি?

আবুল হাসনাত চৌধুরী
বাংলাদেশ বিমান, ঢাকা।

উত্তর : রাস্তা নির্মাণের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা বৈধ নয়। কেননা এটা এলাকার দুস্থ-মিসকীনদের হক। এ অর্থ ঐ সকল খাতেই ব্যয় করতে হবে, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন *(ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমাহ ১০/৪৩-৪৪, ফৎওয়া নং ২৩০৬)*। যাকাত বণ্টনের খাত সমূহ হচ্ছে ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, ইসলামের প্রতি বিধর্মীদের আকৃষ্টকরণ, দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে ও মুসাফির *(তওবা ৬০)*।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত কখন, কিভাবে পড়তে হয়? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসনা হেনা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূত রুকূর পূর্বে ও পরে দু'ভাবেই পড়া যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৯; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৩-৮৪; মিশকাত হা/১২৯৪; মির'আত ৪/২৮৬-৮৭;*

ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৭পৃঃ)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কারো বিরুদ্ধে বা কারো পক্ষে দো'আ করতেন, তখন রুকূর পরে কুনূত পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৮)*। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, রুকূর পরে কুনূতের রাবীগণ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর স্মৃতি সম্পন্ন এবং এর উপরেই খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন *(বায়হাক্বী ২/২১১-১২; মির'আত ৪/৩০০; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৫৬৭)*। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, বিতরের কুনূত হবে রুকূর পরে এবং এ সময় হাত উঠিয়ে দো'আ করবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী, মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৭-২১)*। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, বিতরের কুনূতের সময় দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে। ইমাম ত্বাহাবী ও ইমাম কারখীও এটাকে পসন্দ করেছেন *(মির'আত ২/২১৯; ঐ, ৪/৩০০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : পাথর নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে কেন?

-আব্দুল হাকীম
ইন্দুরহাট, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর।

উত্তর : মহান আল্লাহ যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে কাজে তাকে ব্যবহার করা তার জন্য শাস্তির বিষয় নয়। এছাড়া পাথরের উপরে শরী'আতের কোন বিধান আরোপিত হয়নি যে, তার কুফরী বা অবাধ্যতার কারণে শাস্তি স্বরূপ তাকে জাহান্নামের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হবে। কুরআনে 'হিজারাহ' বলে গন্ধকের এক প্রকার বিশেষ পাথরকে বুঝানো হয়েছে। যার রং অতি কালো, আকারে বৃহৎ এবং দুর্গন্ধময়। যার আগুনে তেজ অত্যধিক। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার সময় এ পাথরগুলি প্রথম আকাশে সৃষ্টি করা হয় *(মুসনাদ ইবনে আবী হাতেম, হাকেম)*। সুদ্দী (রহঃ) কয়েকজন ছাহাবী সূত্রে বলেন, জাহান্নামের মধ্যে এ কালো পাথরও থাকবে, যার কঠিন আগুন দ্বারা কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কারো মতে, জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ ও তাদের তৈরী পাথরের মূর্তিগুলি। যেসব মূর্তিকে তারা মা'বূদ হিসাবে উপাসনা করত। যাতে তারা অবগত হয় যে, আল্লাহ দাবী করার ও উপাস্য হবার ব্যাপারে এদের অধিকার কতটুকু *(ইবনে কাছীর ১/৫৯ পৃঃ)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যাদের পূজা কর সেগুলি জাহান্নামের ইন্ধন মাত্র' *(বাক্বারাহ ২৪)*।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া কি ছাহাবী ছিলেন, না তাবেঈ ছিলেন? কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার সাথে তিনি কি জড়িত ছিলেন?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতি, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া (২৭-৬৪ হিঃ) তাবেঈ ছিলেন। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার জন্য ইয়াযীদ দায়ী নন। এজন্য মূলতঃ দায়ী বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসী ও নিষ্ঠুর গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ নিজে। কেননা ইয়াযীদ কেবল হুসায়েন (রাঃ)-এর আনুগত্য চেয়েছিলেন, তাঁর খুন চাননি। হুসায়েন (রাঃ) সে আনুগত্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইয়াযীদ স্বীয় পিতার অছিয়ত অনুযায়ী হুসায়েনকে সর্বদা সম্মান করেছেন এবং তখনও করতেন। হুসায়েন (রাঃ)-এর ছিন্ন মস্তক ইয়াযীদের সামনে রাখা হ'লে তিনি কেঁদে বলে ওঠেন, 'ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের উপর আল্লাহ লা'নত করুন। আল্লাহ্‌র কসম! যদি হুসায়েনের সাথে ওর রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহ'লে সে কিছুতেই তাঁকে হত্যা করত না। তিনি আরো বলেন, হুসায়েনের খুন ছাড়াও আমি ইরাকীদেরকে আমার আনুগত্যে রাযী করাতে পারতাম *(ইবনু তায়মিয়া, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ, ১/৩৫০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৭৩)*। কূফার নেতাদের লিখিত ১৫০টি পত্র পেয়ে হুসায়েন (রাঃ) কূফায় আসলে বছরার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ কূফার গভর্ণর মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেফতার করে হত্যা করে। এদিকে হুসায়েন (রাঃ) প্রদত্ত তিনটি প্রস্তাবের কোনটি গ্রহণ না করায় দুষ্টমতি ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সাথে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এতে হুসায়েন (রাঃ) সপরিবারে নিহত হন। *(ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ২/২৫২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৮/১৫৪, ১৭১; বিস্তারিত দ্র. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আশুরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়)*।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : দাড়ি কেটে-ছোট রাখা যাবে কি এবং নিচের ঠোঁটের নিচে যে দাড়ির মত লোম গজায়, সেগুলো কাচি দ্বারা ছোট করা অথবা চেছে ফেলা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শেখ উজ্জ্বল হোসাইন
গাযীপুর, তেরখাদা, খুলনা।

উত্তর : দাড়ি কাটা-ছাটা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা গোঁফ ছোট কর, দাড়িকে ছেড়ে দাও এবং মুশরিকদের বিরোধিতা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*। তিরমিযীর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাড়ির বর্ধিত অংশ ছাটতেন মর্মে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছটি মুহাদ্দিছীনের নিকট বাতিল বলে গণ্য *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮)*। উল্লেখ্য, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন হজ্জ বা ওমরা করতেন তখন তিনি তাঁর দাড়ি মুষ্টি করে ধরতেন এবং মুষ্টির বাহিরে যতটুকু বেশী থাকত, তা কেটে ফেলতেন বলেন বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৫৮৯২, 'পোষাক' অধ্যায়, ৬২ অনুচ্ছেদ)*।

প্রথমতঃ এটি ছিল তার ব্যক্তিগত আমল। অন্য কোন ছাহাবী এমনটি করেছেন মর্মে দলীল পাওয়া যায় না। আর তিনি কাউকে করার জন্য নির্দেশও দেননি। দ্বিতীয়ত: তিনি শুধু হজ্জ ও ওমরার সময় করেছেন, অন্য সময় নয়। তৃতীয়ত: এটি ব্যাখ্যাগত বিষয়, যা স্পষ্ট দলীলের কাছে টিকে না। তিনি হয়ত উক্ত মৌসুমে মাথা কামিয়ে ও দাড়ি ছেঁটে উভয়টির নেকী পেতে চেয়েছিলেন *(ফাতহ ২৭)*। তবে জানা উচিত, উক্ত আয়াত রাসূলের উপরই নাযিল হয়েছে।

কিন্তু তিনি দাড়ি ছাটার কথা বলেননি। ওমর (রাঃ)-এর একটি আমলের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমলের দ্বন্দ্ব হ'লে করণীয় সম্পর্কে ইবনু ওমরকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি উত্তরে স্পষ্টভাবে বলেন, أَفَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوْا سُنَّتَهُ أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ– 'তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অধিক অনুসরণযোগ্য, না ওমরের সুন্নাত' *(মুসনাদে আহমাদ হা/৫৭০০; তিরমিযী হা/৮২৪, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'তামাত্তু' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। অতএব সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করাই উত্তম।

لِحْيَة বলা হয় ঐ সমস্ত লোমকে, যা পুরুষের দুই গাল ও থুতনীর নীচে হয়ে থাকে। অতএব গালের উপর ও থুতনীর নীচে যে সমস্ত লোম উদিত হয় তা কাটা ও ছাটা যাবে না।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : আমরা জানি যে, ফরয ছালাতের সালামের পর প্রথমে একবার আল্লাহু আকবার ও পরে তিন বার আস্তাগফিরুল্লাহ বলতে হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি ক্যালেণ্ডারে উল্লিখিত হয়েছে সালামের পর তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলতে হবে। কোনটি সঠিক? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফযলুল হক
বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : সালাম ফিরানোর পরে একবার সরবে 'আল্লাহু আকবার' এবং তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলাই হাদীছ সম্মত *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৯৫৯, ৯৬১ 'ছালাত পরবর্তী দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : দাড়ি শেভ করা লোক ছালাতে ইমামতি করতে পারবে কী?

-তাওহীদুল ইসলাম
দৌলতখালী, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : এটা নিঃসন্দেহে গোনাহের কাজ। কেউ একাজ করলে ফাসেক বা পাপী হবে। তার পিছনে ছালাত আদায় করলে মাকরূহ হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭৭; আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৭৪৭, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে তার পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অনেকেই তোমাদেরকে ছালাত আদায় করাবে। তারা যদি (ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক) সঠিকভাবে ছালাত আদায় করায়, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর যদি ভুল করে তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী এবং তাদের জন্য গোনাহ রয়েছে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩ 'ছালাত' অধ্যায়)*। তবে এইরূপ ব্যক্তিকে ইমাম বানানো যাবে না। কেননা তাতে সুন্নাত অমান্যকারীকে সম্মান করা হবে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুনকার কিছু দেখলে তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে। নইলে যবান দিয়ে। নইলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এটি হ'ল দুর্বলতম ঈমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় আমর বিন মা'রূফ অনুচ্ছেদ-২২)*।

প্রশ্ন (৩১/২৩১): শুক্রবারে মৃত্যুবরণ করলে কবর আযাব মাফ হয় কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূরে আলম ছিদ্দীকী
ভান্ডারখোলা উচ্চবিদ্যালয়, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলমান যদি জুম'আর দিনে অথবা জুম'আর রাতে মারা যায়, আল্লাহ তাকে কবরের ফিৎনা হতে রক্ষা করেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৬৭)*। ইমাম সুয়ূত্বী বলেন, কেননা জুম'আর দিন জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয় না। এর দরজা বন্ধ থাকে। জাহান্নামের দারোগার এদিন অন্য দিনের ন্যায় কাজ থাকে না। এ দিন আল্লাহ যদি কোন বান্দার মৃত্যু ঘটান, তাহ'লে ঐ বান্দা ঐ সুযোগ লাভে ধন্য হয় *(মির'আত ৪/৪৪১ পৃঃ)*। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, মুশরিক ও মুনাফিকরা স্থায়ীভাবে কবর আযাব হ'তে মুক্তি পাবে।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : সদ্য সঊদী ফেরৎ জনৈক ব্যক্তি ছালাত আদায়কালে রুকু হতে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধেন। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান যে, সঊদী আরবের ইমামদেরকে এমনটাই করতে দেখেছেন। এমতবস্থায় কোনটি অধিক ছহীহ ও সুন্নাতসম্মত তা দলীল সহকারে জানাবেন।

-সিরাজুল ইসলাম
বাঁশদহা বাজার, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ছালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার 'আম হাদীছের উপর *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৮)* ভিত্তি করেই উক্ত বিষয়টি চালু হয়েছে। তবে রুকু থেকে উঠে ক্বওমায় দাঁড়ানোর নিয়ম সম্পর্কে হাদীছে খাছভাবে বর্ণিত হয়েছে 'যতক্ষণ না অস্থি সমূহ স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২)*। এক্ষণে দু'হাত সহ দেহের অস্থিসমূহকে স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসতে গেলে ক্বওমার সময় হাতকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াকেই ছহীহ হাদীছ সমূহের যথাযথ অনুসরণ বলে অনুমিত হয় *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৯১-৯২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : আমাদের দেশের অনেক মেয়েদের বিভিন্ন মিডিয়ায় ও বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপনের মডেল বা অভিনেত্রী হিসাবে অংশ নিতে দেখা যায়। এদের কেউ কেউ নিয়মিত ছালাত, ছিয়াম আদায় করে থাকে। শারঈ দৃষ্টিতে এর পরিণতি কি হতে পারে? উল্লেখ্য যে, এসব মেয়েদের অভিভাবকরা এটাকে সাদরে মেনে নিয়েছেন এবং এজন্য তারা গর্ব অনুভব করেন।

-মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী
বাঁশদহা হাটখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : পরপুরুষকে দেখানোর জন্য সাবালিকা মেয়ের যেকোন অঙ্গভঙ্গি ইসলামে নিষিদ্ধ *(নূর ৩১)*। যারা এটা করেন ও যারা এটা সমর্থন করেন উভয়ে আল্লাহ্র বিধান লংঘনকারী। আর আল্লাহ কোন সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না *(আলে ইমরান ৫৭)*। প্রকৃত অর্থে ছালাত-ছিয়াম আদায়কারী ব্যক্তি এগুলিকে কখনোই সমর্থন করতে পারেন না। অতএব ঐ মুছল্লী লোক দেখানো ছালাত আদায়কারী মাত্র' *(মাঊন ৫)*। কেননা প্রকৃত মুছল্লী ব্যক্তিকে

তার ছালাত যাবতীয় ফাহেশা ও মুনকার কাজ থেকে বিরত রাখে *(আনকাবূত ৪৫)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : মীলাদ শরীফ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছটি ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم تعة أشهر ... وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ لأسناه– কি ছহীহ? কখন, কিভাবে ও কার মাধ্যমে মীলাদের প্রচলন ঘটে? কিয়ামের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দেওয়ার প্রচলন কবে, কিভাবে থেকে শুরু হয়? মা আমেনার প্রসবকালে মারিয়ম, আসিয়া, হাজেরা (আঃ) সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন- এটা কি কোন হাদীছ?

-আবূ আব্দুল্লাহ
সিলেট।

উত্তর : উপরের কথাগুলি কোন হাদীছ নয়। এগুলির রচয়িতা হলেন 'মাওলিদুন্নবী' বইয়ের লেখক মদীনার একজন শাফেঈ মুফতী ইমাম জা'ফর আল-বারযানজী (মৃঃ ১১৭৭ হিঃ/১৭৬৪ খৃঃ)। উক্ত বইয়ে তিনি মা আমেনার প্রসবকালে আসিয়া, মারিয়াম প্রমুখের আগমন ইত্যাদি যেসব কথা লিখেছেন, এগুলি ভিত্তিহীন কল্পকথা মাত্র। ইরাকের এরবল প্রদেশের গবর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী কর্তক সর্বপ্রথম ৬০৪ হিঃ মতান্তরে ৬২৫ হিজরী সনে মীলাদের প্রচলন হয়। আলেমদের মধ্যে তাকে এর ব্যাপারে সাহায্য করেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়া। তিনি মীলাদের পক্ষে আততানভীর ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর' নামে একটি বই লিখে গভর্ণরকে উপহার দেন এবং বিনিময়ে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিষ পান। মীলাদ আবিষ্কারের প্রায় একশ' বছর পরে 'ক্বিয়াম' আবিষ্কার হয় *(দ্রঃ মীলাদ প্রসঙ্গ ৬-৮)*। রাসূলের জীবদ্দশাতেই ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর মৃত্যুর পরে ধর্মের নামে যা কিছুই চালু করা হউক, সবই বিদ'আত। যার পরিণাম জাহান্নাম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০; নাসাঈ হা/১৫৭৯)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : ২৫ বছর আগে আমি একটি কোম্পানীর শেয়ার কিনি। বর্তমানে তা মূল টাকার চাইতে অনেক গুণ বেশী দামে বিক্রি হচ্ছে। এখন বর্তমানের বর্ধিত মূল্য গ্রহণ করা আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : শেয়ার বিক্রি করে পুরা টাকা উত্তোলন করুন। অতঃপর আসলটা রেখে দিন ও বাকীটা কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করুন। কেননা ওটা সূদ। আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আপনাকে অভাবমুক্ত করবেন এবং এর উত্তম প্রতিদান দিবেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন'। 'এবং তিনি তাকে রূযী দান করেন এমন পথে, যা সে ধারণাও করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক ২-৩)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : আমি একটি সিগারেট কোম্পানীতে চাকুরী করি। ভালো বেতন-বোনাস ছাড়াও কোম্পানী আমাদেরকে লভ্যাংশের ভাগ দিয়ে থাকে। তবে আমি নিজে ধূমপান করি না। এক্ষণে আমার উক্ত আয় হালাল হবে কি?

-আব্দুর রহমান
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : যার মূল হারাম, তার আয়টাও হারাম। তামাক একটি হারাম বস্তু, যা মাদক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। তামাক থেকে উৎপাদিত বিড়ি, সিগারেট, জর্দা সবই হারাম। তামাকের চাষ করা ও ব্যবসা করা হারাম। আল্লাহ বলেন, তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সকল পবিত্র বস্তু এবং হারাম করা হয়েছে সকল 'খবীছ' অর্থাৎ নাপাক বস্তু' *(আ'রাফ ১৫৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সকল প্রকার মাদকদ্রব্য হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯১)*। তামাক স্বাস্থ্যের জন্য অতীব ক্ষতিকর বস্তু। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاضَرَرولاضرَار 'ক্ষতি নয়, ক্ষতি করাও নয়' *(ইবনু মাজাহ, মালেক, ছহীহাহ হা/২৫০)*। অতএব এই মাদক ও ক্ষতিকর বস্তু থেকে অর্জিত আয় হালাল নয়। আল্লাহ আমাদের হারাম থেকে বাঁচার তাওফীক দিন।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : মহিলাদের জন্য ব্যবসা করা জায়েয হবে কী?

-আব্দুর রহীম
বারপেটা, আসাম।

উত্তর : যেকোন হালাল ব্যবসা নারী ও পুরুষ সবার জন্য জায়েয। আল্লাহ বলেন, তিনি ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন উপার্জন সবচেয়ে পবিত্র? তিনি বললেন, মানুষের নিজ হাতের উপার্জন এবং প্রত্যেক বৈধ ব্যবসা *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৭৮৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬০৭)*। ইসলামের প্রথম যুগে মহিলাগণ ব্যবসা করতেন। কিন্তু পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর এবং পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা নিষিদ্ধ হওয়ার পর মহিলাদের জন্য ব্যবসা নিরুৎসাহিত করা হয়। কেননা এতে হালালের পথ ধরে হারামের অনুপ্রবেশ ঘটার আশংকা দেখা দেয়। বর্তমান যুগে যে ফিৎনা মহামারী আকার ধারণ করেছে। অতএব মুসলিম মহিলাদের অবশ্যই এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : ফজর ছালাতের সুন্নাত আদায় না করে জামা'আতে শরীক হওয়া যাবে কি? জনৈক ব্যক্তি বলেছেন সুন্নাত আদায় করে জামা'আতে শরীক হ'তে হবে। অন্যথা সূর্যোদয়ের পরে সুন্নাত পড়তে হবে। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-আবুল কাসেম
কাপাইল, শিবপুর, কালীগঞ্জ, নরসিংদী।

উত্তর : ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত জামা'আতের

পূর্বে পড়াই সুন্নাত। কিন্তু তা আদায় করার সময় না পেলে ফরয ছালাত পড়ার পরে পড়তে হবে। ক্বায়েস ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন লোককে ফজরের ফরয ছালাতের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, ফজরের ছালাত কি দু'বার? তখন লোকটি বলল, আমি ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত পড়িনি। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চুপ থাকলেন' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১১৬৫; মিশকাত হা/১০৪৪)*। তবে যদি তিনি ইমাম হন, তাহ'লে তিনি সুন্নাত পড়ে জামা'আত শুরু করবেন। কেননা তার এখতিয়ার আছে, জামা'আতের নির্ধারিত সময় আগপিছ করার *(আহমাদ, মিশকাত হা/১০০৯)*। তবে মুক্তাদীর জন্য সে সুযোগ নেই। কেননা ইক্বামত দেওয়ার পর অন্য কোন ছালাত আদায় করা নিষেধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : পশ্চিমবঙ্গের একজন সুপরিচিত আলেম তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকায় (৩৮/৪ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১০) লিখেছেন যে, বিগত ১৪ শো বছর ধরে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর মুসলিম উম্মাহ কবরের আশপাশে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে দুই হাত তুলে দু'আ করে আসছেন। তিনি দলীল দিয়েছেন, 'ইস্তাগফিরু লি আখীকুম (আবুদাঊদ হা/৩২২১)। দয়া করে এবিষয়ে সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আযীযুল হক সরদার
পদ্মবিলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : হাদীছটি ছহীহ। কিন্তু ব্যাখ্যাটি ভুল। দ্বিতীয়তঃ ১৪ শো বছর ধরে উক্ত প্রথাটি চলে আসার দাবীটি ভিত্তিহীন। তাঁর এই কল্পিত ব্যাখ্যা ও অনৈতিহাসিক দাবীর সাথে আহলেহাদীছ-হানাফী কোন বিজ্ঞ আলেমই একমত নন। যে হাদীছ তিনি এনেছেন, তার পুরাটি হ'ল, كان النبى صـــ اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم ثم سلوا له التثبيت فانـــه الأن يـــسأل 'নবী করীম (ছাঃ) দাফন শেষে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তিনি যেন মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দানের সময় দৃঢ় থাকতে পারেন, সেজন্য দো'আ কর। কেননা তাকে এখুনি প্রশ্ন করা হবে' *(আবুদাঊদ, হা/৩২২১, সনদ ছহীহ, জানায়েয অধ্যায় 'ফিরে আসার সময় কবরের নিকটে মাইয়েতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ-৭৩; মিশকাত হা/১৩৩ 'কবর আযাবের প্রমাণ' অনুচ্ছেদ-৪)*। এ হাদীছের রাবী হযরত ওছমান বিন 'আফফান (রাঃ) একথা বলেননি যে, অতঃপর আমরা সবাই রাসূলের সাথে দলবদ্ধভাবে মুনাজাতে শরীক হয়ে দু'হাত তুলে সমস্বরে 'আমীন' 'আমীন' বললাম। কুতবে সিত্তাহ্র মুহাদ্দিছগণ, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন কেউই উক্ত ব্যাখ্যা দেননি। ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণের পর রাসূলের ভাষায় নিন্দিত ভ্রষ্টতার যুগে অন্যান্য বিদ'আতের সঙ্গে এ বিদ'আতটিও চালু হয়েছে মূলতঃ অজ্ঞদের মন জয় করার জন্য। বহু বচনের ক্রিয়াপদের দোহাই দিয়ে যদি কেউ দলবদ্ধ মুনাজাত জায়েয করতে চান, তাহ'লে তো ছালাত, ছিয়াম, যাকাত সকল মুসলমানকে সর্বদা দলবদ্ধভাবেই আদায় করতে হবে এবং একাকী সকল ইবাদত বাতিল করতে হবে। অতএব শাব্দিক ব্যাখ্যার গোলকধাঁধা নয়, বরং উক্ত হাদীছের উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ কিভাবে আমল করেছেন, সেটাই দেখার বিষয়। তাঁরা ঐ সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করেছেন বলে তো কোন প্রমাণ নেই। বরং রাসূলের উক্ত নির্দেশ প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে মাইয়েতের জন্য দো'আ করার মাধ্যমে পালন করেছেন। আমরাও সেটা করব। এর বাইরে অন্য কোন কথা মুসলমানের জন্য পালনীয় নয়। যদি কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো দলবদ্ধ মুনাজাতে নিষেধ করেননি। তার জওয়াব এই যে, তিনি কোন ইবাদত যেভাবে করেছেন, সেভাবেই করাই আল্লাহ্র হুকুম *(হাশর ৭)*। তার বাইরে ধর্মের নামে যা কিছু করা হবে, সবই বিদ'আত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। তিনি জানাযার ছালাতে রুকু-সিজদা করেননি। তাই আমরাও করি না। কিন্তু যদি কেউ এখন বলেন, আমরা করব। কেননা এটিও ছালাত। তাছাড়া আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) রুকু-সিজদা করতে নিষেধ করেছেন, এমন তো কোন হাদীছ নেই। তাহ'লে ঐ ব্যক্তিকে করুণা করা ভিন্ন কোন উপায় নেই।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : আমরা জানি, ফরয ছালাতে কোন ভুল হলে সহো সিজদা দিতে হয়। সুন্নাত বা নফল ছালাতের ক্ষেত্রেও কি সহো সিজদা দিতে হবে?

-আসাদুযযামান
জলাইডাঙ্গা, রংপুর।

উত্তর : ছালাতে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব তরক হয়ে গেলে শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'সিজদায়ে সহো' দিতে হয়। রাক'আতের গণনায় ভুল হ'লে বা সন্দেহ হ'লে বা কম বেশী হয়ে গেলে বা ১ম বৈঠকে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে ইত্যাদি কারণে এবং মুক্তাদীগণের মাধ্যমে ভুল সংশোধিত হ'লে 'সিজদায়ে সহো' আবশ্যক হয়। শাওকানী বলেন, ওয়াজিব তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' ওয়াজিব হবে এবং সুন্নাত তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' সুন্নাত হবে *(আস-সায়লুল জারা'র ১/২৭৪)*।